নিশানে আসমানী

(ঐশী নিদর্শনাবলী)

লেখক

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

প্রকাশনায়

নাযারত নশর ও এশায়াত, কাদিয়ান, পঞ্জাব

بسم الله الرحمن الرحيم

নিশানে আসমানী

(ঐশী নিদর্শনাবলী)

বা

শাহাদাতুল মুলহামীন

(সত্য ইলহামপ্রাপ্তদের সাক্ষ্যসমূহ)

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

প্রকাশনায়
নাযারত নশর ও এশায়াত, কাদিয়ান, পঞ্জাব

নিশানে আসমানী
(ঐশী নিদর্শনাবলী)

লেখক	ঃ	হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
বঙ্গানুবাদ	ঃ	আল্‌হাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক
সংস্করণ	ঃ	মার্চ, ২০২৪ (ভারত)
সম্পাদনা	ঃ	বাংলা ডেস্ক, ভারত
সংখ্যা	ঃ	৫০০
প্রকাশক	ঃ	নাযারত নশর ও এশায়াত সদর আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়া, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পঞ্জাব
মুদ্রণে	ঃ	ফজল-এ-ওমর প্রিন্টিং প্রেস, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পঞ্জাব

Title	:	Nishan-e Asmani
Author	:	Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani[as]
Translator	:	Alhajj Moulana Abdul Aziz sadiq
Edition	:	March, 2024 (India)
Edited by	:	Bangla Desk, India
Copies	:	500
Published by	:	Nazarat Nashr-o-Isha'at Sadr Anjuman Ahmadiyya, Qadian, Gurdaspur, Punjab
Printed at	:	Fazle Umar Printing Press, Qadian ; Gurdaspur ; Punjab

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

প্রকাশকের নিবেদন

হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী (আ.) আল্লাহ্তা'লার কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে নিজেকে মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী বলে দাবি করলে বিরোধীদের পক্ষ থেকে বিরোধীতার এক প্রবল ঝড় ওঠে। তৎকালীন ভারতের প্রখ্যাত আলেম-উলেমাগণ এবং মৌলবি সম্প্রদায় তাঁর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ফতওয়া বর্ষণ শুরু করে। কিন্তু ঐশী সাহায্যপ্রাপ্ত মহাপুরুষদের সত্যতার সবচেয়ে বড় নিদর্শন হল তাঁরা এ সবের কোন তোয়াক্কা করেন না। তাঁরা তাঁদের বিরোধীদের অভিযোগের সুনির্দিষ্ট ও যোগ্য জবাব প্রদান করে থাকেন। কেননা, তাঁদের আবির্ভাবের মূল উদ্দেশ্য হল, হারিয়ে যাওয়া তওহীদ প্রতিষ্ঠা করা এবং আল্লাহ্র প্রতি মানুষের বিভ্রান্তি ও সন্দেহ দূর করা এবং তাদের অভিযোগের সন্তোষজনক জবাব দেওয়া যাতে বিরোধীতাকারীদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ যৌক্তিক ও নির্ণায়ক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে "নিশানে আসমানী" নামক এই পুস্তকটি রচনা করেছিলেন। পুস্তকটির বাংলা অনুবাদ সর্বপ্রথম মে ২০০১ সালে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে পুস্তকটির বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান সংস্করণে পুস্তকটির কম্পোজ করেছেন বুশরা হামিদ সাহেবা এবং প্রুফ রিডিং তথা রিভিউ এবং মূল উর্দু পুস্তকটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরিমার্জনা করেছেন জনাব রফিকুল ইসলাম এম. এ (বাংলা) মুরব্বি সিলসিলাহ্ বাংলা ডেস্ক কাদিয়ান এবং জনাব জাহিরুল হাসান ইনচার্জ বাংলা ডেস্ক কাদিয়ান।

সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) এর সদয় অনুমোদনে নব আঙ্গিকে পুস্তকটির প্রথম বাংলা সংস্করণ নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে প্রথমবার প্রকাশিত হচ্ছে।

আশাকরি পুস্তকটি পাঠকদের পথপ্রদর্শনের জন্য খুবই সহায়ক সাব্যস্ত হবে। আল্লাহ্ করুন যেন এমনই হয়। আমিন।

বিনীত

মার্চ, ২০২৪ ইং

হাফিয মাখদুম শরীফ
নাযির নশর ও এশায়াত কাদিয়ান

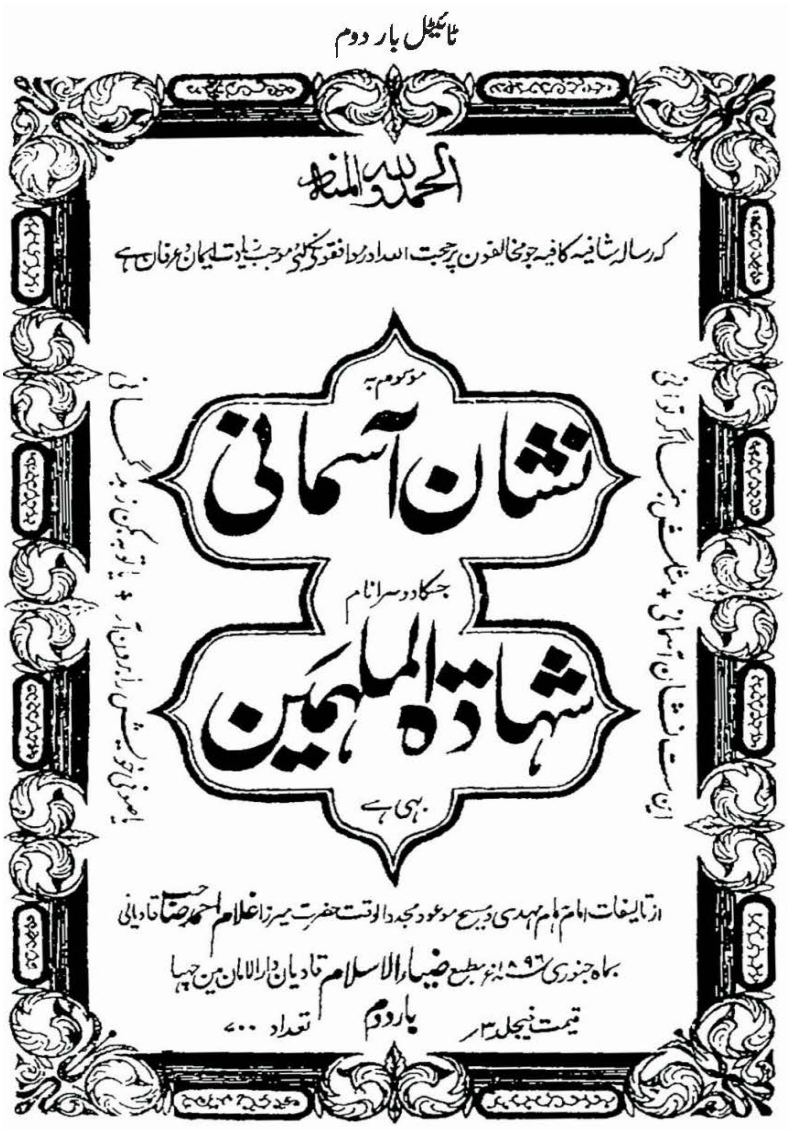

ٹائیٹل بار دوم

الحمد للہ والمنۃ

کہ رسالہ شافیہ کافیہ جو مخالفون پر حجت اللہ اور موافقون کیلئے موجب زیادت ایمان و عرفان ہے

موسوم بہ

نشان آسمانی

جسکا دوسرا نام

شہادۃ الملہمین

بھی ہے

از تالیفات امام ہمام مہدی و مسیح موعود مجدد الوقت حضرت میرزا غلام احمد صاحب قادیانی

بماہ جنوری ۹۶ء مطبع ضیاء الاسلام قادیان دار الامان مین چھپا

قیمت فی جلد ۳/ بار دوم تعداد ۷۰۰

উর্দু দ্বিতীয় সংস্করণের প্রচ্ছদ জানুয়ারি, ১৮৯৬ খ্রি.

লেখক পরিচিতি

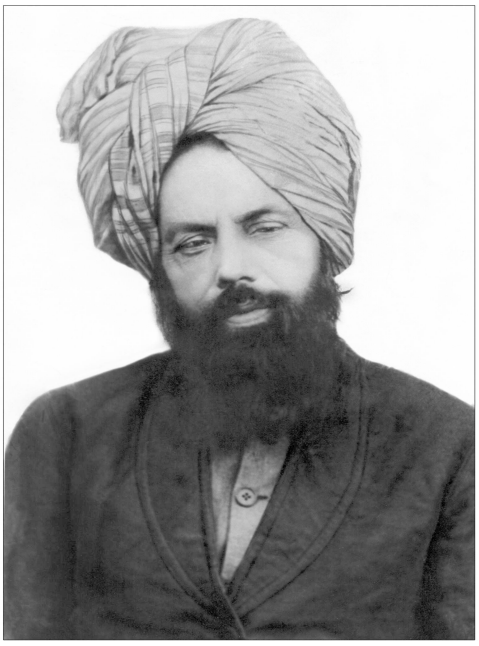

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী আলায়হেস সালাম,

[জন্ম ঃ ১২৫০ হিঃ ১৮৩৫ খ্রি. মৃত্যু ঃ ১৩২৬ হিঃ ১৯০৮ খ্রি.]

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী আলায়হেস্ সালাম ১৮৩৫ সনে ভারতের পঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজীবন পবিত্র কুরআন-এর গবেষণা ও মাহাত্ম্য অনুসন্ধান, দোয়া ও একান্ত ধর্মপরায়ণ জীবন যাপন করেন। চারদিক হতে ইসলামের বিরুদ্ধে নোংরা অপবাদ,আক্রমণ, মুসলমানদের চরম অবনতি, নিজ ধর্ম-বিশ্বাসে সন্দেহ-সংশয় ও নামমাত্র ধর্ম পালন ইত্যাদি অবলোকন করে তিনি ইসলামের যথার্থ ও পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশের

কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং ৯০ টিরও অধিক পুস্তক রচনা করেন এবং সহস্রাধিক পত্রাবলী ও বক্তৃতা, আলোচনা এবং ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাস) প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করে সাব্যস্ত করেন, ইসলাম-ই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম এবং একমাত্র এরই বিশ্বাসসমূহ ধারণ ও পালন করার মাধ্যমে মানবকূল তার পরম স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে এবং তাঁরই পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পারে।

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আ.) খুব অল্প বয়স থেকেই ঐশী স্বপ্ন, দিব্যদর্শন এবং প্রত্যাদেশগুলি অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। ঐশী আদেশে ১৮৮৯ সনে তিনি বয়া'ত গ্রহণ করা শুরু করেন এবং একটি পবিত্র জামা'ত-র ভিত্তি রাখেন। অতঃপর ঐশী প্রত্যাদেশ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে ঘোষণা করার আদেশ প্রদান করেন যে, তিনি তাকে পরবর্তীকালের জন্য সেই সংস্কারক হিসাবে নিযুক্ত করেছেন যার ভবিষ্যদ্বাণী বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে পূর্ব হতেই বিদ্যমান। তিনি (আ.) আরও দাবি করেন যে, তিনিই সেই মসীহ্ এবং মাহ্‌দী যাঁর আগমন সম্পর্কে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। জামা'ত আহ্‌মদীয়া এখন পৃথিবীর দুই শতাধিক দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে।

১৯০৮ সনে প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর কুরআন মজীদ এবং আঁ হযরত (সা.) 'র ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর এই ঐশী প্রচারকে পরিপূর্ণতা দান করার উদ্দেশ্যে খেলাফত ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠা হয়। হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'লা বেনাসরিহিল আযীয তাঁর (আ.)-পঞ্চম খলিফা এবং নিখিল বিশ্ব জামা'ত আহ্‌মদীয়ার বর্তমান যুগ ইমাম।

পুস্তক পরিচিতি

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পুস্তক "আসমানি ফয়সালা" রচনা করেন। এ পুস্তকের মধ্যে বিশেষতঃ মিঞা নযির হোসেন সাহেবকে ধর্মীয় তর্ক যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানান। অতঃপর তিনি (আ.) সিয়ালকোট, লাহোর হয়ে লুধিয়ানাতে উপস্থিত হন। লুধিয়ানাতে মাজযূব গোলাব শাহ্ সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর অনুসারী করীম বখ্‌শ সাহেবের নিকট হতে বিশদে হলফনামা সহকারে লিপিবদ্ধ করান। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের অন্তিমে পুস্তিকা "নিশানে আসমানী" যার দ্বিতীয় নাম 'শাহাদাতুল মুলহামীন' রচনা করেন এবং ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে মুদ্রিতাকারে প্রকাশ করেন। এই পুস্তক হুযুর (আ.) এর জীবদ্দশাতে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয়বার প্রকাশ করা হয়েছিল যন্মধ্যে তিনি (আ.) গোলাব শাহ্ সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী এবং শাহ্ নেমাতুল্লাহ্ ওলী (রহ.) এর ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেন যদ্বারা হুযুর (আ.) এর দাবির সত্যতা প্রমাণিত হয়। বর্তমান সংস্করণটি ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের সংস্করণ। (হযরত মওলানা জালাল উদ্দীন শামস্)

সকল বন্ধুর অবগতির জন্য নিবেদন

প্রত্যেক বন্ধুর খেদমতে যখন এই পুস্তিকা 'নিশানে আসমানী' পাঠানো হবে তখন তাঁকে বুঝে নিতে হবে যে, এটি মূল্যের বিনিময়ে পাঠানো হয়েছে। তাই প্রত্যেকে যতটুকু সম্ভব হয় অনতিবিলম্বে এর মূল্য যা তিন আনা এবং ডাক খরচ বাবদ এক আধুলী মোট সাড়ে তিন আনা যেন মানিঅর্ডার যোগে পাঠিয়ে দেন। যাতে পরবর্তী পুস্তক "দাফেউল ওয়াসাবেস"-এর জন্য অর্থ সংগ্রহ করা যেতে পারে। আর যারা পুস্তিকাটি অধিক সংখ্যায় কিনতে চান তারাও যেন আমাকে অবহিত করেন যাতে তাদের চাহিদা অনুযায়ী (বই) পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ওয়াস্‌সালাম আলা মানিত্তাবিয়াল হুদা।

মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
কাদিয়ান, জেলা গুরদাসপুর, পঞ্জাব
১'লা জুন, ১৮৯২ ইং

بسم اللّٰہِ الرحمٰن الرحیم

قدرتِ کردگار مے بینم　　حالتِ روزگار مے بینم
ازنجوم این سخن نمے گویم　　بلکہ از کردگار مے بینم
درخراسان ومصر و شام وعراق　　فتنہ و کار زار مے بینم
ہمہ را حال مے شود دیگر　　گر یکے در ہزار مے بینم
قصہ بس غریب مے شنوم　　غصۂ در دیار مے بینم
غارت و قتل لشکر بسیار　　از یمین و یسار مے بینم
بس فرو مایگان بے حاصل　　عالم و خواند کار مے بینم
مذہب دین ضعیف می یا بم　　مبدع افتخار مے بینم
دوستان عزیز ہر قومے　　گشتہ غمخوار و خوار مے بینم
منصب و عزل و تنگچی عمال　　ہریکے را دوبار مے بینم
ترک و تاجیک رابہم دیگر　　خصمی و گیر دار مے بینم
مکر و تزویر و حیلہ در ہر جا　　ازصغار و کبار مے بینم
بقعۂ خیر سخت گشت خراب　　جائے جمع شرار مے بینم
اندکے امن گر بود امروز　　در حدِ کوہسار مے بینم
گرچہ مے بینم این ہمہ غم نیست　　شادیٔ غمگسار مے بینم
بعد امسال و چند سال دگر　　عالمے چوں نگار مے بینم

بادشاہ مشام دانائے سرورِ باوقار مے بینم
حکم امثال صورتے دگرست نہ چو بیدار وار مے بینم
غین ورے سال چوں گذشت از سال بوالعجب کاروبار مے بینم
گر درِ آئینہ ضمیر جہان گرد و زنگ و غبار مے بینم
ظلمتِ ظلم ظالمانِ دیار بے حد و بے شمار مے بینم
جنگ و آشوب و فتنہ و بیداد درمیان و کنار مے بینم
بندہ را خواجہ وش ہمے یابم خواجہ را بندہ وار مے بینم
ہرکہ ادبار یار بود امسال خاطرش زیر بار مے بینم
سکّۂ نو زنند برُخِ زَر درہمش کم عیار مے بینم
ہریک از حاکمان ہفت اقلیم دیگرے را دوچار مے بینم
ماہ را رُوسیاہ مے نگرم مہر را دل فگار مے بینم
تاجر از دور دست و بے ہمراہ ماندہ در رہگذار مے بینم
حال ہند و خراب مے یابم جور ترک تتار مے بینم
بعض اشجار بوستان جہان بے بہار و ثمار مے بینم
ہمدلیٔ و قناعت و کنجے حالیا اختیار مے بینم
غم مخور زانکہ من دریں تشویش خرّمی وصل یار مے بینم
چوں زمستاں بے چمن بگذشت شمسِ خوش بہار مے بینم
دَورِ اوچوں شود تمام بکام پسرش یادگار مے بینم
بندگانِ جناب حضرت او سربسر تاجدار مے بینم
بادشاہِ تمام ہفت اقلیم شاہ عالی تبار مے بینم

صورت و سیرتش چو پیغمبر　　علم و حلمش شعار مے بینم
یدِ بیضا کہ با او تابندہ　　باز با ذوالفقار مے بینم
گلشنِ شرع راہمے بوئیم　　گل دین را ببار مے بینم
تاچہل سال اے برادرِ من　　دورِ آں شہسوار مے بینم
عاصیاں از امام معصومم　　خجل و شرمسار مے بینم
غازی دوستدار دشمن کش　　ہمدم و یار غار مے بینم
زینتِ شرع و رونقِ اسلام　　محکم و استوار مے بینم
گنج کسریٰ و نقد اسکندر　　ہمہ بر روئے کارمے بینم
بعد ازان خود امام خواہد بود　　بس جہان را مدار مے بینم
اح م و دال مے خوانم　　نام آں نامدار مے بینم
دین و دنیا از و شود معمور　　خلق زو بختیار مے بینم
مہدی وقت و عیسیٰؑ دوراں　　ہر دو را شہسوار مے بینم
ایں جہاں راچو مصرمے نگرم　　عدل او را حصارمے بینم
ہفت باشد و زیر سلطانم　　ہمہ را کامگار مے بینم
برکف دست ساقی وحدت　　بادۂ خوشگوار مے بینم
تیغ آہن دلاں زنگ زدہ　　کند و بے اعتبار مے بینم
گرگ با میش شیر با آہو　　در چرا باقرار مے بینم
☆ ترک عیار سُست مے نگرم　　خصم اُو درخمارمے بینم

نعمت اللہ نشست برکنجے
از ہمہ برکنارمے بینم

ফারসি নযমের অনুবাদ

১। কার্য সম্পাদনকারী সৃষ্টিকর্তার কুদরতের নিদর্শনসমূহ আমি লক্ষ্য করছি এবং আজব জামানার হাব-ভাব আমি লক্ষ্য করছি।

২। গ্রহ-নক্ষত্রাদির জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে আমি এসব কথা বলছি না পরন্তু সৃষ্টিকর্তার নিকট হতে প্রাপ্ত অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এসব লক্ষ্য করছি।

৩। খোরাসান, মিসর, সিরিয়া এবং ইরাক প্রভৃতি দেশে ফিতনা ও ফাসাদ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ আমি লক্ষ্য করছি।

৪। হাজারে দু'একজন বাদে সকলেরই অবস্থা আমি শোচনীয় হতে দেখছি।

৫। শুধু করুণ কাহিনী আমার কানে আসছে, দেশে দেশে নগরে নগরে পরস্পর ক্রোধ-কলহ আমি লক্ষ্য করছি।

৬। লুণ্ঠন, হত্যাকান্ড, অসংখ্য সৈন্যবাহিনী আমি ডানে বামে চতুর্দিকে যুদ্ধরত দেখছি।

৭। আমি দেখছি অনেক আলেম ও পণ্ডিত (হওয়ার দাবিদার), কিন্তু কাজের যোগ্য লোক দুষ্প্রাপ্য।

৮। দ্বীনের অনুসারীদেরকে দুর্বল লক্ষ্য করছি আর ধর্মে বিদআত সৃষ্টিকারীদেরকে গৌরব করতে দেখছি।

৯। প্রত্যেক জাতির প্রিয় ও সম্মানিত বন্ধুদেরকে চিন্তামগ্ন ও দ্বীনের দরদীদেরকে লাঞ্ছিত হতে দেখছি।

১০। পরপর পার্থিব পদমর্যাদায় আরোহণ ও পদচ্যুত এবং কর্মচারীদের উত্থান পতন দেখছি।

১১। তুর্কী ও তাজিক জাতিকে পরস্পর কলহ-বিবাদে লিপ্ত দেখছি।

১২। সর্বত্রই ছোট-বড় সকলকে ষড়যন্ত্র, মিথ্যার আশ্রয় এবং ধোকাবাজীতে লিপ্ত দেখছি।

১৩। কল্যাণ নিকেতনগুলিতে ভীষণ মন্দ পথে এবং সমবেত হওয়ার স্থানগুলিকে অগ্নিশিখায় পরিণত হতে দেখছি।

১৪। এমতাবস্থায় যদি কোথাও শান্তি থাকে তাহলে পাহাড়-পর্বতেই তা দেখছি।

১৫। যদিও আমি এসব স্পষ্ট দেখছি কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসব দুঃখ-দুর্দশা থাকবে না; বরং আনন্দের দিন এবং দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত হতেও দেখছি।

১৬। এ বছর হতে কয়েক বছর পর আমি পৃথিবীকে আংটির মধ্যে একটি ছবির ন্যায় দেখছি।

১৭। একজন বুদ্ধিমান প্রজ্ঞাশালী সম্রাট গুরুগম্ভীর মহান নেতাকে দেখছি।

১৮। তাঁর রাজত্ব অপরাপর রাজত্ব হতে নিম্ন হবে, তাঁর রাজত্বের ন্যায় বিচারের অনুরূপ আমি কিছুই দেখছি না।

১৯। (গাইনের ১০০০ + রের ২০০ = ১২০০) বার শত বছর অতীত হবার পরের বছর হতে আশ্চর্য অবস্থা দেখছি।

২০। জগতের অন্তরের আয়নাতে তাকালে ধূলাবালি এবং মরিচা দেখতে পাচ্ছি।

২১। দেশে দেশে নির্যাতনকারীদের সীমাতীত নির্যাতন ও কল্পনাতীত অন্ধকার দেখছি।

২২। মধ্যেও এবং শেষান্তেও যুদ্ধ-বিগ্রহ, ফিত্না এবং বে-ইনসাফী লক্ষ্য করছি।

২৩। দেখ! দাসকে সম্মানিত সম্রাট এবং সম্মানিত সম্রাটকে তুচ্ছ দাস হতে দেখছি।

২৪। এভাবে তখন ভালো লোকের পতন ঘটতে ও অন্তরকে বোঝার নিচে হা-হুতাশ করতে দেখছি।

২৫। স্বর্ণকারকে নূতন মুদ্রার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখছি যা দিরহাম বলে চলবে, স্বর্ণ কমই থাকবে।

২৬। সাত দেশের শাসকবর্গের প্রত্যেককে পরস্পর মতভেদে লিপ্ত হতে দেখছি।

২৭। চন্দ্রকে মলিন চেহারায় দেখছি, সূর্যের অন্তরকে আহত লক্ষ্য করছি।

২৮। ব্যবসায়ীদের সঠিক লাভ অর্জন না করতে ও পথভ্রষ্ট হতে এবং পথিককে ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় দেখছি।

২৯। ভারতকে খারাপ অবস্থায় দেখছি; তুর্কীদের নির্যাতন ও তাদের ধ্বংসও লক্ষ্য করছি।

৩০। বিশ্ব-বাগানের অনেক বৃক্ষকে ফলবিহীন ও বসন্তবিহীন দেখছি।

৩১। সর্বশান্ত ও ধৈর্যশালী হয়ে নিভৃতে চলে যাওয়ার অবস্থাই নিরাপদ দেখছি।

৩২। আমার এই দুশ্চিন্তার দুঃসংবাদে তোমরা দুঃখিত হয়ো না; পরন্তু আনন্দিত হও যে, আমি একজন বন্ধুর সাক্ষাতকে লক্ষ্য করছি।

৩৩। কেননা, ফুলেভরা বাগানহীন শীতকাল অবশেষে অতীত হবে, তখন সূর্যকে নব বসন্তে আনন্দিত হতে দেখছি।

৩৪। সে মহৎ ব্যক্তির যুগ যখন সফলতার সাথে পূর্ণ হয়ে যাবে তখন তার পুত্রকে স্মৃতিচিহ্ন রূপে থাকতে দেখছি।

৩৫। সেই মহান ব্যক্তির অনুসারীদের মাথায় মুকুট ধারণকারীরূপে লক্ষ্য করছি।

৩৬। পৃথিবীর শক্তিশালী সম্রাটদের শান ও শওকত ও উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হতে দেখছি।

৩৭। তাঁর গঠন ও আচরণ নবীদের ন্যায় এবং তাঁকে পরম জ্ঞানী ও সহিষ্ণু দেখছি।

৩৮। তার শুভ্র হস্তে উজ্জ্বল তরবারি বিদ্যমান যুলফিকারের সাথে দেখছি।

৩৯। শরীয়তের ফুলবাগানটিকে সব দিকে সুঘ্রাণ ছড়াতে দেখছি; দ্বীনের ফুলকে বসন্ত সৃষ্টি করতে দেখছি।

৪০। হে আমার ভাই! চল্লিশ বছর তাঁর নবুওয়ত কাল বিরাজমান থাকতে এবং তাঁর যুগে অনেক অশ্বারোহী দেখছি।

৪১। গুণাহ্গারদের এই নিষ্পাপ ইমামের সামনে লজ্জিত দেখছি।

৪২। তাঁকে মিত্রদের জন্য বিজয়ী, সর্বক্ষণ অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে এবং শত্রুদের বিনাশকারীরূপে দেখছি।

৪৩। তাঁকে শরীয়তের জন্য সৌন্দর্যের ও ইসলামের জন্য উজ্জ্বলতা ও সজীবতা এবং মজবুতির কারণরূপে দেখছি।

৪৪। পারস্য সম্রাটের রাজভান্ডার ও সিকান্দার বাদশাহ্র টাকা ও আশরাফীগুলো কাজে লাগাতে দেখছি।

৪৫। এরপর সেই মহান ইমামের উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে এবং জগৎকে সেই অনুযায়ী পরিচালিত হতে দেখেছি।

৪৬। তাঁর নাম আলিফ, হা, মীম ও দাল **'আহ্মদ'** পড়ছি, এই নামেই তাঁকে খ্যাতিমান থাকতে দেখেছি।

৪৭। তাঁর মাধ্যমে দ্বীন ও দুনিয়া উভয় জগতই হেদায়াত ও ন্যায়-বিচার দ্বারা আবাদ হতে এবং তার মান্যকারীদের সৌভাগ্যশালী হতে দেখেছি।

৪৮। তাঁকেই সময়ের মাহ্দী এবং যুগের ঈসারূপে এবং উভয়কে অশ্বারোহীরূপে দেখছি।

৪৯। এ জগৎকে তাঁর দ্বারা সুন্দর শহরের ন্যায় গড়ে তুলতে লক্ষ্য করছি এবং তাঁর ন্যায়-বিচারকে দূর্গরূপে দেখছি।

৫০। আমার এই সম্রাটের সাতজন উজীরকে লক্ষ্য করছি, তাদের

সকলকে নিজ নিজ উদ্দেশ্যে সফলকাম দেখছি।

৫১। তৌহীদের পানীয় বিতরণকারীর হাতে সুস্বাদু সুরা দেখছি।

৫২। লৌহ নির্মিত গৌরবময় তরবারীতে মরিচা ধরার দরুন তা ভোঁতা ও অকেজো হতে দেখছি।

৫৩। নেকড়ে বাঘ ও মেষকে এবং সিংহ ও হরিণকে একত্রে এক চারণ ভূমিতে শান্তিতে চরতে দেখছি।

৫৪। চালাক তুর্কী জাতিকে * অলস লক্ষ্য করছি এবং তার শত্রুকে নেশাগ্রস্ত দেখছি।

৫৫। নেয়ামতুল্লাহ্ দুনিয়ার এক কিনারায় বসে আছে; এসব রহস্যাবলী প্রান্তদেশে বসে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখছি।

* টীকা : এস্থলে মুনশী মুহাম্মদ জা'ফর সাহেব একথার ওপর জোর দিচ্ছেন যে, কবিতার এই পংক্তিটি অর্থাৎ ترک عیار যেন এ অধমের মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে একটি ভবিষ্যদ্বাণী। কিন্তু প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি যে ন্যায়-বিচার এবং চিন্তাশক্তির কিছুটা হলেও পেয়েছে সে অবশ্যই বুঝতে পারবে যে, এই পংক্তিটি হচ্ছে উক্ত কবিতার বিষয়াবলীর মধ্যে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং কবিতার বিন্যাস প্রণালী দ্বারা এটি পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, প্রথমত: প্রতিশ্রুত মসীহ্র আগমন ঘটবে এবং এরপর এমনকিছু ঘটনা ঘটবে যাতে চতুর তুর্কী জাতি অলস বলে পরিলক্ষিত হবে এবং তার শত্রুও নেশাগ্রস্ত পরিদৃষ্ট হবে। এখন এ বিষয়টি পরিষ্কার যে, বর্তমান যুগে এই অধম ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি প্রতিশ্রুত মসীহ্ হওয়ার দাবি করেনি যাতে করে তার দাবির পরে কোন বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি এই অধমকে তুর্কি বলে সাব্যস্ত করবে। সুতরাং এই পংক্তিটির সঠিক অর্থ এটিই যে, এই মসীহ্র আগমনের পরে তুর্কি সাম্রাজ্য কিছুটা অলস হয়ে পড়বে এবং সাম্রাজ্যের শত্রুও অর্থাৎ রাশিয়া কোন বিজয়ের শুভফল দেখতে পারবে না এবং অবশেষে আনন্দ-উল্লাস সম্পূর্ণরূপে বিদায় নেবে এবং নেশা উধাও হয়ে যাবে। তদুপরি এই পংক্তিটি দ্বারা যুগ মাহ্দী (আ.) ও

আগমনকারী ঈসার বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সেই প্রতিশ্রুত মাহ্দীই প্রতিশ্রুত মসীহ্ হবেন। যদিও সৈয়্যদ আহ্মদ সাহেব কখনও প্রতিশ্রুত মসীহ্ হওয়ার দাবি করেননি। বিভিন্ন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মাহ্দীর আবির্ভাবের সময় তুর্কি সাম্রাজ্য কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং আরবের কতক অংশের ওপর নতুন সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য কতক লোক তদ্‌বীর করতে থাকবে এবং তুর্কীরা সাম্রাজ্যকে পরিত্যাগ করার জন্য অনেকটা প্রস্তুত হয়ে যাবে, বস্তুতঃ এই সব চিহ্ন প্রতিশ্রুত মাহ্দী ও প্রতিশ্রুত মসীহের জন্যই অবধারিত আছে; অতএব যিনি চিন্তা করতে চান তিনি চিন্তা করুন।

মুহাম্মদ জা'ফর সাহেবের বিবেক-বুদ্ধি দেখে আশ্চর্যান্বিত হতে হয় যে, তিনি এই পংক্তিটির ওপরও চিন্তা করেন নি پسرش یادگار ے بینم অর্থাৎ তাঁর পুত্রকে তাঁর পরে স্মৃতি চিহ্ন থাকতে দেখছি। এই ভবিষ্যদ্বাণী সৈয়্যদ আহ্মদ সাহেবের ওপর কীভাবে প্রযোজ্য হতে পারে? যদি আজকে অর্থাৎ ২৭ শে জানুয়ারি, ১৮৯৬ সালে তিনি জীবিত হয়ে চলে আসেন তাহলে তিনি ১১২ বছর বয়সের হবেন। তাহলে কি তিনি এই বয়সে বিবাহ করবেন এবং তার পুত্র জন্মগ্রহণ করবে? অতএব স্মরণ রাখা উচিত যে, এরূপ বিশেষ পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করা এবং বিশেষ বিবাহ করা এসব বিষয়ে মসীহ্ মাওউদ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ আছে। এই অনুযায়ীই নেয়ামতউল্লাহ্ সাহেবের ইলহাম রয়েছে। মসীহ্ মাওউদ সম্পর্কে হাদীসসমূহে উল্লেখ আছে যে, يَتَزَوَّجُ وَيُوْلَدُ لَهُ (অর্থাৎ তিনি বিবাহ করবেন এবং তাঁর সন্তান জন্মগ্রহণ করবে- অনুবাদক)। কিন্তু সৈয়্যদ সাহেব কখনও মসীহ্ মাওউদ হওয়ার দাবি করেন নি; সুতরাং কীভাবে তাঁর ওপর এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রযোজ্য হতে পারে? এস্থলে এটিও স্মরণ রাখা উচিত যে, পংক্তিতে ترک عیار শব্দটি কুট অর্থ বর্ণনা করার জন্য ব্যবহার করা হয় নি পরন্তু এ শব্দটি ফারসি ভাষায় প্রশংসার স্থলেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে যেমন হাফেয বলেছেন :

خیال زلف تو پختن نہ کار خامان ست
کہ زیر سلسلہ رفتن طریق عیاری ست

[মর্মার্থ ঃ- তোমার ললিত কেশগুচ্ছের খেয়াল দৃঢ়ভাবে শিকড় জমিয়ে বসেছে, এটা কোন কাঁচা কাজ নয়। তাই অবিরত যাতায়াতের জন্য তদ্‌বীর (আইয়ার) অবলম্বন করা হলো-অনুবাদক।]

অতঃপর এটি স্পষ্ট যে, এই পুস্তকের কয়েকটি পাতায় কিছু সংখ্যক ঐ সকল ওলীউল্লাহ্ এবং আত্মবিলীনকারীদের সাক্ষ্য উল্লেখ করা হলো যাঁরা দীর্ঘকাল পূর্বে এ অধম সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করে গেছেন। তাদের অন্যতম এক আত্মবিলীনকারী **গোলাব শাহ্** নামক এক ব্যক্তির ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, যিনি আমাদের এ যুগ হতে ত্রিশ বা একত্রিশ বছর পূর্বে এই নশ্বর জগৎ হতে বিদায় নিয়ে গেছেন। যদিও এ ভবিষ্যদ্বাণীটি **"ইযালায়ে আওহাম"** পুস্তকের ৭০৭ পৃষ্ঠায় সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু এবারে বর্ণনাকারী সেই ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বাণীটির সকল দিক একাধারে ভালরূপে স্মরণ করে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করেছেন এবং ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যেন এই ভবিষ্যদ্বাণীটি পৃথকভাবে একটি বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করা হয়।

বর্ণনাকারী মিঞা করীম বখ্শ এই ভবিষ্যদ্বাণীটি এমন দৃঢ় বিশ্বাস এবং ঈমানী জোশ ও উৎসাহের সাথে ব্যক্ত করেছেন যে, যদি কোন সত্যান্বেষী মনোযোগী হয়ে এটি শোনে তাহলে তার অন্তরে সেটির পূর্ণ এবং বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তৃত না হয়ে পারে না। আমি মিঞা করীম বখ্শকে ইদানিং অর্থাৎ ১৮৯২ সালের মে মাসে লুধিয়ানায় ডেকে এনে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি পুনরায় ভালরূপে তদন্ত করেছি। পরে বিভিন্ন

মজলিসে তাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, এ সম্পর্কে সুদৃঢ় ও নিশ্চিতভাবে সত্য সত্য কথা যা তার স্পষ্ট স্মরণ আছে তা-ই যেন সে বর্ণনা করে। সে যেন অনুমান ও সন্দেহ ও সংশয়পূর্ণ কথা না বলে। তাকে এই কথাও বলা হয়েছে যে, যদি এক চুল পরিমাণও অবাস্তব কথা বলে বা সংশয়পূর্ণ বিষয় ব্যক্ত করে যা তার সঠিক স্মরণ নেই তাহলে তাকে খোদাতা'লার সম্মুখে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে; বরং সত্যের পরীক্ষার জন্য সেই বীরপুরুষকে শক্তভাবে বলা হয়েছে যে, আপনি এখন এই কথাটি ভাল করে চিন্তা করে নিন এবং বুঝে নিন যে, যদি আপনার বিবরণের একটি শব্দও অবাস্তব হয় তাহলে এর বোঝা আপনাকেই বহন করতে হবে এবং হাশরের দিন সেই অভিশাপের মালা গলায় পরতে হবে যা মিথ্যাবাদীদের গলায় পরানো হবে। অতঃপর তাকে বারংবার বলা হয়েছে যে, হে মিঞা করীম বখ্শ! আপনি একজন বীরপুরুষ এবং যেভাবে শোনা যায় যে, তাক্ওয়া এবং নামায-রোযা সযত্নে পালন করার মধ্যে আপনার জীবনকাল অতিবাহিত হয়েছে, এখন এই কথাকে স্মরণ রাখুন যে, যদি মিঞা গোলাব শাহ্'র এই ভবিষ্যদ্বাণীটি যা আপনি এই অধম সম্পর্কে বর্ণনা করে থাকেন, এক সন্দেহ ও সংশয়পূর্ণ বিষয় বা অবাস্তব কথা হয়ে থাকে তাহলে এটি বর্ণনা করার ফলে আপনার পূর্ববর্তী সকল পুণ্যকর্ম ব্যর্থ ও বিনাশ হয়ে যাবে। আপনি মনে দুঃখ নেবেন না, নিশ্চিত জেনে রাখবেন যে, এই মিথ্যা বানানোর শাস্তিতে আপনাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সুতরাং যদি এই কথা নিশ্চিত ও বাস্তব না হয়ে থাকে তাহলে আমার খাতিরে আপনি নিজের ঈমানকে নষ্ট করবেন না। আমি আপনার এ জগতেও কাজে আসতে পারি না এবং পরজগতেও না। যে ব্যক্তি অপরাধী হয়ে খোদার সামনে হাজির হবে তার ভাগ্যে অবশ্যই সেই জাহান্নামই জুটবে যার মধ্যে সে মরবেও না, বাঁচবেও

না। হতভাগা সে ব্যক্তি, যে নিজে মিথ্যা কথা রচনা করে তার মালিককে অসন্তুষ্ট করে, বড়ই দুর্ভাগা সে ব্যক্তি, যে অপরাধমূলক কাজ করে সারা জীবনের পুণ্যকর্মকে বিনাশ করে ফেলে।

স্মরণ রাখবেন, যদি কোন ব্যক্তি আমার জন্য খোদাতা'লার উপর কোন প্রকার মিথ্যারোপ করে এবং স্বপ্ন বা কোন ইলহাম অথবা কাশ্‌ফ আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য লোকের মধ্যে ছড়ায় তাহলে আমি তাকে কুকুরের চাইতে নিকৃষ্ট এবং শূকর অপেক্ষা অপবিত্র মনে করি এবং উভয় জগতেই তার প্রতি আমি অসন্তুষ্ট ও ব্যাথিত; কারণ সে অতি হীন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তার প্রিয় প্রভুকে মিথ্যা রচনা করে অসন্তুষ্ট করছে। যদি আমরা অতি ধৃষ্ট ও পরম মিথ্যাবাদী হয়ে যাই এবং খোদাতা'লার সামনে মিথ্যাচার ও মিথ্যা রচনা করতে ভয় না করি তাহলে কুকুর এবং শূকর আমাদের অপেক্ষা সহস্রগুণে ভাল। সুতরাং যদি পাপ করে থাকো তাহলে তওবা কর যেন ধ্বংস না হও। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, খোদাতা'লা মিথ্যা রচনাকারীকে কখনও শাস্তি না দিয়ে ছাড়বেন না। প্রকৃতপক্ষে এই অধমের দাবি-দাওয়া ও কার্যকলাপ কোন মানুষের সাক্ষ্য প্রদানের ওপর নির্ভর করে না। যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি আমার সঙ্গে আছেন এবং আমি তার সঙ্গে আছি; তিনিই আমার জন্য আশ্রয়স্থল হিসেবে যথেষ্ট; তিনি নিজ বান্দাকে কখনও ধ্বংস করবেন না, তিনি তাঁর মনোনীত ব্যক্তিকে কখনও বিনাশ করবেন না। এ হলো সেই সব কথা যা কয়েকবার মিঞা করীম বখশকে কয়েকটি মজলিসে বলা হয়েছে; কিন্তু তিনি এসব কথা শুনে এক ব্যথাপূর্ণ অন্তর থেকে এমন উত্তর দিলেন যা শুনে কান্না পাচ্ছিল। তিনি খোদার ভয়ে অভিভূত ও পরাভূত হয়ে পরম সততার সাথে এসব কথা বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর বিবরণের মধ্যে, যা তিনি অশ্রুসিক্ত নয়নে ও আবেগাপ্লুত অবস্থায় ব্যক্ত করছিলেন, এমন মর্মস্পর্শী প্রভাব

প্রকাশমান ছিল যার প্রভাবে দেহে কম্পন সৃষ্টি হচ্ছিল। সুতরাং ঐদিন দৃঢ় প্রত্যয় ও নিশ্চয়তার সাথে উপলব্ধি হলো যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীটি তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে, শিরা-উপশিরায় প্রভাব বিস্তার করেছে এবং এটির দরুন তার ঈমানের উন্নত পর্যায়ে উপকার সাধিত হয়েছে। অতএব আমরা নিম্নে তাঁর সেই বিজ্ঞাপনটি উল্লেখ করবো যা তিনি পরম মর্যাদাশালী খোদার কসম খেয়ে বেদনাপূর্ণ বিবরণের মাধ্যমে লিখেছেন: এটি পাঠ করলে বিবেকবান ও ন্যায়পরায়ণযোগ্য এবং প্রকৃত তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনকারীগণ অবশ্যই উপলব্ধি করবেন যে, তা কত উচ্চ মানের সাক্ষ্য !

এছাড়া **নেয়ামতুল্লাহ্** নামে এক খোদাপ্রিয় পুরুষের আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, যা তিনি তার এক কাসীদাতে [আরবিতে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের (সা.) সম্বন্ধে যে কবিতা লেখা হয় তাকে কাসীদা বলা হয়-অনুবাদক] লিখেছেন। তিনি তার বুযুর্গী ও দিব্য-দর্শনের জন্য গোটা পাক-ভারত উপমহাদেশে সুখ্যাত। বলা বাহুল্য যে, এই বুযুর্গ আমাদের যুগ হতে সাতশ' ঊনপঞ্চাশ (৭৪৯) বছর পূর্বে অতীত হয়েছেন এবং এই পরিমাণ সময়ই তাঁর কাসীদা রচনার উপর অতীত হয়েছে যার মধ্যে এই ভবিষ্যদ্বাণী উল্লিখিত আছে। মৌলবি মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব শহিদ দেহলবী যে যুগে এই চেষ্টায় রত ছিলেন যেন কোনরূপে তার মুরশেদ সৈয়্যদ আহ্‌মদ সাহেবকে যুগ-মাহ্‌দী বলে সাব্যস্ত করা হয়, সেই যুগেই তিনি এই কাসিদা হাসিল করে অনেক চেষ্টা করলেন যাতে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি তার ওপর প্রযোজ্য করা যেতে পারে, এমনকি তিনি এটিকে নিজ কিতাবের সঙ্গে সংযুক্ত করে প্রকাশও করে দিলেন। যাহোক, ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে যে সকল তথ্য ও চিহ্নসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে তা কোনভাবেই সৈয়্যদ আহ্‌মদ সাহেবের ওপর প্রযোজ্য হতে পারে না; তবে একথা সত্য যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী

যার ওপর প্রযোজ্য হচ্ছে তার নাম "**আহ্‌মদ**" লেখা আছে অর্থাৎ সেই আগমনকারীর নাম আহ্‌মদ হবে; তদুপরি এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তিনি হিন্দুস্তানে (পাক-ভারত উপমহাদেশে) আবির্ভূত হবেন। হ্যাঁ! এটিও লেখা আছে যে, তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আগমন করবেন। সুতরাং বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, সৈয়্যদ আহ্‌মদ এর মধ্যে এই তিনটি চিহ্নই বর্তমান ছিল। কিন্তু একটু গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা করলে উপলব্ধি করা যাবে যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে সৈয়্যদ আহ্‌মদ সাহেবের কোন সম্পর্ক নেই। কেননা কবিতার পংক্তিগুলি থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, সেই প্রতিশ্রুত মুজাদ্দেদ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে আগমন করবেন না, বরং ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষাংশে অনেক ঘটনা দুর্ঘটনা এবং বিভিন্ন ফিত্‌না সংঘটিত হওয়ার পর আগমন করবেন। অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে আগমন করবেন। কিন্তু এটি সর্বজনবিদিত যে, সৈয়্যদ আহ্‌মদ সাহেব ত্রয়োদশ শতাব্দীর অর্ধেকাংশও পান নি; তাহলে কী করে তাঁকে চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বলা যেতে পারে? তাছাড়া জনাব সৈয়্যদ সাহেব নিজ মুখে কখনও সে দাবি করেন নি যা তার প্রতি আরোপ করা হয়। তার কোন রকম বিবৃতিও পেশ করা যাবে না যার মধ্যে এই দাবি উল্লিখিত আছে। এই সব কথার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো এই যে, শেষ নেয়ামতুল্লাহ্ ওলী এই সব ছন্দে প্রতিশ্রুত আগমনকারী সম্পর্কে এটিও লিখেছেন যে, তিনি মাহ্‌দী ও ঈসা নামেও অভিহিত হবেন; অথচ এই বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার যে, সৈয়্যদ আহ্‌মদ সাহেব কস্মিনকালেও ঈসা হওয়ার দাবি করেন নি। একইভাবে ঐ সব ছন্দে একটি কথা এ-ও লেখা আছে যে, তাঁর পরে তাঁরই রঙে রঙীন তাঁর এক পুত্র হবে যে তাঁর স্মৃতি-চিহ্ন হয়ে থাকবে। এস্থলে এই বিষয়টি পরিষ্কার যে, সৈয়্যদ আহ্‌মদ সাহেব এমন গুণবিশিষ্ট কামেল

পুত্র সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করেন নি আর না তাঁর এমন কোন পুত্র জন্মগ্রহণ করেছে যে, সে ঈসার রঙে রঙীন হত। তাছাড়া ঐ সব ছন্দে এই ইঙ্গিতও ছিল যে তিনি আবির্ভূত হওয়ার সময় থেকে নিয়ে চল্লিশ বছর বয়স পাবেন; কিন্তু বিষয়টি পরিষ্কার যে, সৈয়্যদ আহ্মদ সাহেব তাঁর আত্মপ্রকাশের সময় থেকে নিয়ে কেবল কয়েক বছর জীবিত থাকার পর এ নশ্বর জগৎ হতে বিদায় নিলেন। কিন্তু **'বারাহীনে আহ্মদীয়া'** পাঠ করলে পাঠক সহজে বুঝতে পারবেন যে, এই অধম দ্বীনে ইসলামের সংস্কারের উদ্দেশ্যে চল্লিশ বছর বয়সে আবির্ভূত হয়, এরপরে প্রায় এগার বছর অতীত হয়ে গেছে এবং সেই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যা **'ইযালায়ে আওহাম'** পুস্তকে উল্লিখিত আছে

ثمانين حولًا او قريباً من ذٰلک

(অর্থাৎ আশি বছর বা এর কাছাকাছি-অনুবাদক) আবির্ভাবের সময় চল্লিশ বছর হয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বাধিক জ্ঞানী। প্রকৃত বিষয় এই যে, সৈয়্যদ সাহেবের পুনরাগমনের আশা রাখা ঠিক ঐ প্রকারেরই, যে প্রকারের আশা হযরত ইলিয়াস এবং হযরত মসীহের আগমনের ওপর রাখা হচ্ছে। অত্যধিক সরল এবং অনবগত মানুষেরা নিজেদের সময় ঐ আশাতেই নষ্ট করে যাচ্ছে। এর মধ্যে এতটুকুই তথ্য অনুভূত হয় যে, আদিকাল হতে খোদাতা'লার এ চিরন্তন নিয়ম প্রচলিত আছে যে, খোদা কোন কোন সময় কোন দিব্য-দর্শন প্রাপ্ত ব্যক্তির মাধ্যমে কোন মৃত কামিল পুণ্যবান ব্যক্তির দুনিয়াতে পুনরাগমন সম্পর্কে সংবাদ দেন কিন্তু তা দ্বারা কেবল এতটুকুই বোঝানো হয় যে, সেই ব্যক্তির প্রকৃতি ও আচারআচরণ এবং জীবনচরিত নিয়ে অন্য কোন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবে। যেমন বনী ইসরাঈলের নবীদের মধ্যে মালাকীও এই সংবাদ দিয়েছিলেন যে, ইলিয়াস নবী যাকে আকাশে ওঠানো হয়েছে পুনরায় দুনিয়াতে আসবেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না

ইলিয়াস নবী পুনরায় দুনিয়াতে আসবেন ততক্ষণ পর্যন্ত মসীহ্ আসতে পারেন না। বাহ্যিকতার অনুসারী ইহুদী জাতি এ সংবাদের বাহ্যিক শব্দগুলির অনুসরণে এমনভাবে বদ্ধপরিকর হয়ে গিয়েছিল যে, তারা হযরত মসীহ্কে তাঁর আগমনকালে গ্রহণ করে নি। অথচ মসীহ্ তাদেরকে ভালোভাবে বুঝিয়ে বললেন যে, এখানে ইলিয়াস দ্বারা যাকারিয়ার পুত্র ইউহান্নাকে বোঝানো হয়েছে যাকে ইয়াহ্ইয়াও বলা হয়। কিন্তু তাদের দৃষ্টি তো আকাশে ছিল যে, আকাশ হতে অবতীর্ণ হবেন। সুতরাং বাহ্যিকতার অনুসরণে তারা দু'জন নবীকে অস্বীকার করলো অর্থাৎ ঈসা এবং ইয়াহ্ইয়াকে। তারা বললো যে, এরা সত্যবাদী নয়। যদি তারা সত্যবাদী হতো তাহলে যেভাবে এদের পূর্বে খোদাতা'লা নিজ পবিত্র কিতাবসমূহে সংবাদ দিয়েছিলেন ঠিক সেভাবে ইলিয়াস নবী আকাশ হতে অবতীর্ণ হতেন। সুতরাং ইহুদীগণ এখনো পর্যন্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে যে, ইলিয়াস নবী কখন সেখান থেকে অবতীর্ণ হবেন। এসব হতভাগ্য এখনো পর্যন্ত জানে না যে, ইলিয়াস নবী তো আকাশ থেকে নেমে এসেছেন এবং মসীহ্ও আগমন করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, শুষ্ক বাহ্যিকতার অনুসরণ পৃথিবীর অনেক ক্ষতি সাধন করেছে। তথাপি দুনিয়া তা উপলব্ধি করছে না।

একটি নির্ভরযোগ্য শুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হে মুসলমানগণ! তোমরা আখেরী জামানায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পূর্ণ ইহুদীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, এমনকি কোন ইহুদী নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচার করে থাকলে তোমরাও তা করবে। এই হাদীসটি এবং ইলিয়াস নবীর কেচ্ছাটি মসীহ্ মাওউদের কেচ্ছার সাথে, যাকে নিয়ে বর্তমানে বাক-বিতন্ডার ঝড় বয়ে যাচ্ছে, মিলিয়ে পাঠ কর এবং চিন্তা কর! হ্যাঁ, বিবেক খাটিয়ে চিন্তা কর যে, ইহুদীদের আহ্লে সুন্নত ওয়াল জামাতের মধ্যে ইলিয়াস নবীর পুনরাগমন সম্পর্কে যে ধ্যান-ধারণা সর্বসম্মতক্রমে

বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তা হযরত ঈসা (আ.)-এর আদালতে ফয়সালার পর কীরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল? কোথায় গেল তাদের ইজমা? খুব চিন্তা করে দেখ যে, সত্য সত্যই কি ইলিয়াস নবী আকাশ থেকে নেমে এসেছিলেন? না, ইলিয়াস দ্বারা যাকারিয়ার পুত্র ইয়াহ্ইয়াকে বোঝানো হয়েছিল?

খোদাতা'লা কুরআনে বারংবার ইরশাদ করেছেন যে, হে মুসলমানগণ! তোমরা সেই সকল পদস্খলন হতে নিজেদের রক্ষা কর যেগুলির শিকার ইহুদীগণ হয়েছে এবং সেই সব ধ্যান-ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন কর যেগুলির উপর বদ্ধপরিকর হওয়ার দরুন ইহুদীদেরকে কুকুর ও শূকর বানানো হয়েছে। বুদ্ধিমান তারা যারা অন্যের অবস্থা দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং যে স্থানে অন্যের পা একবার পিছলে যায় সেস্থানে পুনরায় পা রাখতে ভয় করে। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, আপনারা নিজেদের জন্য এবং নিজেদের জাতির জন্য সেই সব গর্ত খনন করছেন যা ইহুদীরা খনন করেছিল। একটু কষ্ট স্বীকার করুন এবং ইহুদীদের আলেমদের নিকট যান এবং জিজ্ঞেস করুন যে, ইহুদীরা হযরত ঈসা (আ.) এবং হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.)-কে কেন গ্রহণ করে নি? তাহলে এই উত্তরই পাবেন যে, ঐশী গ্রন্থসমূহে এবং বনী ইসরাঈলের হাদীসমূহে সত্য মসীহের আগমনের এই চিহ্নই লেখা আছে যে, তার পূর্বে ইলিয়াস আকাশ থেকে নামবেন। এছাড়াও মসীহ্ বাদশাহ্ হবেন এবং সৈন্যদল তাঁর সঙ্গে থাকবে। সুতরাং যেহেতু ইলিয়াস নবী আকাশ থেকে নামেন নি, আর মরিয়মের পুত্রকে পার্থিব সাম্রাজ্যও প্রদান করা হয় নি, তাই মরিয়মের পুত্র সত্য মসীহ্ নয়।

এখন আপনারা চিন্তা করুন এবং বারবার গভীরভাবে চিন্তা করুন যে, ইলিয়াস নবীর এই বিবরণ প্রতিশ্রুত মসীহের বিবরণের সাথে কত সুন্দর সাদৃশ্যাত্মক! এই বিষয়টি ভালভাবে বুঝে নিন যে, যদিও

মসীহের পূর্বে অনেক নবীর আগমন হয়েছে কিন্তু এই বিষয়টি প্রকাশ করেন নি যে, ইলিয়াস দ্বারা (তাঁর অনুরূপ) অন্য কোন ব্যক্তিকে বোঝায়। মসীহের আগমন পর্যন্ত ইহুদীদের সকল বিজ্ঞ ফিকাহ্‌বিদ এবং মৌলবি সর্বসম্মতিক্রমে এই বিশ্বাস পোষণ করে এসেছে যে, ইলিয়াস নবীই পুনরায় দুনিয়াতে আগমন করবেন। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, তাদের ইলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের ওপরও এই ইলহাম হয় নি যে, এরূপ আকীদা সম্পূর্ণ ভুল। ঐশী গ্রন্থের প্রকাশ্য শব্দগুলিও এই কথার প্রতি নির্দেশ করছে যে, ইলিয়াস নবী পুনরায় দুনিয়াতে আগমন করবেন। কিন্তু অবশেষে হযরত মসীহ্‌র ওপর আল্লাহ্‌তা'লা এ অনাবিষ্কৃত গোপনীয় রহস্য প্রকাশ করে দিলেন যে, ইলিয়াস নবী দ্বিতীয়বার আগমন করবেন না বরং তাঁর আগমন দ্বারা তাঁর গুণে গুণান্বিত অন্য ব্যক্তির আগমনকে বোঝায়, আর তিনি হলেন ইয়াহ্‌ইয়া। প্রকৃত বিষয় এই যে, ভবিষ্যদ্বাণীসমূহে অনেক অনেক রহস্য নিহিত থাকে যেগুলি নিজ নিজ সময়ে উদ্‌ঘাটিত হতে থাকে। সময় আসার পূর্বে বড় বড় বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গও সেগুলির প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে অনবহিত থাকেন। কেউ খুব সত্য কথাই বলেছেন- ہر سخن وقتے و ہر نکتہ مقامے دارد অর্থাৎ, প্রত্যেকটি কথা সময় মত এবং প্রত্যেকটি রহস্য যথাস্থানে প্রকাশিত ও উন্মোচিত হয়ে থাকে এবং وَ كَمْ مِنْ عِلْمٍ تَرَكَ الْاَوَّلُوْنَ لِلْاٰخِرِيْنَ অর্থাৎ, কত কত জ্ঞান পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদের জন্য ছেড়ে গেছেন! তদ্রূপ একথা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সৈয়্যদ আহ্‌মদ সাহেব বা তাঁর কোন নেক শিষ্যের উপর এই ইলহাম হয়েছে যে, আহ্‌মদ পুনরায় দুনিয়াতে আগমন করবেন, তাই তিনি হয়তো এটির এ অর্থ বুঝেছেন যে, এই সৈয়্যদ আহ্‌মদ সাহেবই কিছুকাল দুনিয়া হতে গোপন থেকে পুনরায় দুনিয়াতে চলে আসবেন। এরূপ বহু ধোঁকার নমুনা অন্যান্য জাতির মধ্যেও পাওয়া

যায়। সাধারণতঃ লোকেরা আল্লাহ্‌র নিয়মাবলীর প্রতি লক্ষ্য করে না, তাই তারা সেই অর্থ যা আল্লাহ্‌র চিরাচরিত নিয়ম-বিধান এবং সম্ভাব্য ধারণাচিত বটে, পরিত্যাগ করে অন্য কোন এক নিরর্থক ও অন্তঃসারশূন্য অমূলক অর্থ গ্রহণ করে। সুতরাং আমাদের অনেক মুওয়াহেদ (তৌহিদের ওপর প্রতিষ্ঠিত) ভাইও বড় উৎসাহ ও উদ্যমের সাথে সৈয়্যদ আহ্‌মদ সাহেবের পুনরাগমনের অপেক্ষা করছে। এটি প্রকৃতপক্ষে এই প্রকারেরই ধারণাসমূহের অন্তর্গত। হে সুধীমন্ডলী! আগমনকারী আহ্‌মদ এসে গেছে। এখন তোমরাও উপলব্ধি কর যে, সৈয়্যদ আহ্‌মদ এসে গেছে; কারণ মুমিনগণ আসলে **كنفسٍ واحدةٍ** (একই আত্মতুল্য) হয়ে থাকেন। কেউ কত সুন্দর কথা বলেছে -

انبیاء در اولیاء جلوہ دہند ہر زمان آیند در رنگے دگر

(অর্থাৎ, নবীগণ আওলিয়াদের বেশেও বিকাশমান হন; প্রত্যেক যুগেই ভিন্ন ভিন্ন রঙে আগমন করে থাকে-অনুবাদক)।

হায় আফসোস! লোকেরা এ বিষয়ে কত যে গাফেল হয়ে আছে, অথচ মৃত্যু প্রত্যেকটি মানুষের পিছু লেগেই আছে। উপলব্ধি কর! কোন মৃত ব্যক্তির পক্ষে পুনরায় আগমন করা অর্থাৎ বাস্তবিক সশরীরে আসা খোদাতা'লা আদৌ ধার্য করেন নি। কোন পুণ্যবান ব্যক্তিকে দু'টি মৃত্যু এবং দু'টি প্রাণ ত্যাগের যন্ত্রণা দ্বারা কখনও আযাব দেওয়া যেতে পারে না। মসীহ্ ইবনে মরিয়ম আকাশে সশরীরে জীবিত আছেন এ নিরর্থক এবং মারাত্মক ধারণার কারণে জগতে বড় বড় ভয়ানক ফিত্‌না ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে খ্রিস্টানদের কাছে মসীহ্‌কে খোদা বলে প্রমাণিত করার জন্য এ ধারণাটিই হলো ভিত্তিস্বরূপ। তাকে জীবিত রাখার বিশ্বাসের দরুন ধীরে ধীরে তাদের এ বিশ্বাস জন্মালো যে, এখন পিতামহোদয় কিছু করেন না, সবকিছুই তার

পুত্রস্নেহাস্পদকে, যে সদা জীবিত, সোপর্দ করে দিয়েছেন। মোট কথা মসীহের খোদা হওয়ার জন্য তাকে জীবিত রাখার বিশ্বাসটিই হলো খ্রিস্টানদের প্রথম বুনিয়াদি দলীল যার সমর্থন আমাদের আলেমরা করছেন। কিন্তু সত্য কথা এটিই যে, তিনি নিশ্চিতরূপে মৃত্যুবরণ করেছেন। কুরআন করীম তার মৃত্যুর সেইসব স্পষ্ট শব্দসমূহ দ্বারা সাক্ষ্য প্রদান করেছে যেগুলি অপরাপর মৃতগণের জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে। বুখারীতে রয়েছে যে, আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যুর সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মত উচ্চ মর্যাদাশীল সাহাবী কুরআন শরীফের এই আয়াতে বর্ণিত 'তাওয়াফ্ফা'র অর্থ ঈসার এরূপ মৃত্যুর অর্থই বর্ণনা করেছেন। **তিবরানী এবং ইমাম হাকিম হযরত আয়েশা (রা.)** হতে বর্ণনা করেছেন যে, ঈসা (আ.) এক শত বিশ বছর জীবিত ছিলেন। সেই হাদীসেই আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর কথা আছে যে, ঈসার বয়সের অর্ধেক আমার বয়স হবে। এখন বিষয়টি স্পষ্ট পরিষ্কার যে, যদি ঈসা মৃত্যুবরণ না করে থাকেন তাহলে মানতে হয় যে, আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামও এখন পর্যন্ত জীবিতই আছেন।

এস্থলে আরো একটি সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে যা আল্লাহ্‌র কালামের উপর গভীর চিন্তা করলে উপলব্ধি করা যায়, তা হলো এই যে, যখন মানুষ খোদাতা'লার ইচ্ছাক্রমে হেদায়াত লাভ করে দিনের পর দিন ক্রমাগতভাবে হক্ এবং সত্যতার দিকে উন্নতি করতে থাকে, নিজ অস্তিত্ব ও আমিত্বসূচক বিষয়কে পরিত্যাগ করে হীন কামনা-বাসনা ও কুপ্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে ফেলে, তখন তার আত্মশুদ্ধির ফলে সে এমন এক উচ্চস্তরে উপনীত হয় যে, সে সম্পূর্ণরূপে প্রবৃত্তির তিমিররাশি এবং হীন বাসনা-কামনার বাঁধন হতে নিষ্কৃতি লাভ করে দেহকে যা আসলে আত্মার আসনস্বরূপ, ভৌতিক ধূম্রজাল হতে মুক্ত

করে স্বচ্ছ সলিল বিন্দুর ন্যায় হয়ে যায়, তখন সে খোদাতা'লার দৃষ্টিতে কেবল একটি খালি ও মুক্ত আত্মা-স্বরূপ হয় যা আত্মার প্রথম অবস্থাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার পর অবশিষ্ট থেকে যায়। এমতাবস্থায় সে প্রভুর পূর্ণ আনুগত্যের আঙ্গিকে ফেরেশতাদের সঙ্গে সাদৃশ্য সৃষ্টি করে ফেলে। তখন সেই স্থানে উপনীত হলে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সে "রূহুল্লাহ্" ও "কলেমাতুল্লাহ্" বলে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করে। এ অর্থ এক দিক দিয়ে এ হাদীস হতেও প্রতীয়মান হয় যা ইবনে মাজা ও হাকেম নিজেদের কিতাবগুলিতে বর্ণনা করেছেন যে, لَامَهْدِیْ اِلَّا عِیْسٰی অর্থাৎ, মাহ্‌দীর পূর্ণ মর্যাদায় সেই ব্যক্তিই পৌঁছতে পারে যে পূর্বে ঈসার রূপ ধারণ করে থাকে, অর্থাৎ যখন মানুষ সবকিছু বর্জন করে আল্লাহ্‌র প্রতি ঝুঁকে যাওয়ার ক্ষেত্রে এমন পূর্ণাঙ্গতা অর্জন করে যে, শুধু রূহ্ থেকে যায় তখন আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সে 'রূহুল্লাহ্' বলে অভিহিত হয়। আকাশে তার নামকরণ করা হয় 'ঈসা'। আর খোদাতা'লার হাত দ্বারা তাকে এক আধ্যাত্মিক নবজীবন দান করা হয়, যা কোন দৈহিক পিতা দ্বারা নয় বরং খোদাতা'লার আশিসের ছায়া তাকে সেই নব জীবন দান করে।

সুতরাং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কারো দুনিয়ার মোহ বর্জন, আত্মশুদ্ধি ও আত্মনিবেদনের প্রকৃত পূর্ণাঙ্গতা এতে নিহিত যে, জড়তার অন্ধকার হতে এমনভাবে নিষ্কৃতি ও মুক্তিলাভ করা যার ফলে তার কেবল রূহ্ অবশিষ্ট থেকে যায়। ঈসা হওয়ার মর্যাদাও ঠিক এই পর্যায়েরই; যাকে আল্লাহ্‌তা'লা চান তাকে পূর্ণরূপে দান করেন। আর দাজ্জালীয়তের পূর্ণ স্বরূপ হলো এই যে, اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ (অর্থাৎ, সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়লো। সূরা আল আরাফ, 07:177)-এর মধ্যে বর্ণিত বিষয়বস্তু অনুযায়ী সে কুপ্রবৃত্তির নিম্ন বিষয়সমূহের প্রতি অধিক হতে অধিকতর ঝুঁকতে থাকে এমনকি গভীর অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিপতিত হয়ে

মূর্তিমান অন্ধকার হয়ে যায়। এভাবে সে স্বভাবতঃ অন্ধকারের বন্ধু হয়ে গেলো এবং আলোর শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। খ্রিস্টিয় তত্ত্বের মোকাবেলায় দাজ্জালীয়তের তত্ত্ব বিদ্যমান থাকা একটি অপরিহার্য বিষয়; কারণ বৈপরীত্য দ্বারাই বৈপরীত্য পরিচিত হয়। আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সময় হতে এই দু'টি তত্ত্ব সমান্তরালভাবে আরম্ভ হয়েছে। হুযুর সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম ইবনে সাইয়াদের নাম দাজ্জাল রেখেছেন এবং হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুকে বলেছেন যে, তোমার মধ্যে ঈসার সাদৃশ্য পাওয়া যায়; সুতরাং ঈসা এবং দাজ্জালের বীজ ও মূলধারা সেই সময় হতেই আরম্ভ হয়েছে এবং কালক্রমে ক্রমবর্ধমানরূপে যে পরিমাণেই দজ্জালীয়তের ফিতনার অন্ধকার বৃদ্ধি পেতে থাকলো সেই পরিমাণেই খ্রিস্টিয় মেজায ও তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত অস্তিত্বও তার মোকাবেলায় সৃষ্টি হতে থাকলো। এমনকি আখেরী জামানায় যখন চরম দুষ্টাচার ও পাপাচার এবং অধর্মের স্রোত বয়ে যেতে লাগলো, পথভ্রষ্টতা ও বিপথগামিতা প্রকটভাবে বিস্তার লাভ করলো এবং সেই সব গর্হিত মন্দ কর্ম যা পূর্বে এত ব্যাপক ও পর্যাপ্তভাবে কখনও প্রকাশ পায়নি বরং শেষ জামানাতেই এই সব বিস্তার লাভ করবে বলে নবী করীম (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তাই দাজ্জালী ফিতনা পূর্ণরূপে প্রকাশ পেল। সুতরাং এর পরিপ্রেক্ষিতে অত্যাবশ্যক ছিল যেন খ্রিস্টিয় মেজায ও ধর্ম প্রকাশ পায়। স্মরণ রাখা উচিত, নবী করীম (সা.) শেষ জামানায় যে সকল গর্হিত মন্দ কর্ম বিস্তার লাভ করবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ঐগুলির সমষ্টির নামই দাজ্জালীয়ত; যার তারসমূহ বা এরূপও বলা যেতে পারে যে, যার শাখা-প্রশাখা সহস্র সহস্র প্রকারের হবে বলে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন। যেমন, ঐগুলির মধ্যে ঐ সকল মৌলবিও দাজ্জালীয়তের বৃক্ষের শাখা

বিশেষ, যারা গোঁড়ামী অবলম্বন করেছে এবং কুরআনকে পরিত্যাগ করেছে। তারা কুরআন করীম পাঠ করে অবশ্য কিন্তু তাদের গলার নিচে তা নামে না। মোট কথা, দাজ্জালীয়ত এ যুগে মাকড়সার ন্যায় অনেক জাল পেতে যাচ্ছে। কাফের তার কুফরী দ্বারা, কপট তার কপটতা দ্বারা, মদ্যপায়ী মদ্যপান দ্বারা এবং মৌলবি তার আমলবিহীন কথা এবং হীন ও কালো মনোবৃত্তি দ্বারা দাজ্জালীয়তের জাল বুনছে; এ সব জাল এখন কেউ কর্তন করতে পারবে না কেবল সেই অস্ত্র ছাড়া যা আসমান থেকে নেমেছে এবং এ অস্ত্রকে কেউ চালাতে পারবে না কেবল সেই ঈসা ছাড়া যে আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। শুনে রেখো যে, ঈসা অবতীর্ণ হয়ে গেছে- وكان وعدالله مفعولًا (অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার পূর্ণ হওয়া অবধারিত ছিল যা পূর্ণ হয়েছে- অনুবাদক)

এখন আমরা নিম্নে সেই সব ভবিষ্যদ্বাণী লিখছি যেগুলি লেখার ওয়াদা ছিল; কিন্তু অগ্র যুগ হিসেবে আমরা সমীচীন মনে করি যে, প্রথমে নেয়ামতুল্লাহ্‌ ওলীর ভবিষ্যদ্বাণী রসূলুল্লাহ্‌ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীসহ উল্লেখ করা হোক, অতঃপর মিঞা গোলাব শাহ্‌র ভবিষ্যদ্বাণী যেভাবে মিঞা করীম বখ্‌শ লিখেছে তার উল্লেখ করা হোক وباللہ التوفیق (সকল শক্তি-সামর্থ্য আল্লাহ্‌র কাছে- অনুবাদক)।

প্রকাশ থাকে যে, নেয়ামতুল্লাহ্‌ ওলী দিল্লীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসী এবং উপমহাদেশের প্রখ্যাত আওলিয়ায়ে কামেলীনদের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ ওলীউল্লাহ্‌। তাঁর দেওয়ানে উল্লিখিত উদ্ধৃতি অনুযায়ী তাঁর জামানা পাঁচশত ষাট ৫৬০ হিজরী উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর যে গ্রন্থটির মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ আছে তার মুদ্রণ সনও ২৫

মুহাররামুল হারাম ১৮৬৮ খ্রি. (মুদ্রণকারীর ভুল হয়েছে, ১২৬৮ খ্রি. পড়া উচিত-শামস)। এই হিসেবে কবিতার ছন্দগুলি মুদ্রিত হওয়াতেও একচল্লিশ বছর অতীত হয়ে গেছে। এই ছন্দগুলি **"আরবায়ীন ফী আহ্ওয়ালিল মাহ্দিয়্যীন"** গ্রন্থের সঙ্গে শামিল করার উদ্দেশ্য এটিই যেন কোনরূপে সৈয়্যদ আহ্মদ সাহেবকে অন্যান্য মাহ্দীগণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে একজন মাহ্দী বলে প্রতিয়মান করা যায়। যদিও এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হাদীসে যেখানে যেখানে মাহ্দীর নামে কোন একজন আগমনকারী সম্পর্কে রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত হয়েছে তাকে বোঝার ব্যাপারে লোকেরা অনেক ধোঁকা খেয়েছে। এই ভুল বোঝাবুঝির কারণে সাধারণভাবে এটাই মনে করা হয়েছে যে, প্রত্যেক মাহ্দীর শব্দ দ্বারা মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ বোঝানো হয়েছে যার সম্বন্ধে কতিপয় হাদীস পাওয়া যায়, কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম অনেকজন মাহ্দীর সম্পর্কে খবর দিয়েছেন, সেই সব মাহ্দীর মধ্যে ঐ মাহ্দীও রয়েছেন যার নাম হাদীসে **"সুলতানে মাশরেক"** (পূর্ব দেশের সম্রাট) রাখা হয়েছে যাঁর আগমন পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহ হিন্দুস্তান ইত্যাদিতে হবে এবং তাঁর আসল দেশ অবশ্যই পারস্যদেশে হতে হবে। প্রকৃতপক্ষে তাঁরই প্রসঙ্গে এই হাদীস ব্যক্ত হয়েছে যে, **'ঈমান যদি সুরাইয়া নক্ষত্রে উঠে যায় তথাপি সে পুরুষটি সেখান থেকে তা নিয়ে আসবে'**, আর তার চিহ্ন এটিও লেখা আছে যে, সে একজন বড় কৃষক হবে। মোট কথা, এ কথাটি প্রমাণিত ও নিশ্চিত যে, সিহাহ্ সিত্তায় (ছয়টি শুদ্ধ হাদীসের গ্রন্থে) কতিপয় মাহ্দীর উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মধ্যে একজন তিনিও যার আগমন পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহে লেখা আছে, কিন্তু কিছু লোক রেওয়ায়াতের সংমিশ্রণের কারণে ধোঁকা খেয়েছে। তবে গভীর মনোযোগ আকর্ষণকারী

বিষয় এই যে, স্বয়ং আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম একজন মাহ্‌দীর আগমনের সেই জামানাই ধার্য করেছেন, যে জামানায় আমরা আছি এবং তাকে চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ করেছেন। আগামীতে আমি এ সম্পর্কে বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ্। যাইহোক, এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় যে, চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে হিন্দুস্তানে একজন আযীমুশ্‌শান- অতীব মর্যাদাশীল মুজাদ্দিদ জন্মগ্রহণ করবে কিন্তু এরূপ বলা জবরদস্তি বৈ কিছু নয় যে, সৈয়্যদ আহ্‌মদ সাহেবের ওপর এটি প্রযোজ্য হয়; কারণ যেভাবে পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, সৈয়্যদ সাহেব চতুর্দশ শতাব্দী পান নি। এখন নেয়ামতুল্লাহ্ ওলীর কতিপয় পংক্তি যা মাহ্‌দী সম্পর্কে বলেছেন ব্যাখ্যাসহ নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে।

পংক্তিসমূহ

قدرت کردگار مے بینم   حالت روزگار مے بینم
از نجوم این سخن نمے گویم   بلکہ از کردگار مے بینم

১। অর্থাৎ যা কিছু আমি এই পঙ্‌ক্তিসমূহে লিখবো তা কোন জ্যোতির্বিদ্যার উপর ভিত্তিমূলক খবর লিখবো না বরং ইলহামের মাধ্যমে খোদাতা'লার তরফ থেকে আমাকে অবহিত করা হয়েছে।

غین وزے ۱۲۰۰ سال چوں گذشت از سال   بوالعجب کاروبار مے بینم

২। অর্থাৎ, বার শত বছর অতীত হওয়ার পরপরই আশ্চর্য রকমের কাজ আমি লক্ষ্য করছি; এর মর্ম এই যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই দুনিয়াতে এক নতুন বিপ্লব সৃষ্টি হবে এবং বিস্ময়কর ঘটনাবলী সংঘটিত হবে এবং হিজরতের বার শত বছর অতীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আশ্চর্যজনক বিষয়াবলী প্রকাশ পেতে আরম্ভ করবে।

گر در آئینۂ ضمیرِ جہان گرد و زنگ و غبار می بینم

৩। অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জগৎ হতে সদাচরণ ও খোদা-ভীতি উঠে যাবে, ফিতনা ও গোলযোগের ধূলিকণা উড়বে, পাপসমূহের মরিচা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে, হিংসা-বিদ্বেষের ধূলিরাশি যত্রতত্র ছড়িয়ে পড়বে, পরস্পর শত্রুতা শিকড় গজিয়ে বসবে, সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতা সমাজকে কলুষিত করবে, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহানুভূতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু এইসব অবস্থা দেখে নিরাশ ও মর্মাহত হয়ে যাওয়া উচিত হবে না।

ظلمتِ ظلم ظالمانِ دیار بیحد و بے شمار مے بینم

৪। অর্থাৎ দেশে দেশে নির্যাতনকারীদের সীমাতীত নির্যাতনের অন্ধকাররাশি জগতকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। রাজা প্রজাদের উপর, এক সম্রাট অন্য সম্রাটের উপর, এক শরীক অন্য শরীকের উপর নির্যাতন করবে এবং এমন লোকের অভাব দেখা দেবে যারা ন্যায়নিষ্ঠ হবে।

جنگ و آشوب و فتنہ و بیداد درمیان و کنار مے بینم

৫। অর্থাৎ উপমহাদেশ ভারতবর্ষের মধ্যে এবং প্রান্তে প্রান্তে ভীষণ বিপর্যয় সৃষ্টি হবে এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ও নির্যাতন হবে।

بندہ را خواجہ وش ہمی یا بم خواجہ را بندہ وارمی بینم

৬। অর্থাৎ এমন বিপ্লব সংঘটিত হবে যে, সম্মানিত ব্যক্তি দাসে এবং দাস সম্মানিত ব্যক্তিতে পরিণত হতে দেখছি অর্থাৎ ফকির ধনী এবং ধনী ফকির হয়ে যাবে।

سکّۂ نوزنند بر رخ زر درہمش کم عیارے بینم

৭। অর্থাৎ উপমহাদেশ ভারতবর্ষেও পূর্বকালীন সাম্রাজ্য শেষ হয়ে

যাবে এবং নতুন মুদ্রার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যাতে স্বর্ণ কম থাকবে। আর এ সব কিছু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

بعض اشجار بوستان جہان بے بہار و ثمار می بینم

৮। অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে এবং বাগানে ফল-ফলাদি কম ধরবে।

غم مخور زانکہ من دریں تشویش خرمی وصل یارے بینم

৯। অর্থাৎ এই দুশ্চিন্তা ও বিপর্যয়ের যুগে যা ত্রয়োদশ শতাব্দীর যুগ, তুমি মর্মাহত হয়ো না; কারণ আমি লক্ষ্য করছি যে, বন্ধুর সাক্ষাতের আনন্দও এই সব ফিতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং এগুলির মধ্যে নিহিত রয়েছে। এর মর্ম হচ্ছে যে, যখন ত্রয়োদশ শতাব্দীর এসব ফিতনা ও বিপর্যয় চরমে পৌঁছে যাবে তখন শতাব্দীর শেষ লগ্নে বন্ধুর সাক্ষাতের আনন্দ প্রকাশ পাবে অর্থাৎ খোদাতা'লা রহমতের সাথে মনোযোগ নিবিষ্ট করবেন।

چوں زمستان بے چمن بگذشت شمس خوش بہار مے بینم

১০। যখন বসন্তবিহীন শীতকাল অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীর হেমন্তকাল অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন চতুর্দশ শতাব্দীর বসন্তের সূর্য উদয় হবে- যুগের মুজাদ্দিদ আগমন করবে।

دور او چوں شود تمام بکام پسرش یادگار مے بینم

১১। যখন তাঁর যুগ অতি সফলতার সাথে অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন তাঁর আদর্শ ও মর্যাদাবান বিশিষ্ট পুত্র তাঁর স্মৃতিস্বরূপ থাকবে; অর্থাৎ অবধারিত হয়ে গেল যে, খোদাতা'লা তাঁকে এক সৎ এবং পবিত্র পুত্র দান করবেন, যে তাঁরই নমুনা ও আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তাঁর গুণে গুণান্বিত হবে এবং তাঁর পরে তাঁর স্মৃতি থাকবে। এ তত্ত্বটি এ অধমের ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি ইঙ্গিত বহন করছে যা এক বিশেষ

পুত্র লাভ সম্পর্কে করা হয়েছে।

بندگانِ جناب حضرتِ او سر بسر تاج دار مے بینم

১২। এটিও অবধারিত করা হয়েছে যে, অবশেষে ধনী-বিত্তশালী এবং সম্রাটগণ তাঁর উপর বিশেষ ঈমান আনয়নকারীদের অন্তর্গত হয়ে যাবে এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি নিবেদন করা অনেকের পার্থিব সম্মান ও যশ লাভের এবং সিংহাসনের অধিকারী হওয়ার কারণ হবে। এ বিষয়টি ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি ইঙ্গিত বহন করছে যা খোদাতা'লা কর্তৃক এ অধম প্রদত্ত হয়েছে; কারণ খোদাতা'লা এ অধমকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, **'আমি তোমাকে এত আশীষে ভূষিত করবো যে সম্রাটগণ তোমার কাপড় হতে আশীষ অন্বেষণ করবে।'** অন্য এক স্থানে ইরশাদ করেছেন যে, তোমার বন্ধুদের ও তোমার প্রতি ভালবাসা ও প্রীতি নিবেদনকারীদের আশীষ ও অনুগ্রহরাজি প্রদান করা হবে।

گلشن شرع را ہمی بویم گلِ دیں رابہار مے بینم

১৩। অর্থাৎ তাঁর দ্বারা শরীয়ত নবজীবন লাভ করবে এবং এর শাখা চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করবে। এটি ঐ ইলহাম অনুযায়ী যা বারাহীনে আহ্‌মদীয়ার ৪৯৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যার অনুবাদ এরূপ, প্রত্যেক ধর্মের উপর ইসলামকে এ অধম দ্বারা বিজয় ও জয়যুক্ত করা হবে। এটি ছাড়া বারাহীনে আহ্‌মদীয়ার ৪৯১ পৃষ্ঠায় এ ইলহাম উল্লেখ করা হয়েছে যে, খোদা তোমাকে পরিত্যাগ করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না পবিত্র ও অপবিত্রের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করা হবে।

تاچہل سال ای برادرِمن دورآن شہسوار می بینم

১৪। অর্থাৎ যে দিন তিনি ইমাম হওয়ার ইলহাম প্রাপ্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করবেন সে দিন থেকে তিনি চল্লিশ বছর দুনিয়ার বুকে জীবিত থাকবেন। এস্থলে প্রকাশ থাকে যে, এই অধম চল্লিশ বছর বয়সে

দাওয়াতে হক (সত্যের দিকে আহ্বান) জানাবার জন্য বিশেষ ইলহাম দ্বারা আদিষ্ট হয়েছে এবং শুভসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, **'আশি বছর অথবা এর কাছাকাছি তোমার বয়স হবে।'** সুতরাং এই ইলহাম দ্বারা চল্লিশ বছর পর্যন্ত দাওয়াত প্রমাণিত হয়েছে যার মধ্য হতে পূর্ণ দশ বছর অতিবাহিতও হয়ে গেছে, বারাহীনে আহ্‌মদীয়া ২৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। وَاللّٰہ علٰی کل شیءٍ قدیر যদিও এখন পর্যন্ত হযরত নূহ আলায়হেস্ সালাম-এর ন্যায় দাওয়াতে হক এবং চিহ্নাবলী প্রকাশিত হয় নি, কিন্তু কোন সন্দেহ নেই যে, সবগুলি কথা সময়মত অবশ্যই পূর্ণ হবে।

عاصیاں از امامِ معصومم خجل و شرمسار می بینم

১৫। এ পঙক্তিতে এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, সেই ইমামের, যিনি চতুর্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হবেন, তাঁর বিরুদ্ধবাদী এবং অমান্যকারীও হবে, যাদের ভাগ্যে লজ্জা ও শরমই জুটবে, এমনটিই অবধারিত হয়েছে। এর প্রতিই এই ইলহামে ইঙ্গিত রয়েছে যা **"ফয়সালা আসমানী"** পুস্তকে ছেপেছে, সেটি এই যে,

میں فتّاح ہوں تجھے فتح دوں گا ایک عجیب مدد تو دیکھے گا اور سجدہ گاہوں میں گریں گے

(আমি দুই বিবদমান পক্ষের সূক্ষ্ম ফয়সালাকারী পরম বিজয়দানকারী, তোমাকে বিজয় দান করবো, একটি আশ্চর্যজনক সাহায্য তুমি দেখবে, তারা সিজদাগাহ্‌সমূহে নিপতিত হবে) অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীগণই এই বলতে বলতে সিজদাগাহে পড়ে যাবে যে, হে খোদা! আমাদেরকে ক্ষমা কর, কারণ আমরা ভুল করেছি।

یدِ بیضا کہ با او تابندہ باز با ذوالفقار می بینم

১৬। অর্থাৎ তার সেই উজ্জ্বল হাত যা সকল দলীল প্রমাণের দিক দিয়ে তরবারির ন্যায় চমকাচ্ছে, অতঃপর আমি তাকে যুলফিকারের

সাথে দেখছি, অর্থাৎ এক যুগ যুলফিকারের তো অতীত হয়ে গেল যখন যুলফিকার (তরবারি) আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুর (আল্লাহ্ তার চেহারাকে উজ্জ্বল ও সম্মানীত করুন- অনুবাদক) হাতে ছিল, কিন্তু খোদাতা'লা আবার এই যুলফিকার এ ইমামকে প্রদান করবেন, এরূপে যে, তার উজ্জ্বল হাত এমন কাজ করবে যা পূর্বে যুলফিকার করতো। সুতরাং সে হাত এমন হবে যেন সে যুলফিকার আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুই পুনরায় প্রকাশিত হয়েছে। এটি এই কথার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে যে, সেই ইমাম **'সুলতানুল কলম'** হবে এবং তার কলম যুলফিকারের কাজ করবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু এই অধমের সেই ইলহামের অনুবাদ যা এখন হতে দশ বছর পূর্বে **'বারাহীনে আহমদীয়া'**য় ছাপানো হয়েছে, আর সেটা হলো এই, **"কিতাবুল ওলী যুলফিকার আলী"** অর্থাৎ এই ওলীর পুস্তকটি আসলে যুলফিকার আলীর। এটি এ অধমের প্রতি ইঙ্গিত বহন করছে। এ কারণেই বারংবার মুকাশেফাতের মধ্যে এই অধমের নাম **'গাযী'** রাখা হয়েছে; যেমন **'বারাহীনে আহমদীয়া'**র বিভিন্ন স্থানে এর প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

غازی دوست دار دشمن کش　　ہمدم و یارِغار مے بینم

১৭। সে খোদাতা'লার তরফ হতে একজন গাযী; বন্ধুগণকে রক্ষাকারী এবং শত্রুদের বিনাশকারী।

صورت و سیرتش چو پیغمبر　　علم وحلمش شعارمے بینم

১৮। অর্থাৎ তাঁর অন্তর্জগত নবীর ন্যায় হবে এবং নবুওয়তের মর্যাদা তাঁর মধ্যে উজ্জ্বলভাবে বিদ্যমান থাকবে। তাঁর রীতি হবে জ্ঞান ও সহিষ্ণুতা। এর মর্ম এই যে, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পূর্ণ অনুসরণ করার ফলে তাঁরই রূপস্বরূপ এবং জীবনচরিত তাঁর

মধ্যে পরিলক্ষিত হবে। এটি সেই ইলহাম অনুযায়ী যা এই অধম সম্পর্কে বারাহীনে আহমদীয়াতে ছাপা হয়েছে, আর সেটা হলো এই, **جری اللّٰہ فی حلل الانبیاء** অর্থাৎ আল্লাহ্‌র মনোনীত পালোয়ান নবীদের পোষাকে।

زینتِ شرع و رونق اسلام   محکم و استوار مے بینم

১৯। অর্থাৎ তাঁর আগমনের ফলে শরীয়ত সৌন্দর্য ধারণ করবে এবং ইসলাম দীপ্তিমান ও শোভনীয় প্রতীয়মান হবে। মুহাম্মদী শক্তিশালী ধর্ম মজবুত ও বুনিয়াদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। এটি সেই ইলহামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যা এই অধম সম্পর্কে আজ হতে দশ বছর পূর্বে বারাহীনে ছেপেছে, আর তা হলো এই,

بخرام کہ وقت تو نزدیک رسید و پائے محمدیاں بر منار بلند تر محکم افتاد

(অর্থাৎ তুমি গৌরবের সাথে চল, কারণ তোমার আনন্দের দিন নিকটবর্তী হয়ে গেছে, তোমারই কারণে মুহাম্মদের উম্মতের পা অতি উচ্চ ও মজবুত মিনারের ওপর সংস্থাপিত হয়েছে-অনুবাদক)। তার সঙ্গে এই ইলহামও রয়েছে,

هُوَالَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰی و دین الحق لیظهره علی الدّین کلّه

(তিনিই সেই খোদা যিনি তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্য ধর্ম সহকারে পাঠিয়েছেন যেন এই দ্বীনকে তিনি সকল দ্বীনের ওপর জয়যুক্ত ও প্রধান প্রতীয়মান করেন-অনুবাদক)। বারাহীনে আহমদীয়ার ২৩৯ পৃষ্ঠায় টীকা দ্রষ্টব্য।

اَ حْ مَ   و دَال مے خوانم   نام آن نامدار مے بینم

২০। অর্থাৎ, কাশফে (দিব্যদর্শনে) আমি দেখতে পেলাম যে, সেই ইমামের নাম আহ্‌মদ হবে।

دین و دنیا ازو شود معمور خلق زو بختیار مے بینم

২১। অর্থাৎ তার আগমনের ফলে ইসলামের দিন পালটে যাবে, দ্বীনের উন্নতি সাধন হবে আর দুনিয়ারও উন্নতি হবে। এটি এই কথার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে যে, যে সকল লোক মন-প্রাণ দিয়ে সর্বান্তঃকরণে তাঁর সঙ্গী হবে, খোদাতা'লা তাদের গুণাহ্ ক্ষমা করবেন, দ্বীনের মজবুতি দান করবেন, তারাই ইসলামের পার্থিব উন্নতির রক্ষক বলে পরিগণিত হবে, তাই খোদা তাদেরকে উৎকর্ষ ও ক্রমবিকাশে ভূষিত করবেন। তাদের উপর ও তাদের সন্তান-সন্ততির উপর আশিস ধারা বর্ষিত করবেন, এমনকি তারা পরম সৌভাগ্যশালী জাতিতে পরিণত হবে। এই সম্পর্কেই বারাহীনে আহ্মদীয়ায় এই ইলহাম উল্লিখিত হয়েছে,

وجاعل الذين اتبعوک فوق الذين كفروا الٰى يوم القيامة

(অর্থাৎ আমি তোমার অনুসারীদেরকে কাফেরদের ওপর কিয়ামত দিবস পর্যন্ত প্রাধান্য দান করবো-অনুবাদক)

আর এই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তার আগমনের ফলে ইসলামের ধর্মীয় ও পার্থিব অবস্থার উৎকর্ষ সাধন হবে, তার প্রকৃত উৎকর্ষ এটিই যে, যে ব্যক্তি খোদাতা'লার তরফ হতে আগমন করে সে অবশ্যই ইসলামের জন্য রহমত বয়ে আনে, সে এটির জন্য আপাদমস্তক রহমতই রহমত হয়ে আগমন করে এবং তারই সাথে ত্বরিত বা বিলম্বে ঐশী অনুগ্রহ নাযেল হয়ে থাকে। কিন্তু প্রারম্ভে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও সতর্কবাণী নেমে থাকে। দিব্যদর্শনকারীগণ পরিণামের অবস্থা বর্ণনা করে থাকেন, প্রারম্ভিক বিষয়াবলী নয়।

بادشاہ تمام ہفت اقلیم شاہ عالی تبار می بینم

২২। অর্থাৎ আমাকে কাশফের দৃশ্যে দেখানো হয়েছে যে, সে একজন

সম্মানী ও সম্ভ্রান্ত রাজ বংশ হতে বিশ্ব সম্রাট হবে। এটি ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি ইঙ্গিত করছে যা "ইযালায়ে আওহাম" পুস্তকে উল্লিখিত হয়েছে, তা এই,

حکم اللّٰہ الرَّحمٰنِ لِخَلِیفۃ اللّٰہِ السُّلطَان سیؤتی لہ الملک العظیم

এটি এই অধম সম্পর্কেই ইলহাম, যার অর্থ এই যে পরম দয়াময় অযাচিত দানপতি আল্লাহ্ কর্তৃক সুবিচারক আল্লাহ্‌র খলিফা সম্রাট, যাকে এক বিরাট দেশ প্রদান করা হবে, যার জন্য দুনিয়ার ধনভান্ডার উন্মুক্ত করা হবে। এই সাম্রাজ্য দ্বারা পার্থিব ও বাহ্যিক সাম্রাজ্য বোঝায় না পরন্ত আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য বোঝায়।*

مہدیِٔ وقت و عیسیٰ دوران ہر دو را شہسوار می بینم

২৩। অর্থাৎ, সে ইমাম মাহ্‌দীও হবে এবং ঈসাও, দুই গুণেই গুণান্বিত হবে এবং এই দুই গুণেই আত্মপ্রকাশ করবে। এই শেষ পঙ্‌ক্তিটি আশ্চর্য ব্যাখ্যা বহন করছে যদ্বারা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, সেই ইমাম খোদাতা'লার তরফ থেকে আদিষ্ট হবে এবং ঈসা হওয়ারও দাবি করবে। আর অত্যন্ত স্পষ্ট যে, গত তেরশ' বছর হতে আজ পর্যন্ত এই অধম ছাড়া কেউই এই দাবি করে নি যে, আমি প্রতিশ্রুত ঈসা।

এই হলো কতগুলি ছন্দ যা আমরা নেয়ামতউল্লাহ্ ওলীর সুদীর্ঘ কাসীদা হতে সংক্ষেপ করে উল্লেখ করলাম। প্রত্যেকেই যেন নিজ তৃপ্তি পূরণের জন্য মূল ভাষার কাসীদা দেখে নেন।

ওয়াস্‌সালাম আলা মানিত্তাবিয়াল হুদা।

* টীকা : হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কেও পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে এই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, তিনি সম্রাট হবেন, তাঁর সঙ্গে সৈন্যদল থাকবে কিন্তু অবশেষে মসীহ্ গরীব ও মিসকিনদের বেশে আবির্ভূত হন; ফলে ইহুদীরা তাঁর মধ্যে পার্থিব জাঁকজমকের কোন চিহ্ন না থাকার কারণে তাঁকে অস্বীকার করলো।

আমাদের সাইয়্যেদ ও মুকতাদা- (আমাদের প্রভু ও অনুসৃত)
রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের

ভবিষ্যদ্বাণী

জেনে রাখা উচিত যে, যদিও সাধারণভাবে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত এই হাদীসটি সত্য ও শুদ্ধ বলে প্রতীয়মান হয়েছে যে, খোদাতা'লা এই উম্মতের সংশোধন, সংস্করণ ও নবজাগরণের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এমন মুজাদ্দিদ (সংশোধনকারী, সংস্কারক ও নবজাগরণকারী) আবির্ভূত করতে থাকবেন যিনি দ্বীনে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করতে থাকবেন। কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দীর জন্য অর্থাৎ এই সুসংবাদ সম্পর্কে যে, একজন আযীমুশ্‌শান অতীব মর্যাদাশীল মাহ্‌দী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে আবির্ভূত হবেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মুখনিঃসৃত এত বিপুল পরিমাণ নিদর্শন পাওয়া যায় যে, এগুলোকে কোন সত্যান্বেষী ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে না। তবে এর সঙ্গে এমনটিও লেখা আছে যে, যখন তিনি আবির্ভূত হবেন তখন আলেমগণ তাঁর সম্পর্কে কুফরী ফতওয়া দেবে এমনকি তাকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হয়ে পড়বে। যেমন মৌলবি সিদ্দীক হাসান সাহেবও **'হুজাজুল কেরামা'**র ৩৬৩ এবং ৩৮২ পৃষ্ঠায় এ কথা স্বীকার করে উল্লেখ করেছেন যে, তার যুগের আলেমগণ যারা ফিকাহবিদ ও পীরদের অন্ধ অনুসরণ করায় অভ্যস্ত হবে, সেই ইমাম মাহ্‌দীর শিক্ষা শুনে বলবে, সে তো দ্বীনে ইসলামের মূলোৎপাটন করছে; এভাবে তার বিরুদ্ধচারণের জন্য উঠে পড়ে লাগবে এবং তারা তাদের গোঁড়ামির ওপর বদ্ধপরিকর হয়ে পুরাতন অভ্যাসানুযায়ী তাকে কাফের ও পথভ্রষ্ট বলে আখ্যা

দেবে। অর্থাৎ কাফের, দাজ্জাল, পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্তকারী ইত্যাদি তার নাম রাখবে; কিন্তু তরবারির আতঙ্ককে ভয় করবে। মৌলবিগণ অপেক্ষা বড় শত্রু তার আর কেউ হবে না; কারণ তাঁর আগমনের ফলে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রাধান্য ও ক্ষমতায় হ্রাস সৃষ্টি হবে। যদি তরবারি না হতো তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে হত্যা করার ফতওয়া দিয়ে দিত। যদি তারা তাঁকে গ্রহণও করে তবু অন্তরে তাঁর জন্য হিংসা-বিদ্বেষ রাখবে। সাধারণ লোক যতটুকু তার অনুসরণ করবে বিশেষ লোক ততটুকু করবে না। আরেফ (আধ্যাত্মিক-দৃষ্টিসম্পন্ন পুণ্যবান লোক) যারা আল্লাহ্‌র মহিমা ও প্রতাপের উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্যকারী ও দিব্য-দর্শন লাভকারী, তাঁরা বয়া'ত করে তাঁর জমা'তের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে।

এই বিবরণে সিদ্দীক হাসান সাহেব তরবারির উল্টো অর্থ বুঝেছেন। প্রকৃত অর্থ এই যে, যদি ক্ষমতাবান সরকারের তরবারির ভয় না থাকতো তাহলে তারা তাঁকে হত্যা করে ফেলতো। তরবারিকে মাহ্‌দীর দিকে আরোপ করা অবশ্য হাদীসের মর্মের পরিপন্থী ও হস্তক্ষেপের নামান্তর। যদি মাহ্‌দীর হাতে তরবারি থাকতো তাহলে এই সকল কাপুরুষ আলেম দুনিয়ার মুর্দা ভক্ষণকারীগণ তাকে কীভাবে মাল্‌উন, কাফের এবং দাজ্জাল বলতে পারতো? কাফেরদের তো তারা শত শত বার খোশামোদ করে নিজেদের ধর্ম বিনষ্ট করতে পারে তাহলে এই অপদার্থ শ্রেণী তরবারির চমক দেখে একজন মু'মিনকে কীভাবে কাফের ও দাজ্জাল বলে দিতে পারে? এস্থলে সিদ্দীক হাসান সাহেব নিজ থেকে অতিরিক্ত এক লেজুড় লাগিয়ে দিলেন যে, সেই প্রতিশ্রুত ইমামের অস্বীকারকারী ও কুফরী ফতওয়া প্রদানকারীরা হবে হানাফী সম্প্রদায়ের লোক ইত্যাদি, যারা হবে মুকাল্লিদীন (অন্ধঅনুসরণকারীগণ-অনুবাদক), আমরা তাদের মধ্যে হব না। অথচ এইসব মুওয়াহ্‌হেদীনই

হচ্ছে আওয়ালুল মুকাফ্ফিরীন (প্রথম সারির কুফরী ফত্ওয়া প্রদানকারীগণ-অনুবাদক) আর মুকাল্লিদীন হচ্ছে তাদের অনুসরণকারী। সিদ্দীক হাসান সাহেবের এটা একটা মারাত্মক ভ্রম যে, সেই প্রতিশ্রুত ইমাম দ্বারা তিনি মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ মাহ্দী বোঝাচ্ছেন; কারণ তাদের কথা অনুযায়ী তিনি হচ্ছেন খুনী মাহ্দী যিনি তরবারী, বল্লম ব্যবহার করবেন। তা ছাড়া এসব আলেমের কথা অনুযায়ী তাদের জন্য আকাশ থেকে আওয়াজ আসবে এবং বড় বড় অলৌকিক বিষয় তাঁর মাধ্যমে প্রকাশ পাবে এবং হযরত মসীহ্ আকাশ থেকে নেমে তাঁর অনুসারীগণ ও তাঁর বয়া'ত গ্রহণকারীদের মধ্যে দাখিল হবেন এবং কাফেরদের শাস্তির জন্য তাদের কাছে তরবারী থাকবে। আর মৌলবিগণের, তারা মুওয়াহ্হেদই হোন বা মুকাল্লিদ, কী দুঃসাধ্য যে, তারা তাঁকে ভ্রান্ত, বেঈমান, কাফের ও দাজ্জাল বলতে পারেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী তো হলো এই গরীব মাহ্দীর জন্য যার সাম্রাজ্য এই দুনিয়ার সাম্রাজ্য হবে না, যার তরবারির সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে না। খুনী মাহ্দী যে স্থলে ছোট ছোট বিদআতের জন্য সিদ্দীক হাসান খান সাহেবের কথা অনুযায়ী মানুষ হত্যা করবে সেস্থলে মৌলবিগণ তাকে কাফের দাজ্জাল ও বেঈমান বলার পর এবং তার সম্পর্কে কুফরী ফতওয়া লিখে দেওয়ার পর, কী করে তার হাত থেকে রক্ষা পাবে! আরো চিন্তার বিষয় যে, এই মৌলবিদের সেই দুঃসাহস কোথায় যে, একজন পরাক্রমশালী বাদশাহ্কে যার তরবারি হতে রক্ত ঝরবে, তাকে কাফের আর দাজ্জাল বলবে এবং তার সম্পর্কে কুফরী ফতওয়া লিখে দেবে?

প্রকৃত বিষয় হলো এই যে, হাদীসগুলিতে অনেক প্রকারের মাহ্দীর দিকে ইঙ্গিত আছে, আর মৌলবিরা সকল হাদীসকে এই স্থলে সংমিশ্রিত করে গোলকধাঁধা সৃষ্টি করেছে। রেওয়ায়াতের পরস্পর সাদৃশ্যও অনুরূপ

হওয়ার কারণে, তদুপরি গভীর চিন্তার অভাবের ফলে তাদের কাছে বিষয়টি সংশায়াত্মক হয়ে গেছে; নচেৎ চতুর্দশ শতাব্দীর মাহ্দীর বিষয়টি, যার নাম **সুলতানুল মাশারিকও** রয়েছে, বিশেষ গুরুত্ব সহকারে লক্ষণাবলী উল্লেখের মাধ্যমে হাদীসসমূহে ব্যক্ত হয়েছে যার জিহাদ হবে আধ্যাত্মিক জিহাদ। যেহেতু দাজ্জালীয়ত চরমভাবে বিস্তার লাভ করবে সেহেতু তিনিই ঈসার গুণে গুণান্বিত হয়ে আবির্ভূত হবেন। হুজাজুল কেরামার ৩৮৭ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে যে, হাফেয ইবনুল কাইয়েম তার **"মিনার"** পুস্তকে বলেছেন যে, মাহ্দীর সম্বন্ধে চারটি উদ্ধৃতি আছে, তার মধ্যে একটি হলো এই যে, মাহ্দীই মসীহ্ ইবনে মরিয়ম। আমি আরজ করছি যে, যখন পূর্ণ এবং অকাট্য দলীল প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত যে, **প্রকৃত মসীহ্ ঈসা ইবনে মরিয়ম** মারা গেছেন এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ হলেন তার প্রতিচ্ছায়ারূপে, তার নমুনাস্বরূপ, যিনি দাজ্জালীয়ত চরমভাবে বিস্তার লাভ করার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর নামে আবির্ভূত হয়েছেন, অতএব একজন বিবেকবান ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারেন যে, তিনিই তার যুগের মাহ্দীও এবং ঈসাও কারণ যেস্থলে প্রত্যেক পুণ্যবান হেদায়েতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে মাহ্দী বলা যেতে পারে তাহলে ঐ ব্যক্তি যে পূর্ণ পবিত্রতার বরকতে কামিল রূহের মর্যাদা প্রাপ্ত হয়ে ঈসা এবং রূহুল্লাহ্র নাম প্রাপ্ত হয়েছে সে-কি মাহ্দীর নামে অভিহিত হতে পারে না? আমি অত্যধিক আশ্চর্যান্বিত যে, আমাদের উলামা **'ঈসা'** শব্দটির দ্বারা কেন বিরক্ত হন? ঈসা নামে বহু কিতাবের মধ্যে তো এমন অনেক জিনিসের নামও ঈসা রাখা হয়েছে যেগুলি ঘৃণিত ও গর্হিত; যেমন **'বুরহানে কাতে'**র মধ্যে আরবী বর্ণ **'আয়েন'** প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে যে, আঙ্গুরী মদকে রূপকভাবে **ঈসা দাহকান** বলা হয়, যা দ্বারা মদ প্রস্তুত করা হয়; আঙ্গুরী মদকে **ঈসা নোমাহা'**ও বলা হয়।

দুঃখজনক বিষয় এই যে, মৌলবিরা মদের নাম তো ঈসা রাখতে পারেন এবং পুস্তক-পুস্তিকায় নির্ভীকভাবে তার উল্লেখ করতে পারেন এবং একটি অপবিত্র জিনিসকে একটি পবিত্র জিনিসের সঙ্গে নামের ক্ষেত্রে সংযুক্ত করাকে বৈধ করতে পারেন কিন্তু যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু নিজ মহিমায় আশীষ ও অনুগ্রহ দ্বারা বর্তমান দাজ্জালীয়তের মোকাবেলায় ঈসার নামে অভিহিত করেন তাহলে সেই ব্যক্তি তাদের দৃষ্টিতে কাফের।

(মিঞা গোলাব শাহ্ মাজযূব-এর ভবিষ্যদ্বাণী যা মিঞা করীম বখ্শ কসম খেয়ে বলেছে তা এখানে লিপিবদ্ধ হচ্ছে)।

আল্লাহ্তা'লার সহানুভূতি পাবার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের অবগতির জন্য করীম বখ্শ জামালপুরীর পক্ষ হতে একটি সত্য সাক্ষ্য উল্লেখ করা হলো :

মুসলমান ভাইদের নিকট স্পষ্ট করা প্রয়োজন যে, আমি শুধু আমার ভাইদের প্রতি হিতকামনা ও সহানুভূতির উদ্দেশ্যে আমার সত্য সাক্ষ্যকে, যার উল্লেখ ইতোপূর্বে **'ইযালায়ে আওহাম'**- এর ৭০৭ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করিয়েছিলাম, সম্পূর্ণ বিস্তারিত বিবরণ **মির্যা গোলাম আহ্মদ** সাহেব কাদিয়ানী সম্পর্কে পুনরায় প্রকাশ করতে চাই যেন সকল লোককে আমার পক্ষ হতে বিশেষভাবে অবগত করা যেতে পারে এবং যেন আমার সাক্ষ্য প্রকাশের দায়িত্ব হতে আমি মুক্ত হতে পারি। আমি এই সাক্ষ্যকে ব্যক্ত করার পূর্বে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর কসম খেয়ে বলছি যে, আমার এই সাক্ষ্য সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ ও সঠিক এবং প্রত্যেক সন্দেহ ও সংশয় হতে মুক্ত। যদি এই সাক্ষ্য ব্যক্ত করার ব্যাপারে, যা নিম্নে ব্যক্ত করতে যাচ্ছি, আমার পক্ষ হতে মিথ্যা-বানোয়াট হয়ে থাকে অথবা আমি কিছু বেশী করে থাকি তাহলে খোদাতা'লা যেন এ দুনিয়াতেই আমার উপর আযাব নাযিল করেন। আমি ভালভাবে বুঝি যে, যদি আমি ঘটনার বিপরীত কিছু ব্যক্ত করি এবং নিজে কথা বানিয়ে খোদাতা'লার প্রতি আরোপ করি তাহলে জাহান্নামে বড় অপরাধীদের মধ্যে দাখিল করা হবে এবং খোদাতা'লার ক্রোধ ও তাঁর অভিশাপ এ দুনিয়াতেও এবং পরকালেও আমার উপর নিপতিত হবে। আমি এই সাক্ষ্যকে যা এখনই ব্যক্ত করবো, অনেক সাবধানতার সাথে সযত্নে স্মরণ রেখেছি। প্রকৃতপক্ষে আমি নই বরং খোদাতা'লা

আমাকে স্মরণ রাখতে সাহায্য করেছেন যেন একটি সাক্ষ্য যা আমার নিকট ছিল তা সময়মত আমি প্রকাশ করতে পারি। প্রারম্ভ হতে আমি পূর্ণরূপে অনুধাবন করছি যে, এই সাক্ষ্যকে প্রকাশ করলে আমি আমার প্রিয় জাতিকে অসন্তুষ্ট করে ফেলবো এবং সেই কুফরী যা উলামাদের দাওয়াতখানা হতে বিতরণ হয়ে এসেছে তার এক বড় অংশ আমাকে প্রদান করা হবে এবং আমি আমার ভাইদের দেখা-সাক্ষাত হতে বঞ্চিত হয়ে পড়বো এবং সকল গালমন্দ, অভিশাপ ও তিরস্কারের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হব। কিন্তু এর সঙ্গে এই কথার উপরও আমার নিশ্চিত বিশ্বাস রয়েছে যে, যদি এই ধর্মীয় সাক্ষ্যকে এ ফিতনার যুগে গোপন রাখি তাহলে আমি আমার দয়াবান প্রভু খোদাতা'লাকে অসন্তুষ্ট করে ফেলবো এবং গুণাহ্ কবীরার অপরাধী হব এবং সেই জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হব যার কোন শেষ নেই। সুতরাং আমি উভয় ক্ষয়-ক্ষতিকে যাচাই করলাম, অবশেষে এই ক্ষতি আমার নিকট অনেক হালকা ও তুচ্ছ মনে হলো যে, আমার সত্য সাক্ষ্য প্রদান করার দরুন আমার প্রিয় ভাই-বন্ধুদের মধ্যে সম্মানিত লোকেরা আমাকে ছেড়ে সরে পড়বে বা আমি মৌলবিদের ফতওয়ায় কাফের বলে লিখিত হব। আমি এখন বৃদ্ধ ও মৃত্যুর সন্নিকটে উপস্থিত। আমার পরম দুর্ভাগ্য হবে যদি আমি এ বয়সে উপনীত হওয়ার পরও গায়রুল্লাহ্কে (আল্লাহ্ ছাড়া অন্য বস্তুকে) ভয় করি। আমি সেই কুফরী ও গুণাহ্কে ভয় করি যার শাস্তি খোদাতা'লার কাছে আছে, আমি জাহান্নামের আগুন কোনভাবে সহ্য করতে পারবো না। আমি কেন ও কীভাবে এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য মৌলবিদের বা ভাইদের খাতিরে হাশরের ময়দানে নিজ মুখ কালো করবো? খোদাতা'লা আমাকে ঈমানের উপর মৃত্যু দিন। আমি আদৌ মিথ্যা বলব না। যদি তিনি সন্তুষ্ট থাকেন তাহলে দুনিয়ার প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা প্রকৃতপক্ষে এক সম্মান, প্রত্যেক ব্যাথা এক আনন্দ ও

স্বাদ। ভাইদের বিচ্ছেদ বিরহ-বেদনা হলেও আমার আল্লাহ্‌র পথে কোন সন্দেহ-সংশয় নেই। আমার এখন শেষ সময়। অনেক প্রিয়জনকে মৃত্যু আমার থেকে বিচ্ছেদ করেছে আর আমিও খুব শীঘ্রই এই মুসাফিরখানা হতে সফর করে অবশিষ্ট প্রিয়জন হতে বিচ্ছেদ গ্রহণ করবো। অতঃপর যদি আল্লাহ্‌তা'লার উদ্দেশ্যে তাঁর পথে এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য বিচ্ছেদ হয়ে থাকি তাহলে এটা হবে পরম সৌভাগ্য যে, এমন পুরস্কার আমি পেলাম। প্রিয় ভাইয়েরা! নিশ্চিতভাবে অনুধাবন কর যে, যদি এই সাক্ষ্য আমার নিকট না থাকতো এবং এখন হতে ত্রিশ একত্রিশ বছর পূর্বে যদি এক খোদার প্রিয় মাজযূব আমার কাছে এই রহস্য প্রকাশ না করতো যে, আগমনকারী প্রতিশ্রুত ঈসা কে? তাহলে আজকে আমিও আমার ভাইদের মত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানীর একজন ঘোরতর শত্রু হতাম। যদি আমাকে হত্যাও করা হতো তথাপি সম্পূর্ণ অসম্ভব হতো যে, আমি **মির্যা গোলাম আহ্‌মদ** কাদিয়ানীকে মসীহ্ মাওউদরূপে গ্রহণ করে আমার দৃঢ় আকীদা (বিশ্বাস)-কে পরিত্যাগ করি, যাকে আমি আমার খেয়াল মোতাবেক **'আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত'**-এর ধর্ম-বিশ্বাস এবং পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের এবং উলামাদের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত আকীদা বলে মনে করতাম। কিন্তু আমার স্বপক্ষে খোদাতা'লার এক বিশেষ রহমত ছিল যে, তিনি এ ঘটনার ত্রিশ বছর পূর্বে এক খোদাপ্রাপ্ত পুরুষ এবং বনজঙ্গলে বিচরণকারী এক মাজযূবের মুখে জারিকৃত সেই সব কথা আমার কানে পৌঁছিয়ে দিলেন যা এখন আমার জন্য আযীমুশ্‌শান নিদর্শন হয়ে গেল এবং ঐ ভবিষ্যদ্বাণীগুলো আমার অন্তরকে মির্যা সাহেবের সত্যতার উপর এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিল যে, এখন যদি কেউ আমাকে টুকরো টুকরোও করে ফেলে তথাপি এই পথে আমি আমার প্রাণেরও কোন পরোয়া করবো না। যেমনভাবে উজ্জ্বল দিবস যখন উদয় হয়

তখন কারো ঐ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না, এরূপই আমার জন্যও প্রতীয়মান হয়ে গেছে যে, মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানীই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ যার আগমনের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, যার নাম গ্রন্থসমূহে ঈসা রাখা হয়েছে, আমার অন্তর এই বিশ্বাসে ভরপুর যে, ঈসা নবী আলায়হেস্ সালাম মারা গেছেন, তিনি আর কখনও আসবেন না। আর যার আগমনের সুসংবাদ রসূলে করীম (সা.) স্বয়ং দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন এই ইমাম, যিনি এই উম্মত হতেই জন্মগ্রহণ করেছেন। সুতরাং আমার পরম ইচ্ছা যে, এ সত্যকে অন্যদের নিকটও প্রকাশ করি এবং অনবহিত লোকদেরকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সাহায্য করি। খোদাতা'লা আমার অন্তরকে দেখছেন যে, আমি এ স্থলে সত্য; যদি আমি সত্য না হয়ে থাকি তাহলে খোদা আমার ওপর ধ্বংস নিপতিত করুন। সুতরাং হে ভাইসব! ভয় এবং অন্যায়ভাবে কুধারণার বশবর্তী হয়ে নিজ ভাইয়ের সাক্ষ্যকে প্রত্যাখ্যান করো না। সে দিন আমাদের সকলেরই নিকটে যা হতে আমরা কোন দিকে পালাতে পারি না।

যে সাক্ষ্য আমার নিকট রয়েছে তা হল, আমার গ্রাম জামালপুরে, যা লুধিয়ানা জেলার অন্তর্গত এক বুযূর্গ মাজযূব খোদাপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন যাঁর নাম ছিল গোলাব শাহ্, আমি প্রায়ই তাঁর সাহচর্যে বসতাম এবং তাঁর নিকট হতে আশিস লাভ করতাম। যদিও আমি মুসলমানদের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু আমি এ কথা প্রকাশ না করে পারছি না যে, প্রকৃতপক্ষে তিনিই আমাকে ইসলাম শিক্ষা দিয়েছেন, তওহীদের পরিষ্কার ও নিখুঁত পথে পরিচালিত করে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সেই বুযূর্গ দরবেশ একবার আমাকে বললেন যে, ঈসা যুবক হয়ে গিয়েছেন এবং লুধিয়ানাতে আসবেন এবং কুরআনের ভুল ধরবেন এবং কুরআন দ্বারা ফয়সালা করবেন, আবার বললেন যে, ফয়সালা

কুরআনের উপর করবেন এবং মৌলবিরা অস্বীকার করবে, আবারও বললেন যে, মৌলবিরা শক্তভাবে অস্বীকার করবে। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যে, কুরআন তো খোদাতা'লার কালাম, এর মধ্যেও কি নানান ভুল আছে? তিনি উত্তর দিলেন, তফসীরের ওপর তফসীর লেখা হয়েছে, আর কাব্যভাষাও বেশ প্রচলিত হয়ে গেছে, তাই ভুলের উপর ভুল হতে থেকেছে (অর্থাৎ অতিরঞ্জিতের উপর অতিরঞ্জিত করে মূল তত্ত্বসমূহকে গোপন করা হয়েছে, যেরূপ কবিরা সাধারণতঃ করে থাকে)। ঈসা যখন আগমন করবেন তখন তিনি এই সব ভুল তুলে ধরবেন, আর ফয়সালা কুরআন দিয়ে করবেন। এতে আমি বললাম, মৌলবিগণ তো কুরআনের ওয়ারীস, তারা কেন অস্বীকার করবে? তখন তিনি উত্তরে বললেন যে, মৌলবিগণ কঠোরভাবে অস্বীকার করবে। আবারো আমি কথাটির পুনরাবৃত্তি করলাম, মৌলবিগণ কেন অস্বীকার করবে তারা তো ওয়ারেসীনে কুরআন। এতে তিনি রাগ করলেন এবং অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, তুমি দেখবে যে, ঐ সময় মৌলবিগণের কী অবস্থা হয়, তারা কঠোরভাবে অস্বীকার করবে। অতঃপর আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ঈসা তো যুবক হয়ে গেছে কিন্তু তিনি আছেন কোথায়? তিনি বললেন, কাদিয়ানের মধ্যে (অর্থাৎ কাদিয়ানে) তখন আমি বললাম, কাদিয়ান তো লুধিয়ানা হতে তিন কোশ (নয় হাজার গজ) দূরে অবস্থিত, এ জায়গায় ঈসা কোথায় রয়েছে? তখন তিনি এর কোন উত্তর দেন নি; কিন্তু অন্য সময়ে তিনি এই কথার উত্তর অবশ্য দিয়েছেন যা আমি পূর্বে দীর্ঘ কালের কারণে লেখাতে পারি নি, এখন স্মরণ হয়েছে যে, শেষে তিনি কয়েক বার বলেছেন, সেই কাদিয়ানে, বাটালার নিকটবর্তী, ওখানে ঈসা রয়েছে। যখন তিনি বললেন যে, ঈসা কাদিয়ানে এবং এখন যুবক হয়ে গেছে। তখন আমি অস্বীকার করার অবস্থায় তাকে বললাম যে, ঈসা মরিয়মের

পুত্র তো আকাশে জীবিত অবস্থান করছেন এবং খানা কা'বায় অবতীর্ণ হবেন; ইনি কোন্ ঈসা যে কাদিয়ানে আছে এবং যুবক হয়ে গেছে? এর উত্তরে তিনি অতি নম্রভাবে ও সদাচরণের সাথে বললেন এবং ইরশাদ করলেন যে, ঈসা মরিয়মের পুত্র যিনি নবী ছিলেন মারা গেছেন, তিনি আর আসবেন না; আমি ভালরূপে গবেষণা ও গভীরভাবে চিন্তা করেছি যে, ঈসা মরিয়মের পুত্র মারা গেছেন, তিনি আর আসবেন না; আল্লাহ্ আমাকে স্ম্রাট বলেছেন, আমি সত্য বলেছি, মিথ্যা বলি নি। তিনি আবার নিজ থেকে তিন বার বললেন, সেই ঈসা যিনি আগমন করবেন তার নাম **গোলাম আহ্মদ**। আমি যদিও গোলাব শাহ্র অনেকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্বে পূর্ণ হতে দেখেছিলাম, কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে যে আগমনকারী ঈসা কাদিয়ানে রয়েছে তার নাম গোলাম আহ্মদ, সব সময় গোলাব শাহ্র বিরোধী হয়েই থাকলাম এমনকি এখন এটি পূর্ণ হতে দেখলাম। যদিও আমি তাকে বুযূর্গ ও খোদা প্রিয় বলে জানতাম; কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণীকে, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকীদার পরিপন্থী বলে আমি কোন ক্রমেই গ্রহণ করতে পারছিলাম না; তাই প্রথম দিনই এটাকে যখন আমি তাঁর মুখ থেকে শুনলাম, জোরে-সোরে তার প্রত্যুত্তর দিলাম। কিন্তু পরে আদব-কায়দার সম্মানার্থে তর্ক-বিতর্ক ছেড়ে দিলাম, তবে অন্তরে বিরোধীই থাকলাম, কারণ আমার ভাইদের ন্যায় আমারও এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ঈসা আকাশ হতে আসবেন, তিনি আকাশে জীবিত বসে আছেন, মৃত্যুবরণ করেন নি। তিনি আমাকে এই কথাও বললেন যে, যখন ঈসা লুধিয়ানাতে আসবেন তখন এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে; যেভাবে আমি নিজ চোখে দেখতে পারলাম যে, যখন এই দাবির পর মির্যা সাহেব লুধিয়ানায় আসলেন তখন বাস্তবিকই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। মোট কথা, এই বুযূর্গ প্রায় ত্রিশ একত্রিশ বছর পূর্বে আমাকে

ঐ সব খবর জানালেন যা আজ বাস্তবিক সংঘটিত হয়েছে, আমি নিজ চোখে দেখলাম যে, ঐসব কথা পূর্ণ হয়েছে, যা গোলাব শাহ্ আজ হতে ত্রিশ একত্রিশ বছর পূর্বে আমাকে বলেছিলেন।

আমি এই কথাটি লেখাও জরুরী মনে করি যে, আমি বহু বার এবং পুনঃ পুনঃ এটি লক্ষ্য করেছি যে, এই বুযুর্গ ব্যক্তি **"সাহেবে খাওয়ারেক ও কেরামত"** ছিলেন যাঁর দ্বারা অনেক অনেক উজ্জ্বল নিদর্শন ও কেরামত প্রকাশ পেয়েছে, যিনি এই মকাম ও মর্যাদার অধিকারী। আমি নিজ চোখে দেখেছি যে, একবার তিনি রামপুর অঞ্চলের নিকট এক জঙ্গলে চিহ্ন দিয়ে বললেন যে, এই স্থানে এক কালে নদী প্রবাহিত হবে, অথচ ওখানে নদী বয়ে যাওয়ার কোন স্থান ও সম্ভাবনা ছিল না, তাই আমরা তাঁর কথাকে উড়িয়ে দিলাম কিন্তু এক কাল পরে ঐ স্থান দিয়ে নদী প্রবাহিত হলো যেখানে তিনি চিহ্ন দিয়েছিলেন।

এক জায়গায় এক মিস্ত্রি কূপ খনন করছিল। কূপ প্রায় প্রস্তুত হয়ে গেল, অল্প বাকি ছিল। গোলাব শাহর দৃষ্টি তার উপর পড়লো, তিনি বললেন, "অহেতুক তুমি এই কূপ খনন করছো, এটা তো সম্পূর্ণ হবে না।" তার এই কথা যুক্তি ও বিবেক বহির্ভূত ছিল; কারণ কূপ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, অল্প কিছু বাকি ছিল। কিন্তু তাঁর কথা সত্য প্রমাণিত হলো, ঐ সময়েই কূপ নিচে বসে গেল, আর তার কোন চিহ্নও বাকি থাকলো না।

একবার তিনি আলী বখ্শ নামে এক ব্যক্তিকে ঘরের ছাদের উপর থেকে ডাক দিলেন যেখানে সে বসেছিল, বললেন, অপর দিকে চলে এসো। আলী বখ্শ আসতে বিলম্ব করছিল তখন তিনি তাকে শাসিয়ে ছাদের ওপর থেকে সরিয়ে দিলেন। যেমনি সে ছাদ থেকে সরলো অমনি ছাদ ধড়াম করে নিচে পড়ে গেল।

একবার তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিতার একটি দাঁত ভাঙা ছিল? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, সে বেহেশতে প্রবেশ করেছে! আমার পিতা বহুকাল পূর্বে মারা গিয়েছিলেন, আমার পিতার দাঁত সম্পর্কে তাঁর কোন খবর জানার কথা নয়, কারণ তিনি বহুকাল পরে আমাদের গ্রামে এসেছিলেন। তাই আঁচ করি যে, তিনি ইলহামযোগে আমার পিতার দাঁত ভাঙার খবর পেয়ে আমাকে বলেছেন এবং কাশ্‌ফযোগে আমার পিতাকে বেহেশ্‌তে দেখে আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, গোলাব শাহ্‌ একজন খোদাপ্রিয় পুরুষ একনিষ্ঠভাবে তওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং মাজযূব হওয়া অবস্থায় তাঁর মুখ থেকে তওহীদের ঝরণা প্রস্ফুটিত ছিল। আমি দ্বীনে ইসলামের পথ এবং তওহীদের নিয়ম পদ্ধতি তাঁর কাছ থেকে শিখেছি এবং তাঁরই দেওয়া শিক্ষা অনুযায়ী আমি যিকরে ইলাহী করতে থাকলাম এমনকি অল্পকালের মধ্যেই আমার অন্তর খুলে গেল এবং ইবাদতের স্বাদ অনুভব করতে লাগলাম এবং এমন মনে হলো যেন একজন মৃত মানুষ জীবিত হয়ে গেল এবং সত্য-স্বপ্ন দেখতে লাগলাম, যে স্বপ্ন দেখতাম পূর্ণ হতো এবং বিশুদ্ধ ইলহাম হতে লাগলো। এ সব কিছু ছিল তার মনোযোগের বরকত। তিনি বার বার বলতেন যে, সব বরকত নির্ভর করে আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রসূলের আন্তরিক আনুগত্যের ওপর। আর যে চারটি ধর্ম, লোকে ধার্য করে রেখেছে এগুলো অন্তঃসারশূন্য নিরর্থক বস্তু ছাড়া আর কিছু নয়। সব সময় এবং সকল অবস্থায় আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বস্তু এটিই হতে হবে যেন সত্যিকারভাবে আল্লাহ্‌ ও রসূলের পূর্ণ আনুগত্য করা হয়। যে বিষয় আল্লাহ্‌ ও রসূল কর্তৃক প্রমাণিত নয় তা ঠিক নয়, যদিও কেউ তাতে বিশ্বাস রাখুক না কেন। তিনি বলতেন, যেমন কোন শাগরেদ যদি বলে যে, আমি কেবল

আমার উস্তাদকেই মান্য করবো, অন্য কাউকে মানবো না। এই চারটি মাযহাবের ঐ সকল অনুসারীদের অবস্থা ঠিক এরূপ যারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসরণের উপর ইমামদের অনুসরণকে প্রাধান্য দেয়। নিখুঁত সত্যের ওপর তারা, যারা কুরআন ও হাদীসের ওপর গভীর চিন্তা করে এবং কালামুল্লাহ্‌র মধ্যে সত্যকে তালাশ করে এবং এর ওপর আমল করে। খোদা কর্তৃক বর্ণিত বিষয়ের বিরোধী হয়েও চারটি মাযহাবের অনুসারী হওয়া বা চারটি ধারার মধ্যেই খোদার আশিসকে সীমাবদ্ধ মনে করা কোন ক্রমেই দ্বীনদার লোকদের কাজ নয়, এটাকে দ্বীন বলা যেতে পারে না বরং এটা হবে হীন মনোবৃত্তির নামান্তর। দ্বীন বলতে এটিই বোঝায় যা কুরআন পেশ করেছে এবং মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

আমি একবার তাঁকে বললাম, আমি আপনার মুরীদ হতে চাই, অনুমতি দিলে মিষ্টি নিয়ে আসি। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কি সাহাবাদের (রা.) দ্বারা মিষ্টি আনাতেন। প্রত্যেক নেয়ামত মহব্বত দ্বারা লাভ হয়। বহুবার মাজযূবানা অবস্থায় বলতেন, **মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী ও কুতুবুদ্দীন বখতীয়ার কাকী** দরবেশ ছিলেন আর আমি সম্রাট। তিনি ধনীদের প্রতি ভীষণ ঘৃণা পোষণ করতেন, গরীবদের সঙ্গে ভালোবাসা ও স্নেহ মমতার ব্যবহার করতেন। তিনি বসবাসের জন্য কোন গৃহ নির্মাণ করেন নি; স্বাধীন মেজাজের মানুষ ছিলেন। যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকতেন। অসুস্থদের চিকিৎসা করতেন কিন্তু কারো কাছে কখনও চাইতেন না, আল্লাহ্‌র মহব্বতে বিভোর থাকতেন।

তাঁর সাহচর্যে থেকে আমি যে নেয়ামত লাভ করেছি, ঐ সব নেয়ামতের মধ্যে আমার দৃষ্টিতে সর্বাধিক বড় নেয়ামত হচ্ছে এই যে, বর্তমানে বড় বড় উলামা পদস্খলিত হয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেছেন। আমাকে আল্লাহ্‌তা'লা মির্যা সাহেব সম্পর্কে পদস্খলন থেকে রক্ষা করেছেন।

আমার এরূপ দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ, আমার শক্তির বদৌলতে হয় নি, এটা হয়েছে সেই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রভাবের কারণে যা আমি আমার জীবনে দীর্ঘকাল পূর্বে শুনেছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন, তুমি দেখবে যে, যখন ঈসা আসবে তখন মৌলবিদের কী অবস্থা হয়! এই বাক্যে তিনি আমার দীর্ঘ বয়সের প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন যার মর্ম এই ছিল যে, ত্রিশ বছর পর্যন্ত তুমি দীর্ঘজীবী হবে। এ সময় পর্যন্ত আমি জীবিত থাকবো না কিন্তু তুমি জীবিত থাকবে। তাঁর সাহচর্যের বরকতে আমি এত অধিক পরিমাণে সত্য-স্বপ্ন দেখেছি যা এস্থলে বিস্তারিত লেখা সম্ভব নয়। আমি অনেক মৌলবির সঙ্গে সম্প্রীতি ও আন্তরিকতার সম্পর্ক এবং সহানুভূতির ব্যবহার করেছি। একবার তিনি বললেন, তুমি এসব মৌলবির অবস্থাও দেখবে। কিছুকাল পর আমি স্বপ্নে কিছু সংখ্যক মৌলবি দেখলাম অতি ক্ষীণকায়, যাদের কাপড় ছিল অনেক ময়লা, ছেঁড়া এবং অবস্থা খুবই শোচনীয়, তারা এই লুধিয়ানারই অধিবাসী যাদেরকে আমি চিনি, জানি, যারা এখনো জীবিত আছে। আর যে সব আলেমের সাহচর্যে থাকতে তিনি আমাকে বারণ করেন নি বরং বলতেন, তাদের সাহচর্যে থাকো। তাদের উত্তম অবস্থা আমাকে স্বপ্নযোগে দেখানো হয়েছে, যেমন মৌলবি মুহাম্মদ শাহ্ সাহেব পিতা মহোদয় মৌলবি মুহাম্মদ হাসান সাহেব লুধিয়ানায় মান্যবর প্রধানের কাছে আমি প্রায়ই আসা-যাওয়া করতাম, তাকে আমি একবার স্বপ্নে দেখলাম, তিনি জামা'তের মধ্যে বসে আছেন, পোশাক ছিল তাঁর অত্যধিক সুন্দর ধপ্‌ধপে সাদা অতি উত্তম এবং দৃষ্টি আকর্ষণীয়। তাঁর দরবারে যতজন লোক ছিল সকলেরই পোশাক ধপ্‌ধপে সাদা। তখন আমার অন্তরে উদ্রেক ঘটানো হলো যে, মৌলবি মুহাম্মদ শাহ্ সাহেব ধর্ম ও শরীয়তের ওপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আর এজন্য তার পোশাক এরূপ ধপধপে সাদা।

একবার আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, এক ব্যক্তি আমাকে বলছে তোমাকে সত্তর ঈমান প্রদান করা হলো। এই স্বপ্নটি আমি মৌলবি মুহাম্মদ শাহ্ সাহেবকে বললাম। তখন তিনি বললেন, ঈমান তো একটাই হয় কিন্তু এটা পরিপূর্ণ ঈমানের প্রতি ইঙ্গিত করছে, আর সত্তর সংখ্যাটি দ্বারা ঈমানের শক্তি এবং **"খাতামা বিল খায়ের"** অর্থাৎ, উত্তম পরিসমাপ্তির প্রতি ইঙ্গিত করাই উদ্দেশ্য। সুতরাং আল্হামদুলিল্লাহ্, এই ভয়াবহ তুফানের সময় আমি সত্যকে চিনতে পারলাম এবং খোদাতা'লা আমাকে রক্ষা করলেন।

আমি উপলব্ধি করছি যে, এসব বরকত গোলাব শাহ্ সাহেবের সাহচর্যের প্রতিফলস্বরূপ। তিনি বলতেন, আমার সাহচর্যে থাকার ফলে যদি কারো কোন ফায়দা না হয় তাহলে অন্ততঃপক্ষে এতটুকু ফায়দা তো অবশ্য হবে যে, তার ইবাদতে মিষ্টি স্বাদ এবং কবুলীয়ত সৃষ্টি হবে, অর্থাৎ ঈমান ভ্রষ্টতা হতে রক্ষা পাবে। তাই আল্লাহ্তা'লা আমাকে এই ফিতনার যুগে পদস্খলন হতে রক্ষা করেছেন এবং মির্যা সাহেবের সত্যতা আমার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন।

অবশেষে এটিও বলে রাখি যে, যদিও আমি আলাহ্ জাল্লা শানুহুর কসম খেয়ে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করলাম কিন্তু যেভাবে আমি **ইযালায়ে আওহামে** লিখেছি, আমার চাল-চলন সম্পর্কে ওয়াকেবহাল লোক এই গ্রামে অনেক রয়েছে, তারা ভাল করে জানে যে, আমার জীবন কীভাবে নিষ্কলুষ এবং তাকওয়ার সাথে অতিবাহিত হয়েছে এবং সদা খোদাতা'লা আমাকে অসৎ পথ, মিথ্যা এবং মিথ্যা রচনা, প্রতারণার গর্হিত আচরণ হতে রক্ষা করেছেন এবং লুধিয়ানা শহরের মুওয়াহ্হেদীনদের নেতা হযরত মৌলবি মুহাম্মদ হাসান সাহেব যার দাদা মহোদয়ের সময় থেকে আমি এই বংশের সঙ্গে মহব্বত ও শ্রদ্ধাভক্তির নিখুঁত সম্পর্ক রেখে এসেছি এবং স্বজাতীয়তার গৌরবও

আমি হাসিল করেছি, তিনি আমার বিষয়ে ভালভাবে ওয়াকেবহাল আছেন এবং মত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও আমার জন্য কুরআন শরীফ হাতে উঠিয়ে কসম খেতে পারেন যে, করীম বখ্শ অর্থাৎ এই অধম সদা নেকনামী ও দ্বীনদারীর সাথে জীবন অতিবাহিত করেছে এবং প্রতারণা, মিথ্যা রচনা যা বদমাইশ ও লম্পটদের আচরণ, কখনও তার দ্বারা প্রকাশ পায় নি। যদি আজ আমার শ্রদ্ধাভাজন মৌলবি মুহাম্মদ শাহ্ জীবিত থাকতেন তাহলে তিনিও আমার সদাচরণ ও তাক্ওয়া সম্পর্কে অবশ্যই সাক্ষ্য দান করতেন। তাছাড়া একজন বিবেকবান চিন্তা করতে পারেন যে, মির্যা সাহেবের ব্যাপারে অযথা মিথ্যা বললে ও মিথ্যা রচনা করলে সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার অভিশাপ ছাড়া আমার কী লাভ হতে পারে? ইসলামের এক অতি মর্যাদাশীল বংশের সঙ্গে আমার বহু দিনের সম্পর্ক, বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব রয়েছে অর্থাৎ মৌলবি মুহাম্মদ হাসান সাহেব প্রধান লুধিয়ানভীর সঙ্গে। অতএব যে অবস্থায় মৌলবি সাহেব মির্যা সাহেব থেকে সরে পড়লেন এবং দুনিয়া তাকে কাফের বলতে লাগলো, সে অবস্থায় আমার কী দরকার ছিল যে, আমি মির্যা সাহেবের দিকে ঝুঁকে আমার দ্বীনও বরবাদ করি, আমার সংসারও এবং আমার সম্মানিত ভাইদেরকে এবং আমার জাতিকেও ছেড়ে দিই। সুতরাং যে জিনিসটি আমাকে মির্যা সাহেবের প্রতি ঝুঁকালো এবং লোকের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আমাকে সানন্দে বরণ করতে বাধ্য করলো এবং আমার বহু দিনের পুরাতন শ্রদ্ধাভাজনকে অসন্তুষ্ট করালো তা হলো, মির্যা সাহেবের সত্যতা, যা গোলাব শাহ্র ভবিষ্যদ্বাণী আমার জন্য পরিষ্কার করে দিল। আমি আবারো বলবো যে, আমার চাল-চলন সম্পর্কে হযরত মৌলবি মুহাম্মদ হাসান সাহেবকে কসম খাইয়ে তদন্ত করে নেওয়া উচিত। আমার দৃষ্টিতে তিনি মুত্তাকিদের সন্তান, সম্ভ্রান্ত, ভদ্র জ্ঞানী-গুণী এবং উৎকর্ষমন্ডিত পুরুষদের সন্তান-সন্ততি ও সম্মানিত

বংশধর। তিনি আমার হাল হকীকত সম্পর্কে বেশ ওয়াকেবহাল, আর আমি তার বংশগত ভদ্রতা ও ঐতিহ্য সম্পর্কে পূর্ণরূপে ওয়াকেবহাল। তার পিতা মহোদয়ের সময় থেকে তার সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ। এসব বিষয় আমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খাতিরে লিখেছি; কারণ গোমরাহীর আগুন চতুর্দিকে দাউ দাউ করছে। যদি একটি ব্যক্তিও আমার এই সাক্ষ্য দ্বারা হেদায়াত পায়, সৎপথে আসে তাহলে আমি আল্লাহ্‌র নিকট নিশ্চয়ই আশা করি যে, তিনি আমাকে এর পুরস্কার দান করবেন। আমি এখন বুড়ো হয়ে গেছি এবং জীবনের শেষ দিনগুলি ফুরিয়ে মৃত্যুর মুহূর্ত নিকট হতে নিকটতর এসে যাচ্ছে। কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যদি পরম দয়ালু এবং অণু পরিমাণ ছোট ছোট পুণ্য কর্মকে যিনি মহৎ দৃষ্টিতে দেখেন, ঐ পুণ্যবান পুরুষের ন্যায় যার সাক্ষ্যকে তিনি নিজ পবিত্র কালামে উত্তমভাবে উল্লেখ করেছেন, وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ (সূরা আল আহ্‌কাফ, 46:11) আমাকে তিনি এতটুকু পুণ্য কর্মের বিনিময়ে অনুগ্রহ দ্বারা ভূষিত করেন। প্রকৃত পক্ষে তিনিই গফুরুর্ রহীম- পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যা কিছু আমার বলার ছিল তা এখন আমি বলে দায়িত্বমুক্ত হচ্ছি এবং এই বিজ্ঞাপনকে এখানেই শেষ করছি।

گر نیائد بگوش رغبت کس بر رسولاں بلاغ باشد و بس

(যদি উৎসাহপূর্ণ কান দিয়ে (সাগ্রহে) কারো কথা স্মরণ না কর তাহলে এটা তোমার ইচ্ছা- স্মরণ রেখো, রসূলগণের দায়িত্ব কেবল পৌঁছিয়ে দেওয়া বৈ আর কিছু নয়-অনুবাদক)।

আমার বই 'আসমানী ফয়সালা'র ওপর বাটালবী সাহেবের সমালোচনা ও এর উত্তর এবং আসমানী নিদর্শনাবলী উত্থাপনপূর্বক দলীল প্রমাণের পূর্ণতা সাব্যস্ত

শেখ বাটালবী **'আসমানী ফয়সালা'**র জবাবে যে বই লিখেছেন তার ২৭,৫০,৫১,৫২ ইত্যাদি পৃষ্ঠায় অনেক হাত-সাফাই দেখানোর চেষ্টা করেছেন যাতে কোনভাবে লোকদের দৃষ্টিতে মোকাবেলার জন্য আমাদের সেই দরখাস্তকে যা প্রকৃতপক্ষে ঈমানের পরীক্ষার জন্য মিঞা নযীর হোসেন দেহলবী এবং তার মতালম্বী লোকদের খেদমতে পাঠানো হয়েছিল, ইনসাফ বিরোধী বলে প্রমাণিত করে দেখান। কিন্তু প্রত্যেক বিজ্ঞ ও বিবেকবান এবং ন্যায়বিচারক বুঝতে পারেন যে, তিনি আমাদের প্রমাণাদিকে নিজের এবং শেখ নযীর হোসেন দেহলবীর মাথার উপর হতে সরাবার পরিবর্তে নিজের লেখা দ্বারা এ বিষয়কে আরো বেশী স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাদের পক্ষে সত্যের দিকে পা উঠিয়ে অগ্রসর হওয়া এবং শয়তানি খেয়াল ও ধারণা হতে মুক্তি পাওয়ার কোনক্রমেই তাদের ইচ্ছা নেই। সকলেই জানেন এবং শেখজীর কুফরী-নামা পড়ে প্রত্যেকেই জানতে ও বুঝতে পারেন যে, এই হযরত এবং নযীর হোসেন বড় জোর দিয়ে পূর্ণ ও চূড়ান্ত বিশ্বাসের ওপর এই অধম সম্পর্কে কুফরী ও বেঈমানীর ফত্ওয়া লিখেছেন এবং দাজ্জাল, যাল্লু (বিপথগামী) এবং কাফের আখ্যায়িত করেছেন। এসব দোষারোপ সম্পর্কে যদিও আমি বারংবার বলেছি এবং আমার পুস্তকের মর্মও বুঝিয়ে শুনিয়ে দিয়েছি যে, এগুলির মধ্যে আদৌ কুফরী কালাম নেই। না আমি নবুওয়তের দাবি করে উম্মত হতে খারিজ হওয়ার কথাও বলছি, না-ইবা আমি মো'জেযা ও ফিরিশতাগণের অবিশ্বাসী আর লাইলাতুল কদরের অস্বীকারকারীও নই। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে

ওয়া সাল্লামকে খাতামান্নাবীঈন বলে আমি পূর্ণ ঈমান রাখি এবং এতে পূর্ণ বিশ্বাস পোষণ করি এবং একথার ওপর দৃঢ় ঈমান রাখি যে, আমাদের নবী (সা.) খাতামুল আম্বিয়া। আঁ হযরত (সা.)-এর পরে এই উম্মতের জন্য কোন নবী আসবে না, তা সে নতুন হোক বা পুরাতন। কুরআন করীমের এক বিন্দুবিসর্গ বা নুক্‌তা পর্যন্ত মনসুখ ও রহিত হতে পারে না। তবে মুহাদ্দাস আসবে যার সঙ্গে খোদা বাক্যালাপ করেন এবং তারা পূর্ণ নবুওয়তের কিছু গুণাবলীর প্রতিচ্ছায়ারূপে অধিকারী হন এবং কোন কোন দিক দিয়ে নবুওয়তের শান ও মর্যাদার রঙে রঙীন হন। তাদেরই মধ্যে আমি একজন। কিন্তু এসকল বুযুর্গ আমার এ মন্তব্য ও ধারণাকে বোঝেন নি। বিশেষভাবে নযীর হুসেনের ওপর আফসোস যে, বৃদ্ধ বয়সে সকল তত্ত্বজ্ঞানকে ভূমিসাৎ করে দিলেন। মোটকথা, আমি দেখলাম যে, এ সকল লোক কুরআন ও হাদীসকে পরিহার করছে এবং কালামুল্লাহ্‌র উল্টো অর্থ করছে তখন আমি তাদের সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে খোদাতা'লার নিকট হতে আসমানী ফয়সালার দরখাস্ত করি, যেরূপ খোদাতা'লা আমার অন্তরে এলকা (কালাম সঞ্চয়) করলেন, অতএব ফয়সালার জন্য এই পদ্ধতি আমি পেশ করে দিলাম। যদি এইসব লোকের অন্তরে ইনসাফ ও সত্যান্বেষণের আবেগ থাকতো তাহলে এটি গ্রহণ করতে কখনও বিলম্ব করতো না। এমন দরখাস্ত কত অযৌক্তিক ও নিরর্থক যে, এক বছরের মেয়াদকে, যা আসলে ইলহামী বিষয়, নিজ থেকে পরিবর্তন করে দেওয়া হোক বা এর পরিবর্তে দুই সপ্তাহ ধার্য করা হোক। এসব লোক জানে না যে, এই মেয়াদ আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত করা হয়েছে। মানুষ তো নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী সাহসই করতে পারে না যে, মো'জেযা প্রদর্শনের জন্য কোন মেয়াদ ধার্য করবে; নবীগণও তো এরূপ করেন না। কেউ যদি নিজ থেকে মেয়াদ ধার্য করে ক্রোধভাজন হয়, তাহলে এক বছরকে

কীভাবে এক সপ্তাহে পরিবর্তন করা যায়? আমি চিন্তা করছি যে, এ সকল লোকের ইলম এবং মারেফতের দাবি-দাওয়া কোথায় গেল? তারা কি জানে না যে, মেয়াদ ধার্য করা মানুষের কাজ নয়? যদি এদের মধ্যে কোন ইলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দুই সপ্তাহের মধ্যে কেরামতি দেখাবার ইলহাম হয়ে থাকে তাহলে ভাল কথা, তিনি তার কেরামতি পেশ করে দিন, আমি তাই কবুল করে নেব, যদি আমি তার মোকাবেলায় অক্ষম হয়ে পড়ি তাহলে তিনি সত্য বলে প্রমাণিত হবেন। কিন্তু খুব মনে রাখবেন যে, এই সব প্রতারণা এবং ফাঁকা কথা (বুলি সর্বস্ব) ছাড়া আর কিছু নয়। প্রকৃত বিষয় এই যে, খোদাতা'লা তাদের অন্তরকে কঠিন করে দিয়েছেন এবং তাদের চোখের ওপর পর্দা ফেলে দিয়েছেন, তাই তারা দেখতেও পারে না, বুঝতেও পারে না। হে ন্যায়বিচারকারীরা! খুব চিন্তা করুন, যে-ব্যক্তি ইলহাম প্রাপ্ত হয় সে কি নিজ থেকে কিছু বলতে পারে? তাহলে আমি কীভাবে এই মেয়াদকে পরিবর্তন করতে পারি যার সম্বন্ধে খোদাতা'লা আমাকে তাদের মোকাবেলায় সংবাদ দিয়েছেন, হ্যাঁ, যদি তিনি নিজে পরিবর্তন করেন তাহলে তাঁর আয়ত্তাধীন, এতে মানুষের কোন ক্ষমতা নেই, না তাঁর উপর কারো হুকুম চলে। তলবকারী ও আকাঙ্খাকারীকে অবশ্যই ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে কাজ করা উচিত। যদি তার মধ্যে সত্যিকার ইচ্ছা ও আকাঙ্খা এবং জাহান্নামের ভয় থাকে তাহলে এক বছর আর কত দূর? এখানে মনে রাখা দরকার যে, এক বছর দ্বারা এটি বোঝা যায় না যে, বছরের সকল দিন পূর্ণ হতে হবে বরং খোদা আপন ফযল ও অনুগ্রহ দ্বারা এই মেয়াদের ভিতরেই ফয়সালা করে দেবেন। তিনি পরম শক্তিধর, দুই সপ্তাহ অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই তিনি নিদর্শন প্রকাশ করতে পারেন। আমি এ কারণে মোকাবেলার জন্য লিখেছিলাম যে, নযীর হোসেন এবং বাটালবী প্রমুখেরা এ অধমকে খোলাখুলিভাবে

কাফের, মরদূদ, অভিশপ্ত দাজ্জাল এবং প্রতারক আখ্যা দিয়েছে, এমনকি তাদের দৃষ্টিতে আমার ওপর যে বিশ্বাস রাখে সে-ও কাফের হয়ে যায়; এমতাবস্থায়-জরুরী হয়ে পড়লো যে, ঈমানী নিদর্শনের মোকাবেলা হোক। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্‌তা'লা মু'মিনকে নিদর্শন দ্বারা স্বতন্ত্র করে দেখান; যেমন তিনি এ সকল আসমানী নিদর্শনাবলী দ্বারা তার অপরাপর লোক হতে, তারা কাফের হোক অথবা মুনাফিক বা ফাসিকই হোক, মু'মিনদেরকে পূর্ণ স্বাতন্ত্র দান করেন। সুতরাং এই উদ্দেশ্যেই তাদেরকে আহ্বান জানানো হয়েছিল যেন স্বাতন্ত্র ও প্রভেদ সৃষ্টি হয়ে যায় যে, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে কে মু'মিন এবং কে আল্লাহ্‌র ক্রোধভাজন ও ঐশী সাজার পাত্র। যদি এই সকল হযরত নিজেদের ঈমানের ওপর আস্থাবান হতেন তাহলে তারা আদৌ পলায়ন করতেন না; কিন্তু অদ্যাবধি কেউই ময়দানে এসে মোকাবেলার নামও উচ্চারণ করেন নি এবং অবশেষে এই ওজর-আপত্তি পেশ করলেন যে, আপনি দেখিয়ে দিন, আমরা কবুল করে নেব এবং এর সাথে এই শর্তও লাগিয়ে দিলেন যে, তখন আমরা কবুল করবো যখন আকাশ থেকে **'মান্ন'** ও **'সালওয়া'** নাযেল হবে বা কোন কুষ্ঠ রোগী ভাল হয়ে যাবে বা কোন অন্ধ অপর চক্ষু লাভ করবে বা কাঠ অজগর হয়ে যাবে অথবা জ্বলন্ত আগুনে লাফ দিয়ে পড়ে রক্ষা পাবে। দেখুন ৫০ পৃষ্ঠা **'জবাব ফয়সালা আসমানী'**।

এ সকল বাজে কথার উত্তর এই যে, খোদাতা'লা এ সব কথার উপর শক্তিমান, এছাড়াও অগণিত নিদর্শনের উপর শক্তিমান কিন্তু তিনি হিকমত ও প্রজ্ঞা এবং নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করেন। পূর্ববর্তী কাফেরগণও এরূপ প্রশ্নই করতো; فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ (সূরা আল্ আম্বিয়া, 21:06) অর্থাৎ, যদি এই নবী সত্যবাদী হয়ে থাকে তাহলে মূসা প্রমুখ অপরাপর বনী ইসরাঈলী নবীদের নিদর্শনাবলীর

অনুরূপ নিদর্শন দেখিয়ে দিক। আর মুশরিকগণ তো একথাও বললো যে, আমাদের মৃতগণকে আমাদের জন্য জীবিত করে দিক অথবা আমাদের সামনে আকাশে আরোহন করুক এবং কিতাব নিয়ে আসুক যাকে আমরা নিজ হাতে নিয়ে দেখি, পড়ি, ইত্যাদি। কিন্তু খোদাতা'লা প্রজাদের ন্যায় তাদের হুকুম পালন করেন নি; তিনি সেই সব নিদর্শনই প্রদর্শন করলেন যা তিনি ইচ্ছা করলেন; এমনকি কোন কোন সময় নিদর্শন তলবকারীদের এও বলা হয়েছে যে, তোমাদের জন্য কুরআনের নিদর্শন কি যথেষ্ট নয়? এই উত্তরটি অবশ্যই প্রজ্ঞাময় উত্তর ছিল; কারণ প্রত্যেক বিবেকবান বুঝতে পারেন যে, নিদর্শন দু প্রকারের হয়ে থাকে; এক প্রকার এরূপ যে, এগুলির মধ্যে এবং যাদু কৌশল ও হাত সাফাই এর মধ্যে প্রভেদ ও স্বতন্ত্র করা অনেক কঠিন বরং অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়; আর দ্বিতীয় এ সকল নিদর্শন যেগুলি প্রচ্ছন্ন কর্ম হতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র এবং কোন যাদু কৌশল, হাত সাফাই এবং চালাকির সংশয় সন্দেহ পাওয়া যায় না। সুতরাং এই দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যেই কুরআনের মো'জেযা-অলৌকিক নিদর্শন, যা অতি উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান যা প্রত্যেক দিক দিয়ে প্রত্যেক ক্ষেত্রে উজ্জ্বল রত্নের ন্যায় দ্যুতি ছড়াচ্ছে। কাঠকে সাপ ও অজগর বানানো কোন স্বতন্ত্র নিদর্শন নয়। হযরত মূসা (আ.)-ও সাপ বা অজগর বানিয়েছিলেন এবং যাদুকররাও সাপ বানিয়েছিলো। এখনো বানানো হয় কিন্তু এখনো পর্যন্ত জানা গেল না যে, যাদুর সাপ আর মো'জেযার সাপের মধ্যে পার্থক্য করার কী উপায় আছে? একইভাবে রোগমুক্তির মধ্যে, কীমিয়া বা রসায়ন-বিদ্যার মধ্যে অনুশীলন করে নৈপুন্য অর্জনকারী খ্রিস্টান, হিন্দু, ইহুদী, মুসলমান অথবা নাস্তিক হোক তারা চমকপ্রদ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে থাকে। তবে কোন কোন সময় কুষ্ঠরোগের মত বহু দিনের পুরোনো রোগকে এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তারা ভাল করে। সুতরাং

এটিকে শুধুমাত্র রোগমুক্তিতে সীমাবদ্ধ করলে ধোঁকার আশঙ্কা থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না এর সম্বন্ধে স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী থাকে। এরূপ আজকাল কোন কোন সার্কাস প্রদর্শনকারীরাও আগুনে লাফ দেয় এবং এর দহনক্রিয়া হতে রক্ষা পায়। অতএব এই প্রকার তামাশা দ্বারাও কি কোন প্রকৃত-তত্ত্ব প্রমাণিত হতে পারে? **'মান্নু'** ও **'সালওয়া'**র তামাশা হয়তো আপনি কখনও দেখেন নি। এক এক পয়সা নিয়ে কিশমিশ ইত্যাদি বর্ষণ করে। আপনি একটু বর্তমানকালের ইউরোপীয় ইন্দ্রজাল প্রদর্শনকারীদের প্রতি দেখুন, যারা গুপ্ত কৌশল দ্বারা মাথা কেটে পুনরায় সংযুক্ত করে দেয়, হয়তো আপনি তাদের বয়া'ত করে মুরীদ হয়ে যাবেন।

আমার স্মরণ আছে, জলন্ধর শহরের এক জায়গাতে মাহ্তাব আলী নামে এক যাদুগর ছিল, যে শেষে তওবা করে এ অধমের বয়া'তকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল, আমার বাড়িতে এক অনুষ্ঠানে যাদু দেখালো, তখন আপনার মতই এক বুযূর্গ বলতে লাগলেন যে, এ-তো স্পষ্ট কারামত (অলৌকিক নিদর্শন)। জনাব! এ সব কাজে কখনও প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ পায় না, বরং আরো সংশয় সৃষ্টি হয়। অনেক অনেক যাদু ও তামাশা প্রদর্শনকারী এখানে ঘুরে বেড়ায় যে, আপনি দেখলে তাদের নাম কেরামতি রেখে দিতেন। কিন্তু কোন বিবেকবান, যার আজকালকার যাদুকরদের উপর গভীর দৃষ্টি রয়েছে কখনও এসব কাজের নাম উজ্জ্বল নিদর্শন রাখতে পারে না; যেমন কোন ব্যক্তি যদি কাগজের এক টুকরো নিজ বগলের নিচে গোপন রাখে, পরে কাগজের পরিবর্তে সেখান থেকে কবুতর বের করে দেখায়, তাহলে আপনার মত কোন ব্যক্তি যদি তাকে কারামতির অধিকারী বলে তো বলতে পারে কিন্তু একজন বুদ্ধিমান ও বিবেকবান ব্যক্তি এরূপ লোকদের প্রতারণা সম্পর্কে ভালরূপে ওয়াকেবহাল, সে

কখনও এটির নাম কারামত রাখবে না, বরং এটাকে প্রতারণা ও হাতের সাফাই বলবে। এই কারণেই কুরআন করীমে ও তওরাতে সত্য নবীকে চেনার জন্য এসব লক্ষণাবলীকে মাপকাঠি ধার্য করে নি যে, সে আগুনে লাফ দেবে বা কাঠকে সাপ বানাবে বা এরূপ অন্যান্য বিচিত্র কৌশল দেখাবে, বরং এ লক্ষণাবলী মাপকাঠিরূপে ধার্য করেছে যে, তার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ বাস্তবে সত্য প্রমাণিত হবে বা তার সত্যায়নের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী হবে; কারণ দোয়া কবুলীয়্যতের সঙ্গে যদি উদ্দেশ্যমূলকভাবে খোদাতা'লা কারো উপর অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ প্রকাশ করেন এবং তা হুবহু পূর্ণ হয় তাহলে অবশ্যই তার কবুলীয়্যত তথা আল্লাহ্‌র দরবারে তার গৃহীত হওয়ার ওপর একটি দলিল হবে, আর এরূপ বলা যে, এতে জ্যোতির্বিদ বা গণক শরীক রয়েছে, এটি স্পষ্ট অসাধুতা ও কুরআনের শিক্ষার পরিপন্থী হবে; কারণ আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু ইরশাদ করেছেন,

فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ

(অর্থাৎ, অতএব তিনি কারো উপর অদৃশ্য বিষয়সমূহ বহুল পরিমানে প্রকাশ করেন না কিন্তু রসূল ছাড়া যাকে তিনি মনোনীত করেন- অনুবাদক) (সূরা জিন্ন, 72:27-28)

অতএব, এস্থলে খোদা তা'লা অদৃশ্য বিষয়কে তার মনোনীত রসূলের একটি বিশেষ লক্ষণ ধার্য করেছেন। যেমন অন্যত্রও বলেছেন,

وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ يَعِدُكُمْ

(অর্থাৎ, সে যদি সত্যবাদী হয় তাহলে তার কতক ভবিষ্যদ্বাণী যা সে তোমাদের সম্বন্ধে ওয়াদা করছে অবশ্যই পূর্ণ হবে; অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া সত্যবাদী হওয়ার একটি প্রমাণ হবে- অনুবাদক) (সূরা

আল্ মো'মেন, 40:29)।

অতএব ভবিষ্যদ্বাণীকে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখা এবং কাঠকে সাপ বানিয়ে দেখার আবেদন করা কেবল এরূপ মৌলবিদেরই কাজ, যারা কুরআনের ওপর গভীর চিন্তা করা ছেড়ে দিয়েছে, তাছাড়া যুগের বাতাস তথা পরিস্থিতি সম্পর্কেও অজ্ঞ।

যাহোক, যেহেতু আমি আমার তরফ থেকে আসমানী ফয়সালার বিষয়ে ঈমানী মোকাবেলা করার জন্য দরখাস্ত করেছি কিন্তু মোকাবেলাকে পরিহার করে এককভাবে কেবল আমার নিকট নিদর্শনের জন্য দরখাস্ত করা হচ্ছে; এমতাবস্থায় মিঞা নযীর হোসেন ও বাটালবী সাহেবের ওপর দায়িত্ব বর্তায় যে, আমার লেখা অনুযায়ী প্রথমতঃ এ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করবেন যে, আমরা কেবল নামের মুসলমান, প্রকৃত ঈমানী নূর ও চিহ্নসমূহ আমাদের মধ্যে মজুদ নেই, কারণ একচেটিয়াভাবে নিদর্শন প্রদর্শনের জন্য তাদের অহঙ্কার ভাঙার উদ্দেশ্যে আমি এই শর্তই আসমানী ফয়সালাতে ধার্য করে দিয়েছি। তদুপরি এটিও পরিষ্কার যে, এই লোকগুলি নিজ স্থানে নিজেকে কামিল মু'মিন, শায়খুলকুল ইলহামপ্রাপ্ত বলে দাবি করে আর আমাকে ঈমানশূন্য হতভাগ্য মনে করে। এমতাবস্থায়, মোকাবেলা ছাড়া কি দ্বিতীয় আর কোন পথ ফয়সালার জন্য বাকি থাকে? হ্যাঁ, যদি তারা ঈমানী গুণ-গরিমার দাবি হতে চ্যুত হয়ে যান তাহলে একচেটিয়া নিদর্শন দেখানোর দায়িত্ব আমার উপর বর্তায়। এ কথার উত্তর মিঞা নযীর হোসেন ও বাটালবী সাহেবের ওপর বর্তায় যে, এটি সত্ত্বেও যে, তারা কামিল মু'মিন ও শায়খুলকুল হওয়ার দাবি করে, কেন এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে মোকাবেলা হতে পলায়ন করছেন, যে তাদের দৃষ্টিতে কাফের এবং সকল কাফের হতে নিকৃষ্টতর, তাহলে কী কারণে তারা একচেটিয়া এককভাবে আমার নিকট নিদর্শন তলব করে? যদি আসমানী

ফয়সালার উত্তরে এ দরখাস্ত থাকে তাহলে ঐ কিতাবে বর্ণিত শর্তানুযায়ী দরখাস্ত হওয়া উচিত। অর্থাৎ যদি তারা কিছুও ঈমানের দাবি রাখে তাহলে মোকাবেলা করা উচিত যেরূপ আসমানী ফয়সালাতেও শর্ত উল্লিখিত আছে; আর না হয় পরিষ্কারভাবে এ কথার অঙ্গীকার করা উচিত যে, আমরা প্রকৃত ঈমান হতে বঞ্চিত, শুধু এককভাবেই নিদর্শনের দরখাস্ত করছি।

অবশেষে আমরা এ কথাও প্রকাশ করতে চাই যে, **মিঞা গোলাব শাহ্** এবং **নেয়ামতুল্লাহ্ ওলী** উভয়েরই এই অধমের পক্ষে ভবিষ্যদ্বাণী দু'টি কুরআন করীমের শিক্ষানুযায়ী স্পষ্ট নিদর্শন, যেগুলির মধ্যে হাতের সাফাই, কৌশল ও প্রতারণার কোন অবকাশ নেই। এখন যদি কোন সুফি পর্দানশীন, যে পর্দার বাইরে আসতে চায় না, সে বাটালবী সাহেব এবং মীর আব্বাস আলী লুধিয়ানবী সাহেবের উক্তি অনুযায়ী মোকাবেলায় নিদর্শন দেখানোর জন্য প্রস্তুত থাকে, তাহলে সে-ও যদি নিজের পক্ষে পূর্ববর্তী কোন ওলীর দু'টি ভবিষ্যদ্বাণী এরূপই প্রমাণাদিসহ পেশ করতে পারে তাহলে আমরা খোদাতা'লার কসম খেয়ে অঙ্গীকার করছি যে, যদি এটা প্রমাণিত হয় যে, সেগুলিও এমনই নিদর্শন এবং এমনই মর্যাদাসম্পন্ন প্রমাণাদিসহ এবং এমনই মহত্ত্বের সাথে যুগের দূরত্বের ক্ষেত্রেও সামঞ্জস্যপূর্ণ পাওয়া গেছে তাহলে আমি মৃত্যুর শাস্তি বরণ করার জন্য প্রস্তুত আছি।

এ অধমের নিজের গত ভবিষ্যদ্বাণীসহ যা তিন হাজারের অধিক হবে অধিকাংশ দোয়া কবুল হওয়ার পর বাস্তবে ফলেছে, সেগুলি হতে দিলীপ সিং-এর বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী, অর্থাৎ সে তার সংকল্পে এবং পঞ্জাবে আসার ইচ্ছায় ব্যর্থ হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি সংক্ষিপ্তভাবে বিজ্ঞাপনাকারে পূর্বেই ছাপিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং সহস্র সহস্র লোককে মৌখিকভাবেও শুনিয়ে দেয়া হয়েছিল।

একইভাবে পণ্ডিত দয়ানন্দের মৃত্যু সম্পর্কে পূর্ব থেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। এরূপে **শেখ মেহের আলী প্রধান** সাহেবের উপর একটি অসাধারণ বিপদ আপতিত হওয়া ও পরে নিষ্কৃতি লাভের ভবিষ্যদ্বাণী।* বাটালবী সাহেবের বিরুদ্ধবাদী হয়ে যাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীসহ প্রভৃতি ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা করলে দীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যদি বিরোধী পক্ষের মৌলবিগণের মধ্যে কিছু ঈমান থাকে তাহলে এসব ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ক একটি সভা ধার্য করে প্রথমতঃ আমার নিকট হতে প্রমাণ গ্রহণ করুন এবং পরে সেই অনুযায়ী নিজের পক্ষ হতে ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের প্রমাণ দিন। আর যদি নিজেদের রিক্ত হস্ত হওয়ার কারণে মোকাবেলার এই দুই পথ অবলম্বন করতে অক্ষম থাকেন তাহলে এই অধিকারও রইল যে, এক বছরের অবসর গ্রহণ করে ভবিষ্যতে কোন সময় পরীক্ষা করেন; কোন বড় ধরনের ঝগড়ার প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক রকমের ভবিষ্যদ্বাণী যা কোন দোয়ার কবুলীয়্যতের ফলে প্রকাশ পায়, তা প্রকাশ হওয়ার সময়ের উল্লেখ করে কোন পত্রিকায় ছাপিয়ে দিন এবং এ দিক থেকেও এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। এক বছর অতিবাহিত হলে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, কে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আর কে আল্লাহ্‌র দরবার হতে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত। যদি তা-ও না করেন তাহলে সকল লোকই স্মরণ রাখবেন যে, এসব মোল্লাদের ইচ্ছা শুধু সত্যকে গোপন করা, কৃপণতা ও বিদ্বেষ পোষণ বৈ কিছু নয়, সত্যাবলম্বনের কোন গরজ নেই। যদি

* টীকা : শেখ মেহের আলী সাহেবের হাতে কুরআন ধরিয়ে এ ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে তাকে কসম দেয়া উচিত; কারণ যদি কোন কালচক্রে পড়ে বা মৌলবিদের ভয়ে অস্বীকার করেন তাহলে অন্ততঃ কসমের পর তা কখনো করবেন না। যদি করেন তাহলে হলফ প্রতারণার প্রতিফলে শীঘ্রই লাঞ্ছিত হবেন। (এই টীকা ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের সংস্করণের ৩৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে।)

তাদের বিবেক থাকে তাহলে তাদের বুঝে নেয়া উচিত যে, এটাও একটা বড় নিদর্শন যে, এ সকল লোক দিন-রাত অনবরত নূরে ইলাহীকে নেভানোর জন্য চেষ্টা সাধনা করে যাচ্ছে, সব রকমের ফন্দি আঁটছে, লোকদেরকে বিভ্রান্ত করছে, সত্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য চূড়ান্ত শক্তি প্রয়োগ করছে এবং কুফরী ফতওয়া লিখছে, আমাদের কষ্ট ও অনিষ্ট সাধনের জন্য সব রকমের জল্পনা-কল্পনা করছে, এমনকি বাটালবী সাহেব লোকদেরকে উত্তেজিত করছেন যেন তারা সরকারের সামনে হুলস্থুল ও মহাতোলপাড় সৃষ্টি করে। মোট কথা, ফন্দি-কৌশল-প্রতারণা করে বিভ্রান্ত করতে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি করেন নি, এভাবে এক জগতকে তিনি সঙ্গে জোগাড় করেছেন। যেভাবে আমি বাটালবী সাহেবকে এ সব ঘটনার পূর্বে এই ইলহাম সম্পর্কে অবহিত করেছিলাম যে, আমি একা, কিন্তু খোদা আমার সঙ্গে আছেন। এখন সেই অবস্থাই সৃষ্টি হচ্ছে লোকেরা এমন শত্রুতা করেছে যে, আত্মীয়তাকে ক্ষুণ্ন করেছে। এ সব কারসাজি সত্ত্বেও, যা চূড়ান্ত শিখরে উপনীত হয়েছে তা হল, **অবশেষে আমরাই জয়লাভ করবো, ফলে এথেকে বড় নিদর্শন আর কী হতে পারে!**

আর যদি কারো চোখ থাকে তবে দেখুক, এ অধমের উপর আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর যেসব অনুগ্রহ ও আশিস বর্ষিত হচ্ছে এগুলি সবই নিদর্শন। লক্ষ্য করুন, খোদাতা'লা কুরআন করীমে স্পষ্টভাবে ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যা রচনা করে তার চাইতে বড় যালিম আর কেউ নেই। আমি মিথ্যা রচনাকারীকে শীঘ্রই পাকড়াও করি, তাকে কোন অবকাশ দিই না। কিন্তু এই অধমের মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবি, মসীলে মসীহ্ অর্থাৎ মসীহ্ সদৃশ হওয়ার দাবি এবং আল্লাহ্তা'লার সঙ্গে বাক্যালাপ করার দাবির এখন (জুন, ১৮৯২-অনুবাদক) আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এগারতম বছর অতিবাহিত হচ্ছে;

তাহলে এটি কি নিদর্শন নয়? যদি খোদাতা'লার পক্ষ হতে এই কাজকর্ম না হতো তাহলে কীভাবে পূর্ণ দশটি বছর যা মানুষের জীবনের একটা বড় অংশ, পুরোদমে চলতে পারতো? আমি আবারো বলছি, এটা কি নিদর্শন নয় যে, ইলহামী ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের মোকাবেলায় পরীক্ষার জন্য এই অধমের সামনে কেউই আসতে পারছে না; যদি আসে তাহলে খোদাতা'লা তাকে চরমভাবে লাঞ্ছিত করেন। এভাবেই আল্লাহ্‌তা'লার শত শত সাহায্য-সহায়তা আমার ওপর বর্ষিত হচ্ছে। আমি মহা পবিত্র শক্তিশালী খোদার বাগান, যে ব্যক্তি আমাকে কর্তন করার জন্য মনস্থ করবে সে নিজে কর্তিত হবে। বিরুদ্ধবাদী লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে আর অস্বীকারকারী লজ্জিত। এ সবই নিদর্শন, কিন্তু তার জন্য, যে দেখতে পাচ্ছে।

اے سخت اسیر بدگمانی وے بستہ کمر بہ بد زبانی
سوزم کہ چسان شوی مسلمان واین طرفہ کہ کافرم بخوانی

(হে ঐ ব্যক্তি! যে কুধারণায় বন্দী হয়ে আছো, হে ঐ ব্যক্তি! যে অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহারের জন্য কোমর বেঁধে রেখেছো। আমি এই ব্যাথায় জ্বলছি যেন তুমি খাঁটি মুসলমান হয়ে যাও, আর এর বিনিময়ে তোমার এ যুলুম যে, আমি তোমার দৃষ্টিতে কাফের)।

আধ্যাত্মিক তবলীগ

لَهُمُ الْبُشْرىٰ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

(তাদের জন্য সুসংবাদ পার্থিব জীবনে)

اگرخود آدمی کاہل نباشد در تلاشِ حق خدا خود راہ بنماید طلب گارِ حقیقت را

(যদি মানুষ খোদা তালাশে (অনুসন্ধানে) অলস না হয়, তাহলে সত্যান্বেষীর জন্য খোদা স্বয়ং পথ-প্রদর্শক হয়ে যান)।

এই বিষয়টি কুরআন করীম ও হাদীসে নববী দ্বারা প্রমাণিত যে, মু'মিন সত্য ও সুসংবাদবিশিষ্ট স্বপ্ন দেখে থাকে। বিশেষভাবে সেই মু'মিনের জন্যও দেখানো হয়, যে লোকের দৃষ্টিতে বিতাড়িত, লাঞ্ছিত, অভিশপ্ত, পরিত্যক্ত, কাফের, দাজ্জাল বরং সর্বাধিক বড় কাফের এবং সকল সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্ট। এই ক্লান্তি-শ্রান্তি, দুঃখ-বিষন্নতার সময়ে খোদাতা'লার তরফ হতে মু'মিনের সঙ্গে যে দয়া-মমতা ও অনুগ্রহরাজিসম্পন্ন বাক্যালাপ প্রকাশ পায় তা কে জানতে পারে।

رحمتِ خالق کہ حرزِ اولیاست ہست پنہان زیر لعنت ہائے خلق

(সৃষ্টিকর্তার রহমত ওলীউল্লাহ্‌দের জন্য রক্ষাকবচ হয় যা মানুষের অজস্র অভিশাপের নিচে লুক্কায়িত থাকে)।

এই অধম খোদাতা'লার ঐ সব অনুগ্রহ ও আশিসের কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারছে না, যা এই কুফরী ফতওয়ার সময় তিনি দান করে যাচ্ছেন। সকল দিক হতে এ যুগের উলামাদের আওয়াজ আসছে যে, **لست مومنا** (তুমি মু'মিন নও)। আর আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর তরফ থেকে এই আওয়াজ আসছে; **قل انّى اُمِرْت وَانا اوّل المؤمنين** (তুমি

বল, আমি আদিষ্ট হলাম এবং আমি ঈমান আনয়নকারীদের মধ্যে প্রথম)। একদিকে মৌলবি সাহেবান বলছেন যে, যেভাবেই হোক এই ব্যক্তির মূলোৎপাটন কর, আর অন্যদিকে ইলহাম হয় :

يتربصون عليک الدّوائر عليهم دائرة السّوءِ

(তারা তোমার উপর অমঙ্গল চক্র ও জামানার বিপর্যয়ের অপেক্ষা করছে, তাদের উপরই জামানার মন্দ বিপর্যয় ও অমঙ্গল চক্র আপতিত হবে)।

একদিকে তো তারা এ চেষ্টা করছে যে, এ ব্যক্তিকে চরমভাবে লাঞ্ছিত এবং অপদস্থ কর। অপর দিকে আল্লাহ্‌তা'লা এই ওয়াদা করছেন!

انّی مُهِيْن من اراد اهانتک ۔ اللّٰه اجرک ۔ اللّٰه يعطيک جَلالک

(অর্থাৎ যে ব্যক্তি তোমাকে লাঞ্ছনার মনস্থ করবে আমি তাকে লাঞ্ছিত করব। আল্লাহ্‌ তোমাকে প্রতিদান দেবেন। আল্লাহ্‌ তোমাকে তোমার প্রতাপ দান করবেন।)

একদিকে মৌলবিরা ফতওয়ার উপর ফতওয়া লিখে যাচ্ছেন, যে ব্যক্তি তার আকীদা গ্রহণ করে ও অনুসরণ করে সে কাফের হয়ে যায়। অপর দিকে আল্লাহ্‌তা'লা অনবরত তাঁর এ ইলহামের উপর জোর দিচ্ছেন;

قل ان كنتم تحبّون اللّٰه فاتبعونی يُحْبِبْكُم اللّٰهُ

(অর্থাৎ তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র ভালোবাসা অর্জন করতে চাও তাহলে আমার অনুসরণ কর, ফলে আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।) মোট কথা, এ মৌলবি সাহেবান খোদাতা'লার সঙ্গে লড়াই করছে, এখন দেখুন, জয় কার হয়।

অবশেষে প্রকাশ থাকে যে, এ সময় আমার এই লেখার উদ্দেশ্য হল, কিছু সংখ্যক বন্ধু পঞ্জাব ও উপমহাদেশ হিন্দুস্তানের বিভিন্ন জায়গা

থেকে অনেকগুলি স্বপ্ন যা রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দর্শন লাভ সম্পর্কে এবং ইলহামসমূহ এই অধম সম্পর্কে লিখে পাঠিয়েছেন যেগুলির বিষয়বস্তু অধিকাংশ প্রায় এ রকম যে, আমরা রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি বা ইলহামযোগে খোদাতা'লা কর্তৃক অবহিত হয়েছি যে, এই ব্যক্তি অর্থাৎ এই অধম খোদাতা'লার তরফ থেকে এসেছে, তাকে কবুল কর। যেমন কেউ কেউ এমন স্বপ্নও বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে অত্যধিক ক্রোধান্বিত অবস্থায় দেখলাম; এমন মনে হচ্ছিল যেন আঁ হযরত (সা.) রওযা মোবারকের বাইরে অবস্থান করছেন এবং বলছেন, এ সকল লোক যারা এ ব্যক্তিকে অর্থাৎ এই অধমকে জেনে-বুঝে বিরক্ত করছে এবং কষ্ট দিচ্ছে তাদের ওপর খোদার গযব নাযিল হবার উপক্রম হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম এ অধম এসব স্বপ্নের প্রতি মনোযোগ দেয় নি, কিন্তু এখন আমি দেখছি যে, ব্যাপকাকারে দুনিয়াতে এই ধারা বয়ে যেতে আরম্ভ করেছে; এমনকি কেউ কেউ কেবল স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে হিংসা-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে কামিল মুখলিস, নিষ্ঠাবানদের অন্তর্গত হয়ে গেছে এবং এর উপরই ভিত্তি করে তারা নিজেদের সম্পদ দিয়ে সাহায্য করতে আরম্ভ করেছে। এটি দেখে আমার স্মরণ হল যে, **'বারাহীনে আহ্মদীয়া'**র ২৪১ পৃষ্ঠার এ ইলহামটি লেখার পর দশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে আর তা হল,

ينصرک رجال نوحی الیهم من السّماء

অর্থাৎ, এমন লোকেরা তোমার সাহায্য করবে যাদের উপর আমরা আকাশ থেকে ওহী নাযিল করবো। সুতরাং সেই সময় এসে গেছে। এ জন্য আমার দৃষ্টিতে সমীচীন এটিই মনে হচ্ছে যে, যখন এসব স্বপ্ন ও ইলহাম একটি পরিমিত সংখ্যায় সংকলিত হবে তখন এগুলিকে একটি

স্থায়ী পুস্তিকাকারে ছাপিয়ে প্রকাশ করা হবে, কারণ এটিও একটি আসমানী সাক্ষ্য এবং নেয়ামতে ইলাহী। খোদাতা'লা ইরশাদ করছেন,

وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

(অর্থাৎ, তোমাকে তোমার রব যে নেয়ামত দান করেছেন তুমি তা প্রকাশ কর-অনুবাদক) (সূরা আয্ যোহা, 93:12)

কিন্তু পূর্বে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে অবগতির জন্য লেখা হচ্ছে যে, ভবিষ্যতে প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে কোন স্বপ্ন বা ইলহাম এই অধম সম্পর্কে দেখে পত্রযোগে আমাদেরকে অবগত করতে চান তার অবশ্য কর্তব্য হবে যে, খোদাতা'লার কসম খেয়ে নিজ চিঠি দ্বারা এ কথা প্রকাশ করবেন যে, আমরা বাস্তবিক এবং নিশ্চিত ভাবে এ স্বপ্ন দেখেছি এবং আমরা যদি নিজ থেকে কিছু সংযোজন করি তাহলে আমাদের উপর এই দুনিয়াতে এবং পরকালে আল্লাহ্‌র গযব নাযিল হোক। যে সকল বন্ধু পূর্বে কসম খেয়ে নিজেদের স্বপ্ন বর্ণনা করেছেন তাদেরকে পুনরায় লেখার দরকার নেই। কিন্তু যে সকল বিবরণকে কসম খেয়ে নিশ্চিত ও তাকিদপূর্ণ করেন নি তাদের অবশ্য কর্তব্য হবে, তারা যেন পুনরায় নিজেদের স্বপ্ন ও ইলহামসমূহকে কসমের সাথে নিশ্চিত করে পাঠিয়ে দেন। স্মরণ থাকে যে, কসম ব্যতীত কারো কোন স্বপ্ন বা ইলহাম বা কাশ্‌ফ লেখা যাবে না। আর কসমও ঐ প্রকারেরই হতে হবে যা উপরে আমি ব্যক্ত করেছি।

এস্থলে তবলীগ ও বিশেষ অবগতির জন্য লিখছি যে, হক্ক ও সত্যের অন্বেষণকারী যারা আল্লাহ্‌র গ্রেফতার ও পাকড়াওকে ভয় করেন তারা যেন বিষয়টি যাচাই না করে এ জামানার মৌলবিদের পিছনে না চলেন। আখেরি জামানার মৌলবিদের সম্বন্ধে পয়গম্বরে খোদা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যেভাবে সতর্ক করেছেন, আপনারাও সেভাবে

তাদের সম্বন্ধে সতর্ক ও সাবধান থাকবেন। তাদের ফতওয়াগুলিকে দেখে আপনারা হয়রানি ও পেরেশান হবেন না; কারণ এসব ফতওয়া কোন নতুন জিনিস নয়। যদি এই অধমের উপর কোন সন্দেহ থাকে এবং সে দাবি যা এই অধম করেছে এর শুদ্ধতা ও সত্যতা সম্পর্কে কোন সংশয় থাকে তাহলে আমি এ সব সন্দেহ ও সংশয় নিরসনের জন্য একটি সহজ পদ্ধতি বলে দিচ্ছি যা অবলম্বন করে একজন সত্যান্বেষী ইনশাআল্লাহ্‌তা'লা সংশয়মুক্ত হতে ও স্বস্তি অর্জন করতে পারবেন। তা হল এই, **প্রথমতঃ বিশুদ্ধ তওবা করে রাতে দু'রাকাত নামায পড়বেন যার প্রথম রাকাআতে সূরা ইয়াসীন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে একুশবার সূরা ইখলাস পাঠ করবেন এবং পরে তিন শত বার দরূদ শরীফ ও তিন শতবার ইস্তিগফার পাঠ করে খোদাতা'লার নিকট এ দোয়া করবেন যে, হে সর্বশক্তিমান ও দয়াবান খোদা! তুমি গুপ্ত বিষয়ে অবহিত, আমরা অবহিত নই; মকবুল (গৃহীত) ও মারদূদ (প্রত্যাখ্যাত) ও মুফতারী (মিথ্যা রচনাকরী) এবং সাদেক (সত্যবাদী) তোমার দৃষ্টি হতে গোপন থাকতে পারে না। সুতরাং আমরা বিনয়ের সাথে তোমার দরবারে অনুরোধ করছি যে, এ ব্যক্তির, যে তোমার দৃষ্টিতে মসীহ্ মাওউদ এবং মাহ্‌দী ও মুজাদ্দিদুল ওয়াক্ত হওয়ার দাবি করছে, প্রকৃত বিষয় কী, সত্যবাদি, না মিথ্যাবাদী; মকবুল, না মারদূদ? তুমি তোমার ফযল দ্বারা এই অবস্থা স্বপ্নযোগে বা কাশ্‌ফে বা ইলহামযোগে আমাদের উপর প্রকাশ কর, যদি সে মারদূদ হয়ে থাকে তাহলে তাকে গ্রহণ করে আমরা যেন বিভ্রান্ত না হই, আর যদি মকবুল এবং তোমার তরফ থেকে হয়ে থাকে তাহলে তাকে অস্বীকার ও অবমাননা করে যেন আমরা ধ্বংস না হয়ে যাই। আমাদেরকে সকল ফিতনা হতে রক্ষা কর, কেননা তুমিই সকল শক্তির অধিকারী, আমিন।**

এই ইস্তেখারা অন্ততঃপক্ষে দুসপ্তাহ করেন, কিন্তু নিজ মনোবৃত্তি হতে

মুক্ত হয়ে; কারণ যে ব্যক্তি পূর্ব হতেই হিংসা-বিদ্বেষে ভরা থাকে এবং কুধারণা তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে, এমতাবস্থায় যদি সে স্বপ্নযোগে এ ব্যক্তির অবস্থা জানতে চায় যাকে সে পূর্বেই মন্দ বলে জ্ঞান করে, তখন শয়তান আসে এবং তার অন্তরে নিহিত অন্ধকার অনুযায়ী নিজ থেকে আরো বেশী অন্ধকারপূর্ণ ধারণা সৃষ্টি করে দেয়, ফলে তার পরবর্তী অবস্থা পূর্ববর্তী অবস্থা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর হয়। সুতরাং যদি খোদাতা'লার নিকট কোন খবর জানতে চান তাহলে আপনি নিজ বক্ষকে হিংসা-বিদ্বেষ হতে সম্পূর্ণরূপে ধৌত করুন এবং নিজ অন্তরকে একেবারে পরিষ্কার করে হিংসা ও মহব্বত উভয় অবস্থা হতে স্বতন্ত্র করে তার নিকট হেদায়েতের আলো যাচনা করুন তাহলে নিশ্চয় তিনি তার ওয়াদা অনুযায়ী নিজ আলো নাযিল করবেন, যার মধ্যে মনোবৃত্তির কুমন্ত্রণার কোন ধূম্র থাকবে না। সুতরাং হে সত্যান্বেষীগণ! এ সব মৌলবিদের কথাতে ফিতনায় পড়বেন না; উঠুন এবং কিছু চেষ্টা-সাধনা করে সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ হেদায়াতদাতার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করুন। চিন্তা করুন, এখন আমি এই আধ্যাত্মিক তবলীগও করে দিলাম। ভবিষ্যতে আপনাদের ইচ্ছা।

وَالسَّلام علٰی من اتَّبع الهُدٰی

ওয়াস্‌সালাম আলা মানিত্তাবিয়াল হুদা।

আহবায়ক- গোলাম আহ্‌মদ আফা আনহু

শেখ বাটালবী সাহেবের কুফরী ফতওয়ার স্বরূপ

এ ফতওয়াকে আমি আগাগোড়া সম্পূর্ণ দেখেছি। যে সকল দোষারোপ ও অভিযোগকে ভিত্তি করে এই কুফরী ফতওয়া লেখা হয়েছে, ইনশাআল্লাহ্ এসব দোষারোপ ও অভিযোগ ভিত্তিহীন ও বাস্তব বিরোধী হওয়ার ব্যাপারে একটি পুস্তক এই অধমের তরফ থেকে অচিরেই প্রকাশ হতে যাচ্ছে যার নামকরণ করা হয়েছে **"দাফেউল ওয়াসাবেস"**। যাইহোক, আমার মনে এ সকল লোকের তিরস্কার ও ভর্ৎসনার জন্য কোন দুঃখ নেই, নেই কোন শঙ্কা; বরং আমি আনন্দিত যে, মিঞা নযীর হোসেন এবং শেখ বাটালবী ও তাদের অনুসারীরা আমাকে কাফের, মারদূদ, মালউন, দাজ্জাল, যাল্লু (বিপথগামী), বেঈমান, জাহান্নামী এবং আকফার (সর্বাধিক বড় কাফের) বলে নিজেদের অন্তর হতে বাষ্প বিমোচন করে ফেলেছে যা দিয়ানত-সততা ও সাধুতা, বিশ্বস্ততা এবং তাক্ওয়ার মাধ্যমে আদৌ বের হতে পারতো না। আমার তরফ হতে যে পরিমাণ যথার্থ প্রমাণ এবং আমার সত্যতার তিক্ততার জন্য তাদের দেহ-মন ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত হয়ে গেছে, এই চরম দুঃখ বিষাদের ব্যথা বিমোচনের জন্য আর দ্বিতীয় কোন উপায়ও ছিল না, কেবল এটি ব্যতিরেকে যে, তারা অভিশাপের অধীনে চলে আসুক। আমি এ কথার উপর চিন্তা করে খুশী অনুভব করছি যে, ইহুদীদের ফিকাহ্বিদ ও মৌলবি শেষ পর্যন্ত হযরত মসীহ্ আলায়হেস্ সালামকে যা কিছু উপঢৌকন দিয়েছিল সেগুলিও তো এরূপ অভিশাপ ও তাক্ফীর (কুফরী ফতওয়া)-ই ছিল, যেভাবে আহলে কিতাবের ইতিহাস ও চার ইঞ্জীল দ্বারা প্রমাণিত হয়, তাহলে আমার মসীলে মসীহ্ অর্থাৎ, ঈসা মসীহ্ সদৃশ হওয়ার প্রেক্ষিতে এ সকল অভিশাপের আওয়াজ এবং তর্জন গর্জন শুনে অবশ্যই আনন্দিত হওয়া উচিত, কারণ খোদাতা'লা

দাজ্জালীয়্যাতের বাস্তবতাকে ধ্বংস ও নস্যাৎ করার জন্য আমাকে **ঈসা মসীহ্‌র যথার্থ গুণে গুণান্বিত করেছেন,** তাই খোদাতা'লা ঐ তত্ত্ববিষয়ক যে সকল বিপদ-আপদ সংঘটিত হয়েছিল ঐগুলি হতে আমাকে মুক্ত রাখেন নি। হ্যাঁ, যদি কিছু দুঃখ হয়ে থাকে তা হলো, বাটালবী সাহেবকে এই কুফরী ফত্ওয়া প্রস্তুত করার ব্যাপারে ইহুদীদের ফিকাহ্‌বিদদের চেয়ে বেশী খেয়ানতের সাহায্য নিতে হলো। আর এই খেয়ানত তিন প্রকারের; **প্রথম** এই যে, কিছু লোককে যারা মৌলবিয়্যত এবং ফত্ওয়া দেয়ার যোগ্যতার অধিকারী নয় তাদেরকে কেবল মুকাফ্‌ফিরীনদের (যারা কুফুরী ফত্ওয়া দেয়- অনুবাদক) সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মুফতীর উপাধি দেয়া হয়েছে; **দ্বিতীয়,** কিছু এমন লোক যারা জ্ঞানশূন্য এবং প্রকাশ্যে দুষ্কৃতি, পাপাচার বরং অত্যধিক গর্হিত কর্মে লিপ্ত ছিল, তারা শরীয়তের আলেম বলে পরিগণিত হলো এবং তাদের সীলমোহর লাগানো হলো, **তৃতীয়,** এমন লোক যারা জ্ঞান ও সততার অধিকারী, কিন্তু তার সীলমোহর লাগায় নি বরং বাটালবী সাহেব পরম চালাকি ও মিথ্যা রচনা করে নিজেই তাদের নাম তার মধ্যে জড়িয়ে দিয়েছেন। এই তিন প্রকার লোকের সম্বন্ধে আমাদের নিকট লিখিত প্রমাণ আছে। যদি বাটালবী সাহেব বা অন্য কারো মনে সন্দেহ থাকে তাহলে তারা লাহোরে এক সভার আয়োজন করুন এবং আমাদের নিকট প্রমাণ চান যাতে প্রতারকের কালো মুখ প্রকাশিত হয়-এমনিতে তো তাক্‌ফীর কোন নতুন কথা নয়। এই সকল মৌলবিদের পৈত্রিক নিয়ম এভাবেই চলে এসেছে। এ সকল লোক কোন সূক্ষ্ম কথা শোনা মাত্রই অধৈর্য হয়ে হুলস্থুল আরম্ভ করে দেয়। যেহেতু খোদাতা'লা তাদেরকে এই আক্‌ল-বুদ্ধি দেন নি যে, তারা কথার গভীরে পৌঁছুতে পারে এবং সূক্ষ্ম রহস্যাবলীর গভীর তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করতে পারে; তাই তারা বুদ্ধির অভাবের দরুন কুফরী

ফত্ওয়ার অস্ত্র ধারণ করে। আওলিয়া কেরামদের মধ্যে একজনও এমন নেই যে, তারা এদের তাক্ফীরের আওতার বাইরে রয়েছেন। এমনকি তারা নিজের মুখে বলে যে, যখন **মাহ্দী মাওউদ** আসবেন তখন মৌলবিরা তারও তাক্ফীর করবে- কাফের বলে ফতওয়া দেবে। এরূপে **হযরত ঈসা যখন নামবেন** তখন তারও তাক্ফীর করা হবে। এ সব কথার উত্তর এটিই যে, হে মহাশয়গণ! আপনাদের নিকট হতে খোদার আশ্রয় চাই; আল্লাহ্ পাক নিজের মনোনীত বান্দাদেরকে রক্ষা করে এসেছেন; নচেৎ আপনারা তো রাক্ষসের মত মুহাম্মদী উম্মতের সকল আওলিয়া কেরামকে ভক্ষণ করে ফেলতে চেয়েছিলেন। আপনারা কি আপনাদের অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগ হতে পূর্ববর্তী আর পরবর্তী কাউকে বাদ দিয়েছেন? আপনারা নিজ হাতে এসব চিহ্ন ও নিশানগুলি পূর্ণ করছেন যা আপনারাই নিজ মুখে বলছেন। আশ্চর্যের বিষয়, এ সব লোক পরস্পরের প্রতিও সুধারণা পোষণ করে না। কিছুদিন হলো, মুয়াহ্হেদীনদের বেধর্মের উপর "**মাদারুল হক**" এ প্রায় তিন শত সীলমোহর লেগেছিল। অতএব যখন তাক্ফীর এতই সস্তা, তাহলে কে এদের তাকফীরকে ভয় করবে? কিন্তু আফসোস হলো, মিঞা নযীর হোসেন এবং শেখ বাটালবী এই তাক্ফীর প্রস্তুত করার ব্যাপারে অত্যধিক জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন এবং নানা মিথ্যা রচনা করে পরিণামকে পরিশুদ্ধ করেছেন। এই সংক্ষিপ্ত বইয়ে আমরা তাদের খেয়ানতগুলি বিস্তারিত লিখতে পারছি না যা শেখ বাটালবী শেখ দেহলবীর ইচ্ছানুযায়ী তার কুফরীনামায় অবলম্বন করে নিজের আমলনামাকে পরিশুদ্ধ করেছেন। কেবল নমুনাস্বরূপ একজন মৌলবি সাহেবের পত্র ও তার পঙ্ক্তিগুলিসহ উল্লেখ করা হলো।

بحضور فیض گنجور حضرت مجدّد وقت مسیح الزمان مہدی دوران حضرت
مرزا غلام احمد صاحب دام برکاتہ

শ্রদ্ধেয়, যুগসংস্কারক প্রতিশ্রুত মসীহ্ হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ সাহেব, সর্বশক্তিমান খোদা আপনার উপর শান্তি বর্ষণ করুন,

ইসলামের সুন্নত অনুযায়ী সালাম বিনিময়ের পর বিনীত আরয এই যে, গরীবদের সম্মানস্থল পাটিয়ালা থেকে হুযুর চলে যাওয়ার পর শহরের অধিবাসীরা আমাকে অনেক বিরক্ত করেছে, এমনকি মসজিদে নামায আদায় করা বন্ধ করে দিয়েছে। আমি আমার কোন কোন বন্ধুকে আমার প্রতি অন্যায়ভাবে আরোপিত দোষ খন্ডনের জন্য এভাবে লিখে দিয়েছি যে, **'আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'ত'** অনুযায়ীই আমার আকীদা, **'খতমে নবুওয়ত'**কে, ফিরিশতাগণের অস্তিত্বকে, নবীদের মো'জেযাসমূহকে, লায়লাতুল কদর ইত্যাদিকে অস্বীকার করা আমার দৃষ্টিতে কুফরী ও বেধর্মীর অন্তর্গত। আমার এই লেখাকে মৌলবি মুহাম্মদ হোসেন, সম্পাদক **'ইশাআতুস্ সুন্নাহ'** নিয়ে আপনার বিরুদ্ধে যে কুফরীনামা প্রস্তুত করেছে তাতে লিখে দিয়েছেন। আমি সংবাদ পেয়ে মৌলবি মুহাম্মদ হোসেন সাহেবের খেদমতে চিঠি লিখেছি যে, তাক্ফীর ফতওয়াতে আমার তরফ থেকে যে উদ্ধৃতি লেখা হয়েছে তা কর্তন করে দেয়া উচিত। কারণ যে ব্যক্তি মির্যা সাহেবকে কাফের বলে আমার দৃষ্টিতে সে স্বয়ং কাফের ও বেদ্বীন।

মৌলবি সাহেব চিঠির কোন উত্তর দেন নি। পরে আমি জানতে পরলাম যে, তিনি আমার নাম কুফরী ফতওয়া দানকারীদের তালিকায় শামিল করে ছাপিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং আমার ফতওয়ার বৃত্তান্ত এতটুকু। হুযুরের নিকট এই অধম অর্থাৎ আমি বয়া'ত করেছি। আল্লাহ্র ওয়াস্তে

এই অধমকে আপনার জামা'ত থেকে খারিজ বলে মনে করবেন না। আমি আমার এই অজ্ঞাত গুণাহ্‌র জন্য খোদাতা'লার দরবারে তওবা করছি এবং হুযুরের নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা-ভক্তির আবেগে ও ব্যাকুলবশতঃ আমি হুযুর সম্পর্কে কিছু পঙ্‌ক্তি রচনা করেছি তা-ও নিম্নে লিখে দিয়েছি এবং আশা করছি যে, আমার এই লেখা এবং পংক্তিগুলি ছাপিয়ে প্রকাশ করে দেয়া হবে।

পংক্তিগুলি এরূপ

موجبِ کفر است تکفیر تو ای کانِ کرم — واین مواہیر و فتاوے رہزنِ راہ ارم
آرزو دارم کہ جان و مال قربانت کنم — این تمنایم برآرد کار ساز قادرم
چون بتابم رو ز تو حاشا وکلا این کجا — من فدائے روے تو ای رہبرِ دین پرورم
دین مردہ را بقالب جان درآمد از دمت — چون ازین انفاس اعراضی کنم ایم مہترم
من کجا وایں طور بدعہدی و بیراہی کجا — خادمم تازندہ ہستم و از دل و جان چاکرم
حملہ ہاکردند ایں غولانِ راہِ حق بہ من — رہ زندی گرنبودے لطفِ یزدان رہبرم
ایں یہودی سیرتان قدر ترا نشناختند — چوں نبی ناصری نفرین شنیدی لاجرم
ہر کہ تکفیرت کند کافر ہمان ساعت شود — حق نگہدارد مرازین زمرۂ نا محترم
برمن اعمی بہ بخش ای حضرت مہر منیر — گر خطا دیدی ازاں بگذرکہ من مستغفرم
تار وانم ہست درتن از دل و جانم غلام — لطف فرما کز تذلّل بر در تو حاضرم
نورِ ماہِ دینِ احمد بر وجودت شد تمام — آمدی درچاردہ اے بدر تام و انورم
حسب تبشیر نبی بروقتِ خود کردی ظہور — السلام ای رحمتِ ذات جلیل و اکبرم
مشکلاتِ دینِ حق بردست تو آسان شدند — مے کنی تجدید دین از فضل رب ذوالکرم
از رہِ منت درونم را مسلماں کردۂ — گرنباشم جان نثار آستانت کافرم

راقم خاکسار مولوی حافظ عظیم بخش پیٹالوی۔ ۲۴رمئی ۱۸۹۲ء

মর্মার্থ ঃ

১। হে দয়ামমতা, আদরসম্মান এবং বুযুর্গী ও বীরত্বের খনি! তোমার বিরুদ্ধে কুফরী আরোপ করলে নিজেই কাফের হতে হবে। এ সকল ফতওয়া ও সীলমোহর বস্তুতঃপক্ষে দয়া, আদর-সমাদরের পথে লুণ্ঠনকারী।

২। আমি তো এই কামনা করি যে, আমার জান-মাল আপনার জন্য কুরবান করে দিই। হে কার্যসম্পাদনকারী সর্বশক্তিমান খোদা! তুমি আমার এসব কামনা-বাসনা পূর্ণ কর।

৩। তারা যা বলছেন তা কীভাবে সত্য হতে পারে, খোদার কসম আপনার উজ্জ্বল চেহারার বদৌলতে আমার চেহারা উজ্জ্বল হয়েছে। হে দ্বীনের পথপ্রদর্শক, আমার উন্নতি সাধনকারী! আমি তোমার চেহারার জন্য উৎসর্গীকৃত।

৪। আপনার সঞ্জীবনী নিঃশ্বাসের বদৌলতে মৃত-দ্বীন ইসলামের দেহে নবজীবন সঞ্চিত হয়েছে; হে মহামান্য বুযূর্গ! আপনার সঞ্জীবনী নিঃশ্বাসেই আমি নানান ব্যাধি হতে মুক্ত হলাম।

৫। আমি কোথায় ও কীভাবে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করতে পারি এবং কীভাবে বিপথগামীতা অবলম্বন করতে পারি? এসব আচরণ ও নিয়মের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? আমি যতদিন জীবিত থাকবো মন-প্রাণ দিয়ে আপনার সেবক ও চাকর হয়ে থাকবো।

৬। সত্য পথের এসব বিদ্রোহী যোদ্ধারা আমার উপর বার বার আক্রমণ করেছে; এমতাবস্থায় যদি পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ আমায় পথ প্রদর্শন না করতেন তাহলে আমি সত্য পথ হতে বিচ্যুত হয়ে পড়তাম।

৭। এসব ইহুদী আচরণবিশিষ্ট লোকদের যে কী স্থান আমি তা চিনতে পেরেছি, কারণ আমি শুনেছি যে, নিশ্চয় মসীহ্ নাসেরী এদের জন্য বদ্‌দোয়া করেছেন।

৮। যখন চতুর্দিক থেকে আপনাকে কাফের কাফের বলে আখ্যা দেয়া হচ্ছিল তখন সত্য খোদা আমাকে এই সকল দুর্বৃত্ত লোকদের দল থেকে রক্ষা করেছেন, নচেৎ আমি তাদের অন্তর্গত হয়ে পড়তাম।

৯। হে উজ্জ্বল সূর্যতুল্য বুযুর্গ! আমি অন্ধ, আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমার মধ্যে ভুলত্রুটি আপনি দেখলে মার্জনা করে দিন; কারণ আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

১০। যেন আমি দেহাকারে জীবনধারণ পূর্বক চলতে পারি এমতাবস্থায় যে, আমার জান-প্রাণ আপনার গোলাম হয়ে থাকে। দোয়া করুন আমি অতি বিনয়াবনত হয়ে আপনার দুয়ারে উপস্থিত হলাম।

১১। তুমি দ্বীনে আহ্‌মদ মুস্তফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এ বিলীন হয়ে ধর্মের চন্দ্রের নূরে মূর্তিমান হয়েছো এবং চতুর্দশ তারিখে পূর্ণিমার পূর্ণ চন্দ্রের রূপ ও নূর নিয়ে তুমি জগতে উদিত হয়েছ।

১২। তুমি নবী করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সময়মত আগমন করেছো। সুতরাং হে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাশীল, খোদার রহমত! তোমাকে নবী করীমের তরফ থেকে 'সালাম' নিবেদন করছি।

১৩। সত্য ধর্ম ইসলামের সকল সমস্যাবলী তোমার হস্তে খোদা সহজতর করে দিয়েছেন; দয়াবান প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি দ্বীনের সংস্করণ করে যাচ্ছে।

১৪। পরম দয়াময়ের অনুগ্রহে তুমি আমার অন্তরস্থ অন্তরকে খাঁটি মুসলমান করেছো, এমতাবস্থায় যদি তোমার আস্তানায় আমি আমার প্রাণ উৎসর্গ না করি, তাহলে আমি কাফের হয়ে যাব।

রচনাকারী; খাকসার
মৌলবি হাফেয আযীম বখশ, পাটিয়ালবী
২৪ মে, ১৮৯২ ইং

যদি হুযুরের পুস্তিকায় জায়গা খালি থাকে তাহলে আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকের বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করে বাধিত করবেন

বিজ্ঞপ্তি

যে ফতওয়াটি আমাদের শ্রদ্ধাভাজন ইমাম আমাদের মসীহ্ ও নিখিল বিশ্বের মসীহ্ মির্যা গোলাম আহ্মদ সাহেব কাদিয়ানীর বিরুদ্ধে প্রস্তুত করে মুহাম্মদ হোসেন বাটালবী, সম্পাদক **"ইশাআতুস্ সুন্নাহ"** তার নিজ পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন, এর মধ্যে পাটিয়ালার উলামাদের তালিকায় আমার অনুরূপ নাম মৌলবি আব্দুল্লাহ্ পাটিয়ালবীর নাম পড়ে আমার কতক বন্ধু আমারই নাম মনে করেছেন এবং তারা জানার জন্য আমাকে চিঠিও লিখেছেন। পত্রিকা 'ইশাআতুস সুন্নাহ'র সম্পাদক পাঠকবৃন্দকে এই টীকা লিখে আরো সংশয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন যে, "এই মৌলবি সাহেবও পূর্বে মির্যা সাহবের উপর বিশ্বাস আনয়নকারীদের অন্তর্গত ছিলেন।" সুতরাং সকল বন্ধুর অবগতির জন্য লিখছি যে, উক্ত মৌলবি আব্দুল্লাহ্ পাটিয়ালবী অন্য এক ব্যক্তি, আর তিনি পূর্বেও মির্যা সাহেবের ওপর বিশ্বাস আনয়নকারীদের অন্তর্গত ছিলেন না এবং এখনও নন। বাকি রইলো আমার কথা। নিবেদনকারী আমি ঐ ভাবেই জাতি ও দ্বীনে ইসলামের জন্য

উৎসর্গকারী বিশ্বাসীরূপেই আছি।

ঘোষণাকারী

খাকসার- **মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ খান**

দ্বিতীয় আরবি শিক্ষক, মহেন্দর কলেজ,

পাটিয়ালা, ৪ যিলকদা, ১৩০৯ হিজরী

জরুরী নিবেদন

ঐ সকল বীর বন্ধুর নিকট যারা দ্বীনে ইসলামের জন্য সাহায্য করার শক্তি রাখেন।

اے مردان بکوشید و برائے حق بجوشید

হে বাহাদুর পুরুষগণ! তোমরা সত্যের প্রচারের জন্য চেষ্টা কর এবং উৎসাহ ও উদ্যম সৃষ্টি কর।

যদিও পূর্ব হতেই আমার নিষ্ঠাবান বন্ধুগণ লিল্লাহী খেদমতে এত ব্যস্ত ও নিমগ্ন যে, আমি এর জন্য কৃতজ্ঞতা বর্ণনা করতে পারছি না। আমি দোয়া করছি যেন খোদাওয়ান্দেকরীম তাদেরকে দু'জাহানে এ সব খেদমতের অধিক হতে অধিকতর উত্তম পুরস্কার দান করেন। কিন্তু এ সময়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য একটি বিশেষ বিষয় এই ঘটেছে যে, পূর্বে তো আমাদের শুধু বাইরের শত্রু ছিল এবং আমাদের কেবল বাইরের শত্রুতারই চিন্তা ছিল; কিন্তু এখন এ সকল লোকও যারা মুসলমান হওয়ার দাবি করে বরং মৌলবি ও ফিকাহ্‌বিদ বলে যারা অভিহিত, তারাও কঠোর বিরুদ্ধবাদী হয়ে গেছে এমনকি তারা জনগণকে আমাদের বই-পুস্তক ক্রয় করতে ও পড়তে নিষেধ করে এবং বাধা দেয়; তাই এমন কিছু সমস্যা দাঁড়িয়েছে যেগুলি বাহ্যিক দৃষ্টিতে খুব ভয়াবহ মনে হয়। কিন্তু যদি আমাদের জামা'ত অলস ও গাফেল না হয় তাহলে অচিরেই এসব সমস্যা দূর হয়ে যাবে। এসময় আমাদের উপর একান্ত কর্তব্য বর্তায় যেন বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দু'প্রকারের মন্দেরই সংশোধনের জন্য আন্তরিক চেষ্টা করি এবং আমাদের জীবন এ পথে উৎসর্গ করি এবং এমন সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে পা ফেলি যাতে খোদাতা'লা, যিনি গুপ্ত রহস্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞাত

এবং বক্ষসমূহে লুক্কায়িত বিষয়াদি সম্পর্কে সর্ববিদিত, আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। এ কারণেই আমি সংকল্প গ্রহণ করেছি যে, এখন কলম উঠানোর পর সে সময় পর্যন্ত ক্ষান্ত ও নিবৃত্ত হব না যতক্ষণ পর্যন্ত খোদাতা'লা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিরুদ্ধবাদীর উপর সম্পূর্ণভাবে প্রমাণাদির পূর্ণতা প্রকাশ করে ঈসার যথার্থ অস্ত্র দ্বারা দাজ্জালের বাস্তবতাকে টুকরো টুকরো করে না দেন। কিন্তু কোন সংকল্প আল্লাহ্‌তা'লার তৌফিক, অনুগ্রহ, সাহায্য এবং রহমত ব্যতিরেকে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হতে পারে না। খোদাতা'লার সুসংবাদসমূহের উপর, যা বৃষ্টি ধারার ন্যায় বর্ষিত হচ্ছে, অধম এ আশাই রাখে যে, তিনি নিজ বান্দাকে বিনাশ করবেন না এবং নিজ দ্বীনকে এই ভয়াবহ বিশৃঙ্খলাপূর্ণ অবস্থায় ছেড়ে দেবেন না যা এখন এটিকে ঘিরে রেখেছে। কিন্তু যে বাহ্যিক নিয়ম চিরকাল হতে প্রচলিত আছে তার প্রতি লক্ষ্য রেখে এ কথাই বলতে হয় যে, কে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে আমার সাহায্যকারী?-(সূরা আস্ সাফ: ১৫)। সুতরাং উঠুন ভাইসব! আমি যেরূপে এখনই বলেছি পুস্তক রচনা ও সংকলনের ধারা বিরতিহীনভাবে জারী রাখার জন্য আমি দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছি এবং এ ইচ্ছা রাখি যে, এ পুস্তিকাটি ছাপানোর পর যার নাম **'নিশানে আসমানী'** আর একটি পুস্তিকা **'দাফেউল ওয়াসাবেস'** মুদ্রিত করে প্রকাশ করা হোক। অতঃপর অবিলম্বে পুস্তিকা **'হায়াতুন্নবী ওয়া মামাতুল মসীহ্'** প্রকাশ করা হবে যা ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলোতে পাঠানো হবে। এর পরে অনতিবিলম্বে **'বারাহীনে আহ্‌মদীয়া'**র পঞ্চম খণ্ড যার দ্বিতীয় নাম **'যরূরতে কুরআন'** রাখা হয়েছে যা একটি স্বতন্ত্র পুস্তক হিসেবে ছাপানো আরম্ভ করা হবে। কিন্তু এই ধারাকে প্রবহমান রাখার জন্য আমি এটি উত্তম ব্যবস্থা মনে করি যে, আমার তরফ হতে প্রকাশিত প্রত্যেকটি পুস্তিকাকে আমার সামর্থ্যবান বন্ধুরা ক্রয় করে আন্তরিকভাবে

আমার সাহায্য করবেন এরূপে যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তিসামর্থ্য অনুযায়ী এক কপি অথবা ততোধিক কপি ক্রয় করবেন। যে সকল পুস্তিকার মূল্য তিন আনা বা চার আনা বা এর কাছাকাছি সেগুলি সামর্থ্যবান বন্ধুরা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যায় নিতে পারেন, পরে সেই মূল্যই অন্য পুস্তক ছাপানোর কাজে আসতে পারে। তাছাড়া আমার জামা'তে যদি এমন বন্ধুরা থাকেন যাদের উপর ধন-সম্পত্তি ও অলঙ্কারাদির মালিক হওয়ার কারণে যাকাত ফরয হয়েছে তাদেরকে ভালভাবে উপলব্ধি করা উচিত যে, বর্তমানে দ্বীনে ইসলামের মত গরিব, এতিম ও নিরুপায় আর কেউ নয়। আর যাকাত আদায় না করার ব্যাপারে শরীয়তে যে সতর্কবাণী এসেছে তা-ও সকলের কাছে পরিষ্কার এবং যাকাতের অস্বীকারকারী হয়তো শীঘ্রই কাফের হয়ে যেতে পারে। অতএব অবশ্য কর্তব্য যে, এ পথে ইসলামের সাহায্যার্থে যেন যাকাত প্রদান করা হয় যাতে যাকাতের টাকা দিয়ে পুস্তকাদি ক্রয় করা যেতে পারে এবং বিনামূল্যে বিতরণ করা যেতে পারে। এ সব পুস্তিকা ছাড়া আমার লেখা আরো পুস্তক রয়েছে যেগুলি অনেক উপকারী। যেমন- **'আহ্‌কামুল কুরআন', 'আরবাঈন ফী আলামাতিল মুকাররাবীন', 'সিরাজে মুনীর'** এবং পবিত্র কুরআনের তফসীর। যেহেতু **'বারাহীনে আহ্‌মদীয়া'**র কাজ অত্যধিক জরুরী, এ জন্য অবসর অনুযায়ী চেষ্টা করা হবে যেন এর মধ্যে এ পুস্তিকাগুলি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়ে যায়। ভবিষ্যতে প্রত্যেক বিষয়ই আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর আয়ত্তে রয়েছে।

يَفْعَلُ مَايَشَآءُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

খাকসার- **গোলাম আহ্‌মদ,**
কাদিয়ান, জেলা- গুরদাসপুর,
২৮ মে,১৮৯২ ইং

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

এই অধমের ইচ্ছা আছে যেন দ্বীনে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য একটা উত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় যাতে উপমহাদেশ হিন্দুস্তানের দেশগুলির বিভিন্ন স্থানে আমাদের তরফ থেকে উপদেশক তর্কবিদ্যাবিদ ও বক্তা মনোনীত করা হয় যারা খোদার বান্দাদেরকে সত্যের প্রতি আহ্বান জানাবে ও ভূপৃষ্ঠে ইসলামের সত্যতার প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু বর্তমানে জামা'তের দুর্বলতা এবং সংখ্যায় স্বল্পতার দরুন আপাততঃ এ ইচ্ছা বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এমতাবস্থায় এ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে যে, যদি হযরত মৌলবি মুহাম্মদ আহসান সাহেব আমরোহী যিনি একজন বড় আলেম, ফাযেল, বিশ্বস্ত, মুত্তাকী এবং ইসলামের মহব্বতে অন্তর দিয়ে, নিষ্ঠার সাথে উৎসর্গীকৃত ব্যক্তি, এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাহলে যতটুকু সম্ভব কিছু খেদমত তাঁকে সোপর্দ করা যেতে পারে। এ মৌলবি সাহেব শিশুদের তা'লীম ও তরবিয়ত, কুরআন হাদীসের দরস, ওয়ায নসীহত এবং যুক্তি-তর্ক করার ব্যাপারে বেশ পারদর্শী। বড়ই আনন্দের বিষয় হবে যদি তিনি এই মহৎ কাজে যোগদান করেন কিন্তু যেহেতু মানুষের সন্তান-সন্ততি থাকলে, রোজগার না করলে চলে না; তাই এই বিষয় চিন্তা করা সর্বাধিক প্রাধান্য রাখে যে, মৌলবি সাহেবের জীবন যাত্রার জন্য কোন সুন্দর ব্যবস্থা রাখতে হবে, এ জন্য আল্লাহ্ তা'লা যতদিন অন্য ব্যবস্থা না করেন ততদিন পর্যন্ত আমাদের জামা'তে যারা সামর্থ্যবান তারা যেন মৌলবি সাহেবের জীবন যাত্রার জন্য স্থায়ীভাবে নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু চাঁদা ধার্য করেন এবং রীতিমত তার কাছে ধার্য করা চাঁদা পাঠিয়ে দেন। মনে রাখা উচিত যে, দুনিয়া কিছু কালের জন্য মুসাফিরখানাস্বরূপ, পরকালের জন্য পুণ্য-কর্ম সম্পন্ন করে

প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত। সৌভাগ্যশালী সেই ব্যক্তি যে পরকালের পাথেয় সঞ্চয় করার জন্য অহোরাত্র ব্যস্ত থাকে। এ বিজ্ঞপ্তি পড়ার পর যেসব বন্ধু চাঁদা দেয়ার জন্য প্রস্তুত তারা যেন এই অধমকে অবহিত করেন।

আহ্বায়ক
খাকসার- **গোলাম আহ্‌মদ**
কাদিয়ান, গুরদাসপুর
২৬ মে, ১৮৯২ ইং

নিশানে আসমানী পুস্তিকা

(নিশানে আসমানী বইটির মুদ্রণ ও প্রকাশের জন্য যে সকল নিষ্ঠাবান বন্ধুর কাছে চিঠি লেখা হয়েছিল তাদের উত্তরের সারসংক্ষেপ)।

প্রিয় ভাই মৌলবি সৈয়্যদ তাফায্‌যোল হোসেন সাহেব, তহ্‌শীলদার আলীগড়, জেলা ফররুখআবাদ (তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)-এর চিঠির সারমর্ম:

"জনাবে আলী মকাম হুযুর ওয়ালার তরফ হতে সম্মানজনক দু'টি চিঠির শুভাগমন হলো। আমি পরম লজ্জিত যে, গত কিছুকাল ধরে হুযুরের খেদমতে কোন চিঠি পাঠাই নি কিন্তু সর্বদাই হুযুরে আকদাসকে স্মরণ করেছি; হুযুরের প্রখ্যাত পবিত্র নাম স্মরণ করা আমার দৈনন্দিন নিয়মের অন্তর্গত, প্রায়ই হুযুরের কিতাব অধ্যয়ন করি, এগুলিকে আমি দু'জাহানেরই কল্যাণের উপাদান বিশ্বাস করি। **'নিশানে আসমানী'** পুস্তিকা পঞ্চাশ কপি বা যে পরিমাণ হুযুর স্বয়ং সমীচীন মনে করেন, আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন, আমি ঐগুলি কিনে নেব এবং আমার বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করে দেব। হুযুরের পুস্তকাদির প্রচারে আমি

আন্তরিক আনন্দ বোধ করি। আমার পরিবারের সকল সদস্য মঙ্গলমতে আনন্দে আছে এবং হুযুরকে তারা সকলেই স্মরণ করে।

বিনীত- অধম **তাফায্যোল হোসেন**
আলীগড়, ফররুখআবাদ, ৩১ মে, ১৮৯২ইং

উক্ত মৌলবি সাহেব সাহায্যরূপে চাঁদা দেন এবং পূর্বেও তিনি তাঁর বেতন হতে মোটা অঙ্কের টাকা দিয়েছেন।

প্রিয় ভাই নওয়াব মুহাম্মদ আলী, প্রধান মালের কোটলা (তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)-এর চিঠির সারমর্ম :

জনাব মহোদয়ের অনুগ্রহনামা পেলাম। বিনীত বান্দা পুস্তিকা **'নিশানে আসমানী'** আপাততঃ ২০০ কপি ক্রয় করব।

বিনীত লেখক ঃ মুহাম্মদ আলী খান

উক্ত নওয়াব সাহেব কিছু দিন হলো এই অধমের পাঁচশত টাকার বই কিনে শুধু আল্লাহ্‌র খাতিরে বিতরণ করেছেন।

প্রিয় ভাই হাকীম ফযল দ্বীন সাহেব ভেরবী (তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)-এর চিঠির সারমর্ম:

'নিশানে আসমানী' পুস্তিকাটি সাত শত কপি এই অধমের খরচে ছাপানো হোক এবং বিক্রি করা হোক। এটির মূল্য হুযুর নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী যেখানে চান খরচ করেন। দুই টাকা বকেয়া চাঁদাসহ মোট বিশ টাকা এখনই মুহাম্মদ আরব সাহেবের মারফত আপনার খেদমতে পাঠালাম। অতঃপর আমি শীঘ্রই একশত টাকা বা এর চেয়ে দশ বিশ টাকা বেশী পাঠাবো অথবা নিজে তা নিয়ে হুযুরের খেদমতে হাজির

হবো নচেৎ মানিঅর্ডার করে পাঠাবো। (একশ টাকা পৌঁছে গেছে) উক্ত হাকীম সাহেব পূর্বেও প্রায় সাত শত টাকা সাহায্যস্বরূপ দিয়েছেন।

প্রিয় ভাই মৌলবি হাকীম নুরুদ্দীন সাহেব, চিকিৎসক জম্মু স্টেট (তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)-এর চিঠির সারমর্ম :

নাহমাদুহু ওয়া নুসল্লী আলা রসূলিহিল কারীম, বিনীত সালাম রইল। অতঃপর অধম একজন অযোগ্য অতি বিনয় ও লজ্জার সাথে হুযুর মসীহেয্ যামানের খেদমতে আরয করছে যে, এই নিষ্ঠাবান সেবক মূর্তিমান নিবেদিত প্রাণ। মুরীদের যা কিছু আছে সম্পূর্ণই আপনার, স্ত্রী, পুত্র, সোনা-দানা মন-প্রাণ কুরবান, আমার সৌভাগ্য এটিই যে, সকল ব্যয়ভার আমার হোক, অতঃপর যতটুকু পছন্দ করবেন হুযুরের ইচ্ছা। ফসীহ ভাইও বর্তমানে এখানে উপস্থিত আছেন, তিনি বলছেন, যদি হুযুর পঞ্জাব প্রেস সিয়ালকোটে বইটি ছাপান তাহলে মূল্যের চতুর্থাংশ লাভ থাকবে।

মৌলবি হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব ইসলামের জন্য তার নিষ্ঠা ও ভালোবাসা এবং ত্যাগ-তিতিক্ষা, খোদার খাতিরে বীরত্ব; দয়া-দাক্ষিণ্য ও দানশীলতা এবং সহানুভূতি আশ্চর্যভাবে প্রকাশ করছেন। বিপুল ধন হতে আল্লাহ্তা'লার পথে অল্প দান করতে অনেক লোককে দেখেছি। কিন্তু নিজে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থেকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করা, নিজের ভবিষ্যতের জন্য কিছু না রাখা এই গুণ পূর্ণরূপে এই মৌলবি সাহেবের মধ্যেই লক্ষ্য করেছি। অথবা তাঁর সাহচর্যের প্রভাব যাদের অন্তরের উপর রয়েছে তাদের মধ্যে। মৌলবি সাহেব এখন পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার টাকা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির খাতিরে এই অধমকে দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর অর্থ দ্বারা আমার যে পরিমাণ সাহায্য হয়েছে এর দৃষ্টান্ত এখন পর্যন্ত নেই। যদিও এই

নিয়মটি জাগতিক দুনিয়া এবং সমাজের নিয়ম-কানুনের পরিপন্থী; কিন্তু যে ব্যক্তি খোদাতা'লার অস্তিত্বের উপর ঈমান এনে, দ্বীনে ইসলামকে সত্য ও আল্লাহ্‌র দ্বীন বলে বিশ্বাস করে এবং তার সঙ্গে যুগ-ইমামকে সনাক্ত করে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু ও রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম ও কুরআন করীমকে ভালোবাসে এবং প্রেমে বিলীন হয়ে কেবল ইসলামের ধ্বনিকে উচ্চ হতে উচ্চতর করার জন্য নিজের হালাল ও পবিত্র সম্পদকে এই পথে কুরবান করে, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সে ব্যক্তির যে কত মূল্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু ইরশাদ করেছেন,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

অর্থাৎ, তোমরা কখনও পুণ্য অর্জন করতে পারবে না যে পর্যন্ত না তোমরা যা ভালোবাস তা থেকে খরচ কর। (আলে ইমরান, 3:93)।

خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار — جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نثار
اسی فکر میں رہتے ہیں روز و شب — کہ راضی وہ دلدار ہوتا ہے کب
اُسے دے چکے مال و جان بار بار — ابھی خوف دل میں کہ ہیں نابکار
لگاتے ہیں دل اپنا اس پاک سے — وہی پاک جاتے ہیں اس خاک سے

১। খোদাকে তারাই ভালবাসে, যারা তাঁর প্রতি সবকিছু কুরবান করে।

২। দিবা-রাত্র তারা এই চিন্তাই করে যে, সেই প্রিয় খোদা কখন সন্তুষ্ট হবেন।

৩। ধন-প্রাণ বারবার তাঁকে নিবেদিত করে দিয়েছি, অন্তরে এখনো অযোগ্য হওয়ার ভয়।

৪। যারা নিজ অন্তরকে সেই পবিত্র খোদার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে, তারাই পবিত্র অবস্থায় এ দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করে।

খোদাতা'লা উম্মতের মধ্যে অধিক হতে অধিকতর এই আচরণ ও বীরত্বের মানুষ সৃষ্টি করুন, আমিন, সুম্মা আমিন।

چہ خوش بودے اگر ہر یک زامت نوردین بودے
ہمیں بودے اگر ہر دل پُراز نورِ یقین بودے

কতই না ভাল হতো যদি উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তি নূরুদ্দীন হয়ে যেতো, সকলেই তো এরূপ হতে পারতো যদি প্রত্যেকের অন্তরে নিশ্চিত বিশ্বাসের নূর দ্বারা পরিপূর্ণ হতো।

তিব্বে রূহানী

এ পুস্তকটি হযরত হাজী মুনশী আহ্মদ জান সাহেব মরহুমের রচিত পুস্তকাদির অন্তর্গত। হাজী সাহেব এ পুস্তকে সেই গুপ্ত জ্ঞান, রোগ-ব্যাধির উপশম এবং মনোযোগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন যাকে বর্তমান যুগের শেখগণ, পীরগণ এবং সাজ্জাদাহ্ নশীনগণ গোপনভাবে নিজেদের বিশেষ বিশেষ খলিফাদেরকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন এবং একটি অতিমহৎ কারামতি মনে করা হয়। এমন এখনো অনেক মৌলবি সাহেব এ উদ্দেশ্যে দূরদূরান্ত সফর করে থাকেন। এ জন্য লিল্লাহ্ আম ও খাস সকলকে অবহিত করা হচ্ছে যে, এ পুস্তকটি আনিয়ে অবশ্যই পাঠ করবেন কেননা এটি ঐ সব জ্ঞানের অন্তর্গত যা নবীদের উপর প্রকাশ হয়ে থাকে বরং হযরত মসীহ্র মো'জেযাগুলি এই জ্ঞানেরই উৎস হতে ছিল।

পুস্তকের মূল্য এক টাকা। সাহেবযাদা ইফতেখার সাহেব যিনি লুধিয়ানা মহল্লা জাদীদে বসবাস করেন, তার নিকট পত্র লিখলে মূল্য আদায় করতঃ পাওয়া যেতে পারে।

নিম্নে পঞ্জাব সহ ভারতবর্ষের সেই সকল আলেম, ফাযিল ও সুফির নাম উল্লেখিত হল যাঁরা হযরত আকদস মির্যা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী (আ.) কে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও চতুর্দশ শতাব্দীর মোজাদ্দিদ রূপে স্বীকার করে বয়া'ত করেছেন; হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়মকে মৃত জ্ঞান করে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে অন্তরের অন্তঃস্থল হতে খাতামুল আম্বিয়া মান্য করেন। সিরাজুল হক কাদিয়ান, হযরত মৌলবি হাকীম নুরুদ্দীন সাহেব ভৈরা, হযরত মৌলবি কাজী সৈয়্যদ আমির হোসেন সাহেব ভৈরা, হযরত মৌলবি হাকীম ফযল উদ্দীন সাহেব ভৈরা, হযরত মৌলবি আব্দুল করীম সাহেব সিয়ালকোট, হযরত মৌলবি আবু ইউসুফ মুহাম্মদ মোবারক আলী ভৈরা, হযরত মৌলবি বুরহান উদ্দীন সাহেব ঝিলাম, হযরত মৌলবি মুহাম্মদ কারী সাহেব ঝিলাম, হযরত মৌলবি ফযল হক্ সাহেব, হযরত মৌলবি খান মুলক সাহেব কাহিওয়াল জেলা ঝিলাম, হযরত মৌলবি আব্দুর রহমান সাহেব, হযরত মৌলবি হাবিব শাহ্ সাহেব খোশাব, হযরত মৌলবি ফযল উদ্দীন সাহেব খারিয়াঁ জেলা গুজরাত, হযরত মৌলবি মুহাম্মদ আফযল সাহেব মৌজা কমলা গুজরাত, হযরত মৌলবি মুহাম্মদ আকরাম সাহেব মৌজা কমলা গুজরাত, হযরত মৌলবি মুহাম্মদ কারী সাহেব মৌজা কমলা গুজরাত, হযরত মৌলবি ফযল হক্ সাহেব, হযরত মৌলবি খান মুলক সাহেব কাহিওয়াল জেলা ঝিলাম, হযরত মৌলবি মুহাম্মদ শরীফ সাহেব, হযরত মৌলবি কাজী জিয়া উদ্দীন সাহেব কাজিকোট, হযরত মৌলবি হাফেয আহ্মদ উদ্দীন সাহেব মৌজা চক বাসরিয়া, হযরত মৌলবি দ্বীন সাহেব তহাল, হযরত মৌলবি শের মুহাম্মদ সাহেব হুজ্জন, হযরত মৌলবি কুতুব উদ্দীন সাহেব বদুমালি, হযরত মৌলবি গোলাম হোসেন সাহেব পেশাওয়ার, হযরত মৌলবি মুহাম্মদ হোসেন সাহেব কপুরথালা,

হযরত মৌলবি নূর মুহাম্মদ সাহেব মাঙ্গট, হযরত মৌলবি গোলাম হোসেন লাহোর, হযরত মৌলবি মির্যা খোদা বখ্শ সাহেব আতালিক, নবাব মুহাম্মদ আলী খান সাহেব মালের কোটলা, হযরত মৌলবি মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব সানোওয়ার, হযরত মৌলবি হাফেয আজিম বখ্শ সাহেব পাটিয়ালা, হযরত মৌলবি মুহাম্মদ সাদিক সাহেব জম্মু, হযরত মৌলবি খলিফা নূরুদ্দীন সাহেব জম্মু, হযরত মৌলবি মুহাম্মদ জামান সাহেব দাহনী গাহেপ, হযরত মৌলবি নূর আহ্মদ সাহেব লোদী নঙ্গল, হযরত মৌলবি সৈয়্যদ মুহাম্মদ আহ্সান সাহেব আমরোহী, হযরত মৌলবি আনোওয়ার হোসেন খান সাহেব রঈস শাহাবাদ, হযরত মৌলবি সৈয়্যদ তাফায্যোল হোসেন সাহেব, হযরত মৌলবি সৈয়্যদ মুহাম্মদ আসকারী খান সাহেব, হযরত মৌলবি সৈয়্যদ মরদান আলী সাহেব হায়দ্রাবাদ নিজাম, হযরত মৌলবি সৈয়্যদ জহুর আলী সাহেব, হযরত মৌলবি সৈয়্যদ মুহাম্মদ আল্ সাঈদ ট্রিবুলাসী সিরিয়া, হযরত মৌলবি আব্দুল হাকিম সাহেব। আরও বহু নাম রয়েছে তাদের নামোল্লেখ করা এখানে সম্ভব নয়। অন্য কোন সময়ে লেখা হবে।

বিনীত

সিরাজুল হক নুমানী

.....